সাপ্তাহিক

weeklybangladeshusa.com

পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে

বাংলাদেশ

WEEKLY BANGLADESH

মহান স্বাধীনতা দিবস আজ

বাংলাদেশ ডেস্ক : মহান স্বাধীনতা দিবস আজ বৃহস্পতিবার। ৫৫ বছর আগে ঘোষিত *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা ১১ শতাংশ কমেছে

বাংলাদেশ রিপোর্ট: গতবছর থেকে যুক্তরাষ্ট্র বিদেশিদের ভিসা প্রদানের ওপর বিভিন্ন *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

Weekly Bangladesh | New York, Vol. 28 • Issue 42 • Thursday, 26 March 2026 • ১২ চৈত্র ১৪৩২,০৭ শাওয়াল ১৪৪৭

এপ্রিলে আন্দোলনে নামবে জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দল

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন প্রশ্নে রাজনীতিতে উত্তাপ

ঢাকা : জুলাই সনদ বাস্তবায়ন প্রশ্নে উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে সংসদ অধিবেশন। রাষ্ট্রপতি জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ অনুযায়ী সংবিধান সংস্কার পরিষদের শপথ অধিবেশন ডাকার সময় ছিল ৩০ দিন। কিন্তু নির্বাচনী ফলাফলের গেজেট প্রকাশের পর গত ১৫ মার্চ সেই সময় পার হয়ে গেলেও রাষ্ট্রপতি সংবিধান সংস্কার পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেননি। এমনকি এই পরিষদের জন্য বিরোধী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) জোট শপথ নিলেও বিএনপি নেতৃত্বাধীন *(বাকি অংশ ৩২ পাতায়)*

পদ্মায় বাসডুবি: ২৩ লাশ উদ্ধার

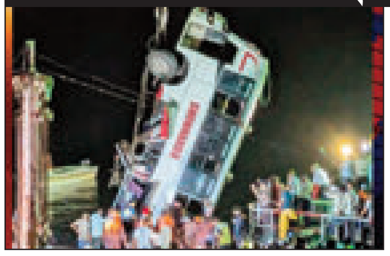

ঢাকা : রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে পন্টুনে ওঠার সময় যাত্রীবাহী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পদ্মা নদীতে তলিয়ে গেছে। বুধবার (২৫ মার্চ) *(বাকি অংশ ২৯ পাতায়)*

দেশে সড়কে সাত দিনে ২০৪ মৃত্যু

ঢাকা : ঈদুল ফিতরের ছুটির সাত দিনে সরকারি হিসাবে সড়কে ৯২ দুর্ঘটনায় ১০০ জন নিহত এবং ২১৭ জন আহত হয়েছেন। তবে বেসরকারি সংস্থা রোড *(বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)*

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান যুদ্ধে নতুন মোড়

বাংলাদেশ ডেস্ক : ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের চলমান সংঘাত চতুর্থ সপ্তাহে এসে নতুন মোড় নিয়েছে। হামলা বন্ধ করে কূটনৈতিক সমাধানের পথ খুঁজছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট *(বাকি অংশ ৩০ পাতায়)*

যুক্তরাষ্ট্রে গ্লোবাল সামিটে ডা. জুবাইদা রহমান

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের ফার্স্ট লেডি মিসেস মেলানিয়া ট্রাম্পের আমন্ত্রণে 'ফস্টারিং দ্য ফিউচার টুগেদার গ্লোবাল কলিউশন সামিটে' যোগ দিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী *(বাকি অংশ ৩১ পাতায়)*

১/১১ কানেকশনে দুই জেনারেল গ্রেফতার

বাংলাদেশ ডেস্ক : বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইতিহাসে বহুল আলোচিত একটি নাম মাসুদ উদ্দিন *(বাকি অংশ ৩৩ পাতায়)*

বাংলাদেশ ডেস্ক : প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) সাবেক মহাপরিচালক লে. জেনারেল *(বাকি অংশ ৩৩ পাতায়)*

QUEENS SOCIAL ADULT DAY CARE CENTER INC.
OUR PERSONAL CARE PLAN
- Bangla, Urdu, Hindi, Arabic
- Fields Trips (Pick-up & Drop-off)
- Halal Breakfast & Lunch
- Diabetes Prevention Program
- Help to apply for Medicaid/Food Stamp
- ESL & Computer Class

Mahfuzul Haque
President & CEO
আমরা বাংলায় কথা বলি
148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435
Open 7 Days 9am-9pm
Phone: 718-647-4444, 646-591-6782
Fax: 347-694-8854 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

MORTGAGE MORTGAGE MORTGAGE
PURCHASE OR REFINANCE
Call Nasir Today
TO SEE IF YOU CAN GET PRE APPROVED
917-400-5728
Nasiruddin M Laskar

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার ডিল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
ARC
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

Red Cow FULL CREAM MILK POWDER
FRESH FRESH FRESH FRESH
MADE WITH ONLY FRESH MILK
PACKED FRESH
VACUUM SEALED
REACHES YOU VERY FRESH
FRESH FRESH FRESH FRESH

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
- TAX Liens - Charge Offs - Inquiries - Collections
- Garnishment - Bankruptcy - Late Payments
Call us: 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

ALL COUNTY হোম কেয়ার
NYS Licensed Home Care Agency
সকল সার্ভিস একই অফিসে
718-587-2266
- LHSCA
- PCA Training
- Day Care
- JAMAICA
- JACKSON HEIGHTS
- BROOKLYN
- BRONX
- LONG ISLAND

নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ডে স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদানে (৭০% পর্যন্ত) আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিতে চাই
Gree Mechanical Yonkers
GREE MECHANICAL YONKERS
914-222-9477, 914-989-0089
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710
তোফায়েল চৌধুরী

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

86-47 164th St, Jamaica, NY 11432
E F J TRAIN
BUS-Q65,Q8,Q83,Q110
সিকিউরিটি লাইসেন্স কোর্স-
-৮-ঘন্টা প্রি-ক্লাস
- 16-ঘন্টা OJT
- ৮-ঘন্টা বার্ষিক
- ফিংগারপ্রিন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট
SECURITY
NEW YORK STATE DEPARTMENT OF STATE
MN Safety Consulting
IS DULY REGISTERED AS A SECURITY GUARD
THIS DOES NOT CONFER NYS EMPLOYEE STATUS
NOTARY PUBLIC
OSHA
30-hour Construction Safety and Health
Location: 86-47 164th Street. Suite-BG, Jamaica, NY 11432
OSHA কোর্স
কনেস্ট্রাকশন, জেনারেল ইন্ডাস্ট্রি, মেরিটাইম, ডিসেস্টার সাইট
-OSHA ১০-ঘন্টা
-OSHA ৩০-ঘন্টা
MN SAFETY CONSULTING
আমরা বিল্ডিং এর ভাইওলেশন অপসারণ করে থাকি।
ড্রাইভিং কোর্স
• 5-ঘন্টার প্রি-লাইসেন্সিং কোর্স
• 6-ঘন্টা প্রতিরক্ষামূলক ড্রাইভিং
NYC DOB Training
718-535-0336
আমরা নির্মাণ শিল্পের মান অনুসরণ, নিয়ম মেনে চলা এবং নিরাপদে কাজ করার জন্য নির্ভরযোগ্য প্রশিক্ষণ প্রদান করি-
OSHA
কর্মী ওয়ালেট
ক্রেণার ট্রেনিং
SST
সিকিউরিটি লাইসেন্স
এরিয়াল ও সিজার লিফট ট্রেনিং
ফ্ল্যাগফোল্ড
Fire Safety S-56
মাষ্টার প্লাম্বিং ও ইলেকট্রিশিয়ান রিনিওয়াল ট্রেনিং
TRAINING CONNECT
WORKER WALLET
SST এবং কর্মী ওয়ালেট
40-ঘন্টা SST
- 62-ঘন্টা SST
- 16/8-ঘন্টা SST পুনর্নবীকরণ
718-535-0336
www.mncnt.com
ACCREDITED IACET PROVIDER
FDNY
NYC

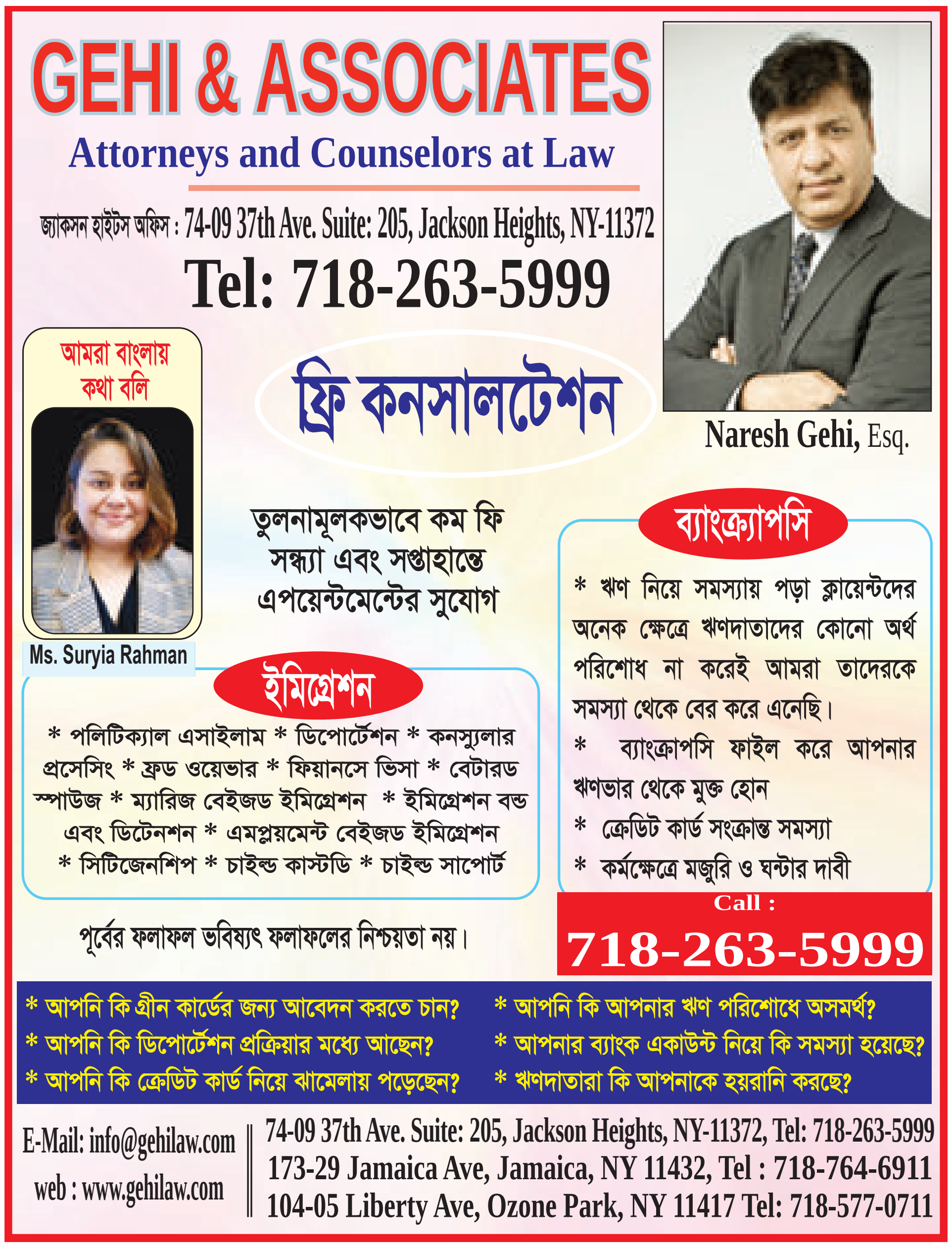
GEHI & ASSOCIATES
Attorneys and Counselors at Law
জ্যাকসন হাইটস অফিস : 74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372
Tel: 718-263-5999
Naresh Gehi, Esq.
আমরা বাংলায় কথা বলি
Ms. Suryia Rahman
ফ্রি কনসালটেশন
তুলনামূলকভাবে কম ফি
সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে
এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
ইমিগ্রেশন
* পলিটিক্যাল এসাইলাম * ডিপোর্টেশন * কনস্যুলার প্রসেসিং * ফ্রড ওয়েভার * ফিয়ানসে ভিসা * বেটারড স্পাউজ * ম্যারিজ বেইজড ইমিগ্রেশন * ইমিগ্রেশন বন্ড এবং ডিটেনশন * এমপ্লয়মেন্ট বেইজড ইমিগ্রেশন * সিটিজেনশিপ * চাইল্ড কাস্টডি * চাইল্ড সাপোর্ট
ব্যাংক্রাপসি
* ঋণ নিয়ে সমস্যায় পড়া ক্লায়েন্টদের অনেক ক্ষেত্রে ঋণদাতাদের কোনো অর্থ পরিশোধ না করেই আমরা তাদেরকে সমস্যা থেকে বের করে এনেছি।
* ব্যাংক্রাপসি ফাইল করে আপনার ঋণভার থেকে মুক্ত হোন
* ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত সমস্যা
* কর্মক্ষেত্রে মজুরি ও ঘন্টার দাবী
পূর্বের ফলাফল ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা নয়।
Call :
718-263-5999
* আপনি কি গ্রীন কার্ডের জন্য আবেদন করতে চান?
* আপনি কি ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন?
* আপনি কি ক্রেডিট কার্ড নিয়ে ঝামেলায় পড়েছেন?
* আপনি কি আপনার ঋণ পরিশোধে অসমর্থ?
* আপনার ব্যাংক একাউন্ট নিয়ে কি সমস্যা হয়েছে?
* ঋণদাতারা কি আপনাকে হয়রানি করছে?
E-Mail: info@gehilaw.com
web : www.gehilaw.com
74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372, Tel: 718-263-5999
173-29 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432, Tel : 718-764-6911
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY 11417 Tel: 718-577-0711

IZNA MEDICAL CARE PC
মেডিকেল অফিস
ডাঃ ইশতিয়াক হোসেন এম, ডি
ফ্যামেলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
ATTENDING PHYSICIAN, NORTHWELL HEALTH
আমাদের সেবা সমূহ ঃ
জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের কাছে
* শারীরিক চেক আপ
* শিশুরোগ চিকিৎসা
* সর্দি,জ্বর, ফ্লু চিকিৎসা
* স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
* দুঃচিন্তা ও বিষন্নতার চিকিৎসা
* উচ্চ রক্ত চাপ
* ডায়াবেটিস
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* ল্যাব ও ভ্যাকসিন
অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন
718-880-2186
সোমবার থেকে শুক্রবার: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা।
শনিবার: দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টা।
87-02, 167th Street, Jamaica NY 11432
Email: iznamedicalcarepc@gmail.com

সাপ্তাহিক পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

Dr. Mohammed Wazed A. Khan
President & Editor

Anwar Hossain Manju
Advisor, Editorial Board

Published by News Bangladesh Inc.

Vice-President
Mohammed Dinaj Khan
Florida Office
1610 NW 3rd Street,
Deerfield Beach, Fl. 33442

Corporate Office
86-47 164th Street, # BH
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-523-6299, 917-304-3912
weeklybangladesh@yahoo.com

WEEKLY BANGLADESH
86-47 164th Street, # BH, Jamaica, NY 11432
Phone:718-523-6299, 917-304-3912
Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

Jackson Heights Office
37-55 72 Street, Jackson Heights,
NY-11372, Tel : 646-645-6904

সম্পাদকীয়

মহান স্বাধীনতা দিবস

আজ ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস। বিগত ১৭ বছরের ফ্যাসিবাদী শাসনের পতনের পর অনুষ্ঠিত দেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গঠিত নতুন সরকারের যাত্রা শুরুর পর এবারের স্বাধীনতা দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং দিবসটিকে কেন্দ্র করে জনগণের প্রত্যাশাও অধিক। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমানে কণ্ঠে স্বাধীনতার ঘোষণা দেশবাসীকে দখলদার পাকিস্তানি সেন-াবাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সংকল্পে উজ্জীবিত করে তোলে। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর দেশবাসী আশা করেছিল তাদের শোষণ বঞ্চনার অবসান ঘটবে। কিন্তু ঘটেনি, বরং জনগণের ওপর চেপে বসেছিল স্বৈরশাসন। ১৯৭৫ সালে দৃশ্যপটে আবারও আবির্ভূত হন জিয়াউর রহমান। তিনি একদলীয় শাসনের পরিবর্তে দেশকে উপহার দেন বহুদলীয় গণতন্ত্র এবং দেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে যখন দেশকে উন্নয়নের সোপানে উঠিয়ে নিচ্ছিলেন, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল, ঠিক তখন ষড়যন্ত্র করে তাকে হত্যা করা হয়। তার জনপ্রিয়তা এমন উচ্চতায় ছিল যে, দেশবাসী তার স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে দেশ পরিচালনার নেতৃত্বে নিয়ে আসে। কিন্তু ষড়যন্ত্র থেমে ছিল না। ইতিহাসের পরিক্রমায় ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে পুনরায় গণতন্ত্রের খোলসে স্বৈরশাসন চাপিয়ে দেওয়া হয় জনগণের ওপর এবং তা টানা দেড় দশক অব্যাহত থাকার পর ছাত্র-জনতার বিপ্লবে শেখ হাসিনা ও তার সরকারের পতন ঘটে। এর দেড় বছরের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে জিয়াউর রহমানের প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–বিএনপি সংসদের দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন জিয়াউর রহমান ও বেগম জিয়ার পুত্র তারেক রহমান। জনগণের বিপুল আশা যে তার সুযোগ্য নেতৃত্বে দেশ উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে, দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে এবং কেউ আর বঞ্চনা ও জুলুমের শিকার হবে না। আজ মহান স্বাধীনতার এই দিনে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি সেই বীর সন্তানদের, যাঁরা দেশের জন্য, গণতন্ত্রের জন্য জীবন বিসর্জন দিয়েছেন।

স্বাধীনতার উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশকে সত্যিকার অর্থে একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও শো-ষণমুক্ত রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের সংবিধানেও সব নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার ৫৫ বছরেও যে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। এর পেছনে আর্থসামাজিক বৈষম্য ও সুশাসনের ঘাটতি যেমন দায়ী, তেমনি দায়ী রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতাও। স্বাধীনতার পর থেকে যেসব রাজনৈতিক দল দেশশাসনের ভার নিয়েছে, তারা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে, পূর্বাপর সরকার জনগণের কাছে দেওয়া অঙ্গীকার পূরণের চেয়ে নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত থেকেছে। নিকট অতীতে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের ভোটাধিকার হরণের পাশাপাশি দেশে দুর্নীতি ও লুটপাটের শাসন কায়েম করেছিল। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মতো চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানেরও মূল লক্ষ্য ছিল দেশে রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বস্তরে ন্যায়বিচার ও গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা। যেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে ২০২৪ এ গণ-অভ্যুত্থান হয়েছে, তা থেকে এর অংশীদাররা ক্রমেই দূরে সরে গেছে। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী দল ও পক্ষগুলোর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। বেশির ভাগই জাতীয় স্বার্থের চেয়ে দলীয় স্বার্থকে বড় করে দেখছে। সবকিছু সত্ত্বেও দেশে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশে যে অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা বিরাজ করছিল তা দূর হয়েছে। কার্যকর ও টেকসই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য নাগরিকদের মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করার বিকল্প নেই । এবারের স্বাধীনতা দিবসের অঙ্গীকার হোক ঐক্য ও সম্প্রীতি। স্বাধীনতা দিবস সবার জন্য সুখ ও সমৃদ্ধি বয়ে আনুক। সবাইকে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা।

নামাজের সময়সূচি

২৬ মার্চ-০১ এপ্রিল ২০২৬ — ০৭-১৩ শাওয়াল ১৪৪৭

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
২৬ মার্চ	৫.৩৩	৬.৪৯	১.০৪	৫.৩২	৭.১৪	৮.৩১
২৭ মার্চ	৫.৩১	৬.৪৮	১.০৩	৫.৩২	৭.১৬	৮.৩২
২৮ মার্চ	৫.৩০	৬.৪৬	১.০৩	৫.৩৩	৭.১৭	৮.৩৩
২৯ মার্চ	৫.২৮	৬.৪৪	১.০৩	৫.৩৩	৭.১৮	৮.৩৪
৩০ মার্চ	৫.২৬	৬.৪৩	১.০২	৫.৩৪	৭.১৯	৮.৩৫
৩১ মার্চ	৫.২৪	৬.৩১	১.০২	৫.৩৪	৭.২০	৮.৩৭
০১ এপ্রিল	৫.২২	৬.৩৯	১.০২	৫.৩৪	৭.২১	৮.৩৮

উপসম্পাদকীয়

স্বাধীনতা দিবস: সার্বভৌমত্বের প্রতিশ্রুতি ও গণমানুষের বঞ্চনা

ড. মাহরুফ চৌধুরী

২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস। এই দিনটি কেবল ক্যালেন্ডারের একটি তারিখ নয়, বরং জাতীয় জীবনে একটি গভীর ঐতিহাসিক তাৎপর্যবাহী মুহূর্ত। দিনটি আমাদের জন্য একই সঙ্গে একটি রাজনৈতিক অঙ্গীকার, নৈতিক দায়বদ্ধতা এবং একটি চলমান, কিন্তু এখনো অসমাপ্ত জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রগঠনের প্রকল্পের মূর্তপ্রতীক। ১৯৭১ সালের এই দিনে স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে রক্তাক্ত সংগ্রামের পথ ধরে আমরা অর্জন করিবাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। লাল-সবুজের পতাকা নিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে অভ্যুদয়ের মাধ্যমে আমাদেরকে দু'বার স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়েছিল। আমাদের এই অর্জন ছিল উপনিবেশিক এবং উপনিবেশ-উত্তর শাসনব্যবস্থার দীর্ঘস্থায়ী শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ঐতিহাসিক মুক্তির ঘোষণা। সেই ঘোষণার মধ্যে নিহিত ছিল একটি ন্যায্য, সমতাভিত্তিক এবং মানবিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়। কিন্তু স্বাধীনতার ৫৫ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর যে প্রশ্নটি আজ আরও তীক্ষ্ণ, আরও অনিবার্য হয়ে ওঠে, সেটি হলো, এই রাষ্ট্র কি সত্যিই জনগণের রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে, নাকি ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় কেবল শাসকের হাতবদল ঘটেছে, যেখানে ক্ষমতার কেন্দ্র অপরিবর্তিত থেকেছে, আর প্রান্তিক মানুষ রয়ে গেছে একই বাস্তবতায় আবদ্ধ?এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে রাষ্ট্র ও সার্বভৌমত্বের ধারণাকে কেবল আবেগের আলোকে নয়, বরং তাত্ত্বিক ও দার্শনিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে বিশ্লেষণ করা জরুরি।

ইংরেজ চিন্তক টমাস হবস (১৫৮৮-১৬৭৯) তাঁর 'লেভিয়াথান'-এ রাষ্ট্রকে একটি সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন সত্তা হিসেবে কল্পনা করেছিলেন, যার প্রধান দায়িত্ব হলো বিশৃঙ্খলা রোধ করে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর দৃষ্টিতে, মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা ছিল সংঘাতপূর্ণ; তাই নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব অপরিহার্য। কিন্তু এই ধারণা পরবর্তীকালে অপর ইংরেজ চিন্তক জন লক (১৬৩২-১৭০৪) সংশোধন করেন। লক যুক্তি দেন যে রাষ্ট্রের বৈধতা কোনো পরম ক্ষমতায় নয়, বরং জনগণের সম্মতি ও তাদের প্রাকৃতিক অধিকার তথা জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির সুরক্ষার ওপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্র যদি এই মৌলিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, তবে জনগণের সেই রাষ্ট্রকে পরিবর্তনের অধিকার রয়েছে।অন্যদিকে, সুইস চিন্তক জাঁ-জাক রুশো (১৭১২ ১৭৭৮)'সাধারণ ইচ্ছা' (জেনারেল উইল)-র ধারণার মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সার্বভৌমত্বকে আরও গভীরভাবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে, প্রকৃত সার্বভৌমত্ব কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে নয়; এটি নিহিত থাকে জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছা ও অভিন্ন স্বার্থে। রাষ্ট্র তখনই বৈধ ও কার্যকর হয়ে ওঠে, যখন তা এই সাধারণ ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে স্পষ্ট হয় যে, যদি রাষ্ট্র জনগণের প্রত্যাশা, প্রয়োজন ও অধিকারকে প্রতিফলিত না করে, তবে তা কেবল একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে সীমাবদ্ধ থাকে, অর্থাৎ নামমাত্র রাষ্ট্র হিসেবে বিদ্যমান থাকে, কিন্তু প্রকৃত অর্থে সার্বভৌম হয় না।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা এই তাত্ত্বিক কাঠামোর সঙ্গে এক গভীর ও স্পষ্ট বৈপরীত্য সৃষ্টি করে। স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রের মালিকানা গণমানুষের হাতে ন্যস্ত হওয়ার কথা থাকলেও, বাস্তব অভিজ্ঞতা আমাদের ভিন্ন এক চিত্র দেখায়যেখানে ক্ষমতা ধীরে ধীরে একটি সীমিত, কেন্দ্রাভিমুখী গোষ্ঠীর ভেতরে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়া এবং সম্পদ বণ্টনের ধরন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সাধারণ নাগরিকের অংশগ্রহণ প্রায়ই প্রতীকী স্তরে সীমাবদ্ধ থেকেছে। কার্যত রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রটি থেকে তারা বহুলাংশে বিচ্ছিন্ন।এই প্রেক্ষাপটে ইতালীয় মার্কসবাদী চিন্তাবিদ আন্তোনিও গ্রামসির (১৮৯১-১৯৩৭) 'হেজিমনি' (আধিপত্য)-র ধারণা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। তিনি দেখিয়েছেন, শাসকশ্রেণী কেবল বলপ্রয়োগ বা রাষ্ট্রীয় দমননীতির মাধ্যমে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখে না; বরং তারা সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আদর্শিক ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এমন এক সম্মতিনির্ভর বাস্তবতা তৈরি করে, যেখানে তাদের আধিপত্য স্বাভাবিক, এমনকি অপরিহার্য বলে প্রতীয়মান হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই আধিপত্য কেবল রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি শিক্ষা, গণমাধ্যম, প্রশাসন এবং সামাজিক মূল্যবোধের মধ্য দিয়েও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। ফলে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর কর্তৃত্ব সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এমনভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে যে, তা অনেকের কাছেই প্রশ্নাতীত সত্য হিসেবে প্রতিভাত হয়।

এখানে ফরাসী ঐতিহাসিক ও চিন্তক মিশেল ফুকোর (১৯২৬১৯৮৪) 'ক্ষমতা তত্ত্ব' (পাওয়ার থিওরি) এই আলোচনাকে আরও গভীরতা প্রদান করে। তিনি আমাদের মনে করিয়ে দেন যে ক্ষমতা কোনো একক কেন্দ্র বা শীর্ষস্তরে সীমাবদ্ধ নয়; এটি বহুমাত্রিক, বিস্তৃত এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে ছড়িয়ে থাকে। পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আইনব্যবস্থা, এমনকি ভাষা ও দৈনন্দিন চর্চার মধ্য দিয়েও ক্ষমতা নিজেকে ক্রমাগত পুনরুৎপাদন করে। ফলে ক্ষমতার দৃশ্যমান রূপ, যেমন সরকার বা নেতৃত্বের পরিবর্তনঘটলেও, অদৃশ্য কাঠামোগত সম্পর্কগুলো অপরিবর্তিত থেকে যেতে পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সরকার পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও প্রশাসনিক কাঠামো, রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং ক্ষমতা প্রয়োগের পদ্ধতিতে একটি লক্ষণীয় ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।এই ধারাবাহিকতা আমাদের সামনে একটি গভীর কাঠামোগত সংকটের ইঙ্গিত দেয়। এটি কেবল কোন রাজনৈতিক ব্যক্তি বা দলের ব্যর্থতা নয়; বরং একটি প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংস্কৃতিক জটিলতা, যেখানে ক্ষমতার বিন্যাস এমনভাবে স্থায়ী রূপ পেয়েছে যে, তা সহজে পরিবর্তিত হয় না। ফলে স্বাধীনতার পর যে রাষ্ট্র জনগণের সার্বভৌমত্বের প্রতিফলন হওয়ার কথা ছিল, তা বাস্তবে এক সীমাবদ্ধ ক্ষমতার পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছেযেখানে জনগণের মাঝে পরিবর্তনের প্রত্যাশা বারবার জাগ্রত হলেও, কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতার কারণে তা পূর্ণতা পায় না।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায়, বাংলার শাসকগোষ্ঠীর গণবিচ্ছিন্নতা কেবল সাম্প্রতিক কোনো বাস্তবতা নয়; বরং এটি একটি দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়ার ফল, যা বর্তমান সংকটকে আরও গভীর ও জটিল করে তুলেছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে যে রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে উঠেছিল, তা মূলত একটি 'শোষণমূলক রাষ্ট্র'যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উপনিবেশ থেকে সম্পদ আহরণ এবং কেন্দ্রীয় ক্ষমতার স্বার্থ সংরক্ষণ। এই কাঠামোয় জনগণের অংশগ্রহণ ছিল নগণ্য, আর প্রশাসন ছিল জনগণের সেবক নয়, বরং শাসকের হাতিয়ার। পাকিস্তান আমলেও এই একই ধারা বহুলাংশে অব্যাহত থাকে, যেখানে পূর্ব বাংলার জনগণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রান্তিক অবস্থায় থেকে যায়।স্বাধীনতার মাধ্যমে সেই শোষণমূলক কাঠামো ভেঙে দিয়ে জনগণের মনে একটি 'অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল, তা ছিল এক গভীর ঐতিহাসিক আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ। এই প্রত্যাশার কেন্দ্রে ছিল এমন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা, যেখানে নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হবে এবং উন্নয়ন ও সম্পদের সুফল দেশের সব মানুষের মাঝে সমভাবে বণ্টিত হবে। কিন্তু বাস্তবতা আমাদের দেখিয়েছে ভিন্ন এক চিত্র। রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভেতরে বহু ক্ষেত্রে সেই পুরোনো শোষণমূলক প্রবণতার পুনরাবৃত্তি ঘটেছেযেখানে ক্ষমতা ও সম্পদ একটি সীমিত গোষ্ঠীর মধ্যে কেন্দ্রীভূত থেকে গেছে, আর সাধারণ মানুষ কাঙ্ক্ষিত অধিকার ও সুযোগ থেকে সবসময়ই বঞ্চিতই রয়ে গেছে।

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোর মৌলিক দুর্বলতা হলো দলীয় ও পরিবারতান্ত্রিক বৃত্তবদ্ধতা, যা সর্বস্তরের মানুষের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকে প্রকৃত অর্থে সীমিত করে ফেলে। এ প্রসঙ্গে জার্মান বংশোদ্ভুত সমাজতাত্ত্বিক রবার্ট মিখেলসের (১৮৭৬-১৯৩৬) 'অলিগার্কের লৌহ আইন' অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি দেখিয়েছেন, যে কোনো সংগঠন, তা যতই গণতান্ত্রিক আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেটা একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর নেতৃত্বে ও নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। ক্ষমতাবান এইগোষ্ঠী নিজেদের অবস্থান সংরক্ষণে *(বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)*

বুদ্ধিজীবীরা প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামে

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

দেশের বুদ্ধিজীবীরা যে পরিমাণে দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের স্বার্থকে যুক্ত করতে পেরেছেন, সেই পরিমাণেই তাঁরা প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে অনিবার্য করে তুলতে। কিন্তু বলাই বাহুল্য বুদ্ধিজীবী সমাজের সকল মানুষ সকল সময়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে থাকেননি। তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন নিজেদের স্বার্থকে জনসাধারণের স্বার্থ থেকে স্বতন্ত্র হিসেবে দেখে। এটা মোটেই অস্বাভাবিক কিছু ছিল না, বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে। বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন এ দেশের উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোক এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণি চিরদিনই আত্মস্বার্থ সচেতন। তরুণ বয়সে আত্মত্যাগের সাহস থাকে, পরিণত বয়সে আসে বিষয়বুদ্ধি। তাই পরিণত বয়সের বুদ্ধিজীবীরা স্বভাবতই সজাগ ছিলেন, ছিলেন আত্মসচেতন। এর আরও একটা কারণ ছিল। উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভিত্তি ছিল অর্বাচীন ও দুর্বল। তাই এই শ্রেণির লোকদের পক্ষে কোনো ঝুঁকি নেওয়া কঠিন ছিল। পার্টিশনের আগে মুসলমান মধ্যবিত্তরা দেখেছিল অবিভক্ত বাংলার তুলনায় অধিকতর পুরাতন ও প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মধ্যবিত্তের সঙ্গে প্রতিযোগিতার কারণে তাদের নিজস্ব শ্রেণিগত বিকাশের সুযোগ খুব সংকীর্ণ : আশা ছিল পাকিস্তানে সেই বিকাশ অনেক সহজ ও দ্রুত হবে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মধ্যবিত্তদের মধ্যে তাই একটা ব্যস্ততা দেখা গিয়েছিল নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার। বুদ্ধিজীবীরাও ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু সুবিধা যতটা আশা করা গিয়েছিল ততটা পাওয়া যায়নি। সুযোগ অবাধ হয়নি, কিছুটা দ্রুত হয়েছিল যদিও। হিন্দুরা চলে যাওয়ায় চাকরি খালি হয়েছিল, সেইগুলো পাওয়া গেল। কিন্তু ওই পর্যন্তই। হিন্দু মধ্যবিত্তের জায়গায় নতুন প্রতিযোগী এসে জুটেছে, পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যবিত্ত, যারা আগে থেকেই অনেকটা প্রতিষ্ঠিত ছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্য তো বটেই, বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের প্রধান যে অবলম্বন চাকরি, সেই চাকরির ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানিরা যে শক্তিশালী প্রতিযোগী হয়ে দেখা দিল তা নয়, চাকরির তারা মালিকও হয়ে রইল। ছোট বড় সব রকমের চাকরির। স্পষ্ট সত্য হয়ে দাঁড়াল এই যে, পশ্চিম পাকিস্তানিদের অসন্তুষ্ট করলে জীবিকার্জনের পথ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবে, তুষ্ট করলে উন্নতি কিছু ঘটতে পারে। প্রধানত এই অর্থনৈতিক কারণেই বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজের একাংশ সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল, সরে গিয়ে পাকিস্তানের গুণগানে ব্রতী হয়েছিল। এই কাজ করে তাদের লাভ হয়েছে ব্যক্তিগতভাবে। তা ছাড়া সামনে প্রত্যাশার একটা দিগন্তও দেখা যাচ্ছিল।

বুদ্ধিজীবীদের প্রলোভন দেখানোর কাজ পাকিস্তান সরকার শুরু থেকেই করেছে। উদ্দেশ্যটা সহজ। সরকার চেয়েছে জনসাধারণকে শোষণ করতে বুদ্ধিজীবীরা যদি জনসাধারণের অংশ হয়ে যায়, জনসাধারণের সঙ্গে থাকে, তবে তারা মানুষের চোখ খুলে দিতে পারে, চোখ খুলে দিলে শোষণ করতে অসুবিধা। আর যদি বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে পাকিস্তানের মহিমা প্রচার করানো যায় তাহলে শোষণ কাজটা আরও নির্বিঘ্নে হতে পারে। বুদ্ধিজীবীদের জীবনে যেহেতু অভাব ছিল সচ্ছলতার এবং লোভ ছিল স্বাচ্ছন্দ্যের তাই অল্পতেই তারা আকৃষ্ট হতেন। চাকরিতে উন্নতি, পুস্তকের জন্য পারিশ্রমিক পরবর্তীকালে তমঘা ও পুরস্কার, বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ এ সবের সাহায্যে জনসাধারণ থেকে বুদ্ধিজীবীদের বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস সরকার করেছে, সক্ষমও হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে। বুদ্ধিজীবী সমাজের, লেখক, শিক্ষক, সাংবাদিক, ব্যবহারজীবী এদের মধ্যে বিশিষ্ট যারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তাঁদের প্রায় সকলের জীবনেই সমৃদ্ধি এসেছে। তাই পাকিস্তানের প্রতি তাঁদের কৃতজ্ঞতাবোধ না থেকে পারেনি, তাঁদের জীবন ও সাধারণ মানুষের জীবন বিপরীত দিকে চলেছে, অনিবার্যভাবেই। তুলনায় যাঁরা প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন কম তাঁদের পক্ষেও সরকারি বক্তব্য সমর্থন না করে উপায় থাকেনি। এর কারণ তাঁদের জীবনে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাবোধের অভাবটা ছিল আরও বেশি, তাঁরা ভয় পেয়েছেন যে সামান্য ধাক্কাতেই তাঁরা গড়িয়ে পড়বেন নিচের খাদে। এবং ধাক্কার আশঙ্কা সব সময়েই ছিল, সরকার শুধু প্রলোভনই দেখায়নি, ভয়ও দেখিয়েছে। এবং প্রলোভনের তুলনায় ভয় কিছু কম শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেনি। ভয়ের জন্য ভুলকে ভুল, অন্যায়কে অন্যায় বলে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। মধ্যবিত্তের মনেও অর্থনৈতিক অসন্তোষ ছিল কিন্তু সেই অসন্তোষ কিংবা তার চেয়েও বড় অসন্তোষ সাধারণ মানুষের অসন্তোষকে উন্মোচিত করার মতো পর্যাপ্ত সাহস বুদ্ধিজীবীদের অনেকের মধ্যেই দেখা যায়নি। ভয়টা কল্পিত ভয় ছিল না। বামপন্থি বলে পরিচিত যাঁরা প্রয়োজনবোধে তাঁদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করার ব্যাপারে সরকার দ্বিধা করেনি। অন্যদিকে অবাধে চিন্তা ও মতামত প্রকাশ করার সুযোগ বা স্বাধীনতা কোনো দিনই ছিল না বাংলাদেশে। যেমন- পত্রপত্রিকা প্রকাশের কথা উল্লেখ করা যায়। এমনিতে এই কাজটা দুরূহ ছিল অর্থনৈতিক কারণে। তদুপরি পত্রিকা প্রকাশ করতে হলে আগে অনুমতি নিতে হতো সরকারের। সরকারের অপছন্দ হলে চালু পত্রিকা যে কোনো সময়ে বন্ধ করা হতো। সম্পাদককে কারাদন্ডাদেশ দেওয়ার উদাহরণও অজানা নয়।

প্রলোভন ও ভীতির সাহায্যে বুদ্ধিজীবীদের বিচ্ছিন্ন করার কাজ পাকিস্তান আমলে অবিরাম চলেছে, এবং সফলতাও এসেছে-এই দরিদ্র দেশে, ভয়ের দেশে। তবে প্রলোভন ও ভীতির বাইরেও, পাকিস্তান যে একটা আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র এই রকম কথা কেউ কেউ বলেছেন নিজেদের বিশ্বাস থেকে। এরা হচ্ছেন আল-বদর বাহিনীর শিক্ষাগুরু। ভুল শিক্ষার কারণে, সংস্কারের বশে, প্রচলিত ধারণার প্রভাবে এরা ইসলামি সমাজব্যবস্থা নামে একটি বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্ক-বিরহিত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পরীক্ষাস্থল হিসেবে পাকিস্তানকে কল্পনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে এমনকি সাধারণ মানুষের দুঃখে দুঃখিত মানুষও ছিলেন, তাঁরা সমাজতন্ত্র চাইতেন, কিন্তু বলতেন এ হবে ইসলামি সমাজতন্ত্র, অর্থাৎ ভয় যে একেবারে ছিল না তা নয়, ছিল অন্য এক ভয়, ঈশ্বরহীনতার ভয়। এই বিশ্বাস গোঁড়ামিতে পরিণত হয়েছে। গোঁড়ামি থেকে জন্ম হয়েছে আল-বদরের। সমাজতন্ত্রের প্রয়োজন জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য, কিন্তু ইসলামের মায়া এসে এঁদের চিন্তাকে দূর আরবের এমন একটা মনগড়া রাজ্যে নিয়ে গিয়েছে যেখান থেকে ফিরে আসা সম্ভব হয়নি। তাঁদের বুদ্ধিজীবী কর্মসমূহ গণবিরোধী, অর্থাৎ বাংলাদেশ বিরোধী শক্তিকেই পুষ্ট করেছে।

কিন্তু বিভ্রান্তি আরও ছিল। বিভ্রান্তি ছিল উদ্দেশ্যহীনতা, ছিল তথাকথিত আধুনিকতার। ইসলামি আদর্শের অনুসারীরা ছিলেন অপেক্ষাকৃত প্রবীণ, তুলনায় তরুণ যারা তাঁদের একাংশ এই দ্বিতীয় বিভ্রান্তির করতলগত হয়েছেন আর উভয় বিভ্রান্তির পেছনে হাত ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের। পাকিস্তানবাদীরা ভীষণ জোরে বলেছেন যে পাকিস্তানের পুণ্য মাটিতে বিদেশি সংস্কৃতি ও আদর্শের কোনো স্থান নেই। বলাবাহুল্য, বিদেশি সংস্কৃতি বলতে বোঝানো হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, বিদেশি আদর্শ বলতে সমাজতন্ত্রের আদর্শ। বিদেশি সংস্কৃতি বলতে সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতিকে, বিদেশি বলতে ধনতন্ত্রের আদর্শকে এরা প্রায় কখনো বোঝাননি, বরং সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রের প্রভাবকে বিশেষ আদরের সঙ্গে স্বাগত জানানো হয়েছে। পত্রপত্রিকায়, চলচ্চিত্র, বেতারে, টেলিভিশনে, সভা-সমিতিতে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার মাহাত্ম্য প্রচারের সুযোগ ও সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে অবাধে। ফলে এই অতিদরিদ্র ও ভয়ংকর অনগ্রসর দেশে বিলাসের অত্যাধুনিক সাজসরঞ্জাম যেমন এসেছে তেমনি, সঙ্গে সঙ্গে, এসেছে এমন একটা জীবনদৃষ্টি যার পরিচয়চিহ্ন হচ্ছে উদ্দেশ্যহীনতা, জীবনবিচ্ছিন্নতা, আত্মকেন্দ্রিকতা ও নগ্নতা। বুদ্ধিজীবীদের একাংশ বিলাসের উপকরণসমূহ কিছু কিছু পেয়েছেন, কিন্তু তার চেয়েও বেশি পেয়েছেন ওই জীবনদৃষ্টি, বলা যায় ওর জালে তাঁরা আটকা পড়েছেন। সংস্কারাচ্ছন্ন আল-বদর ও সংস্কারহীন অত্যাধুনিক এর মধ্যে খুব বড় একটা মিল আছে : উভয়েই সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে প্রতিপালিত, উভয়েই দেশের সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন, বিচ্ছিন্ন শুধু নয় সাধারণ মানুষের প্রতি বিশিষ্টও বটে।

লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় বাংলাদেশী ডাক্তার অফিস

Multi Medical Care,PC

আমাদের সেবাসমূহ

* শারীরিক চেকআপ
* ডায়বেটিস
* হাই ব্লাড প্রেশার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথ্রাইটিস
* ইকেজি
* ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি টেস্ট
* ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* Pap Smear পরীক্ষা
* WIC ফর্ম
* স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
* ড্রাগ টেস্ট * ভ্যাক্সিন প্রদান
* হজ্ব ও ওমরাহ টিকা

ডা. ফেরদৌসী হাসান, এম. ডি.
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
Ferdausi Hassan,MD
মাল্টি মেডিকেল কেয়ার, পিসি

আমরা সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি
All Insurances Accepted but call to confirm

আমরা প্লেন মেডিকেড গ্রহণ করি।
আমরা হোম কেয়ার গ্রহীতাদের সহযোগিতা করছি।

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

Jackson Heights Office
37-31 76th Street
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718 779 8963 Cell: 718 801 2704
Fax:718 779 8970
সোমবার ও বৃহস্পতিবার-সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : বিকাল ৩টা-সন্ধ্যা-৬টা

Jamaica New Office
170 56 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432
Ph: 718 523 0023
Fax: 718 779 8970
মঙ্গলবার ও বুধবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৩টা

জ্যামাইকায় নতুন অফিস

‘তখন রাত ২টা বেজে ১৫ মিনিট’: ২৬ মার্চ ১৯৭১

মানিকুল আজাদ

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ, রাত ২টা ১৫ মিনিটে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বন্দরনগরী চট্টগ্রামে তাঁর অধীনস্থ বাঙালি সেনাদের সংগঠিত করে তিনি এই সশস্ত্র বিদ্রোহের সূচনা করেন। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস। পরবর্তীতে এক স্মৃতিচারণমূলক নিবন্ধে জিয়া এই দিনটিকে বর্ণনা করেন ‘বাঙালির হৃদয়ে রক্তাক্ষরে লেখা দিন’ হিসেবে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সেই রাতে ঠিক ওই মুহূর্তেই তিনি ব্যাটালিয়ন থেকে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। স্বাধীনতার প্রথম বার্ষিকীতে অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ তৎকালীন ‘দৈনিক বাংলা’ সংবাদপত্রে তাঁর একটি বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ‘বার্থ অব অ্যা নেশন’ (একটি জাতির জন্ম) শীর্ষক সেই নিবন্ধটি যখন প্রকাশিত হয়, সেসময় জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর উপপ্রধান হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। তখন তাঁর র‍্যাঙ্ক ছিল মেজর জেনারেল। ১৯৭১ সালের একজন জ্যেষ্ঠ অভিজ্ঞ সেনা কর্মকর্তা ও বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তিনি এ পদে উন্নীত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৭৪ সালের ২৬ মার্চ পত্রিকাটির সহযোগী প্রতিষ্ঠান সাপ্তাহিক ‘বিচিত্রা’ নিবন্ধটি আবারও প্রকাশিত হয়।

জিয়াউর রহমান লিখেছেন, ‘সময়টা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেনাদের মধ্যে বাঙালি অফিসার, জেসিও (জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার) ও জওয়ানদের (সাধারণ সৈনিক) ডেকে তাদের সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ নিতে নির্দেশ দিই। সবাই একযোগে সেই আদেশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে নেন।’ এরপর জিয়াউর রহমান তাদেরকে নিয়ে বন্দর নগরীর উপকণ্ঠে অবস্থিত কালুরঘাট এলাকায় চলে যান। বাঙালি বেতার কর্মীরা সেখানে ততক্ষণে একটি অস্থায়ী

ও গোপন ‘স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র’ স্থাপন করেছিলেন। সেই কেন্দ্র থেকেই তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন।

স্মৃতিচারণ নিবন্ধটিতে জিয়া ছাত্রজীবন এবং সৈনিক জীবনের শুরুর দিকের অভিজ্ঞতার আলোকে পাকিস্তান শাসনামলে বাঙালিদের সাংস্কৃতিক দমন-পীড়ন এবং রাজনীতিতে কোণঠাসা করে রাখার কথাও তুলে ধরেন। বিশেষ করে দীর্ঘ সামরিক শাসনের ভয়াবহতার কথা বর্ণনা করেছিলেন। তিনি লেখেন, ‘পাকিস্তান সৃষ্টির পর জনাব জিন্নাহ (পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা) তার ঐতিহাসিক ঢাকা সফরে ঘোষণা করছিলেন, ‘উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা’। আমার মতে সেদিন থেকেই বাঙালিদের হৃদয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বীজ বপন হয়।’

জিয়া তাঁর লেখায় আরও বলেন, ‘পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা নিজেই সেদিন ঢাকায় এই অস্বাভাবিক দেশটির ধ্বংসের বীজ বুনে দিয়েছিলেন।’ তাঁর মতে, পাকিস্তানি জান্তার কর্মকাণ্ডই বাঙালির সশস্ত্র প্রতিরোধকে অপরিহার্য ও অনিবার্য করে তুলেছিল। নিবন্ধে জিয়াউর রহমান তাঁর নিজের মনে গভীর রেখাপাত করা প্রধান রাজনৈতিক ঘটনাগুলো পর্যায়ক্রমে বিররণ দেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন; ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন; আইয়ুব খানের সামরিক শাসন; ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ; ষাটের দশকের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন।

পাকিস্তানি শাসকদের ইচ্ছাকৃতভাবে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করা, বাঙালিদের প্রতি অবমাননাকর মনোভাব এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমনের পদক্ষেপ–এসবই বাঙালিদের শেষ পর্যন্ত মহান মুক্তিযুদ্ধের দিকে ধাবিত করেছিল বলেও বিশেষভাবে উল্লেখ করেন জিয়া । ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে দায়ের করা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে আরও সুসংহত করেছিল। জিয়া লিখেছেন, ‘ওই মামলার পরিণতি (শেখ মুজিবের নিঃশর্ত মুক্তিলাভ) বাঙালি সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলে... তারা বাঙালি (বেসামরিক) জনগণের সঙ্গেও সংহতি প্রকাশ করে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় পাকিস্তানি শাসকদের জন্য ছিল বড় এক ধাক্কা। ক্ষমতা হস্তান্তরে তাদের টালবাহানা ও ষড়যন্ত্র রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করে তোলে, ফলে ১৯৭১ সালের মার্চে দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। জিয়া লিখেছেন, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তখন গোপনে সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি জোরদার করতে শুরু করে। আর সেই প্রেক্ষাপটেই শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। নিবন্ধে আরও বলা হয়, ‘রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ আমাদের কাছে ‘গ্রিন সিগন্যাল’ হিসেবে এসেছিল। এরপর আমরা আমাদের পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ দিলাম...তারপরই নেমে এলো ২৫ ও ২৬ মার্চের কালরাত।’

জিয়া উল্লেখ করেন, ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকা ও অন্যান্য বড় শহরে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর নৃশংস গণহত্যা চালায়। সেই বিভীষিকাময় মুহূর্তগুলোই বাঙালিদের জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার ‘সঠিক সিদ্ধান্ত’ নেওয়ার চূড়ান্ত সন্ধিক্ষণে পরিণত হয়। তিনি লিখেছেন, সেই কালরাতে *(বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)*

স্বাধীনতা দিবস ও কিছু কথা

মাহমুদ আহমদ

২৬ মার্চ। পুরো জাতি আজ ব্যাপক আনন্দের সাথে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালন করছে। আজ আমাদের হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত। আনন্দ প্রকাশের ভাষা আমাদের নেই। যাদের কল্যাণে আজ আমরা স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করছি তাদের প্রতি জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি ও শুভেচ্ছা।

আমাদের মাতৃভূমি বাংলাকে স্বাধীন করার জন্য ত্যাগ করতে হয়েছে অনেক কিছু, দিতে হয়েছে লাখ প্রাণের তাজা রক্ত। পাকিস্তানি শাসনের শৃঙ্খল থেকে স্বাধীনতা ঘোষণার সেই গৌরব ও অহংকারের দিন ২৬ মার্চ। ১৯৭১ সালের এই দিনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্বিচার হত্যা, ধ্বংস ও পৈশাচিকতার বিরুদ্ধে ৯ মাসের মরণপণ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশের, জন্ম হয় লাল-সবুজ পতাকার। এদিনে বাঙালি পরাধীনতা থেকে দেশমাতৃকাকে রক্ষার উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে হাতে তুলে নিয়েছিল অস্ত্র। আক্রমণকারী পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে নেমেছিল সশস্ত্র যুদ্ধে।

একটি জাতির স্বাধীনতা তার ইতিহাসে যেমন গৌরবের, তেমনি বেদনার। অনেক রক্ত, অনেক আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের বিজয়। এই স্বাধীনতা সংগ্রামের রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস ও পটভূমি। একদিনের ঘোষণায় বা কারও বাঁশির শব্দ শুনে গোটা জাতি জীবন বাজি রেখে মরণপণ লড়াই-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েনি। ’৪৭-এ অদ্ভুত দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ বিভক্তির পর থেকেই উর্দু শাসকদের নানা কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বাঙালির রক্ত সংগ্রামের চেতনার উন্মেষ ঘটতে থাকে। মাতৃভাষার দাবিতে সেই ’৪৮ সাল থেকে শুরু করে বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তদান সংগ্রাম-আন্দোলন, ’৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে জাতির রায়, ’৫৬-তে এসে সংবিধানে রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বীকৃতি আদায়, ’৬২-এর শিক্ষা কমিশন আন্দোলন, ’৬৬-এর ৬ দফার মধ্য দিয়ে বাঙালির মুক্তিসনদ ঘোষণা, ’৬৯-এর ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের বিদায় এবং ’৭০-এ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরংকুশ বিজয়ের ধারাবাহিকতায়ই এসেছে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব এবং স্বপ্নের স্বাধীনতা। ’৭০-এর নির্বাচনে অভূতপূর্ব বিজয়ের পর বাঙালির স্বপ্নপুরুষ, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়েই আইনগত ও সাংবিধানিকভাবে অর্জন করেন দেশ পরিচালনার ক্ষমতা এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করার যোগ্যতা।

৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক ভাষণ ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’- এই জগদ্বিখ্যাত ঘোষণার মধ্য দিয়েই মূলত বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধের গ্রিন সিগন্যাল পেয়ে যায়। খুঁজে পায় গেরিলাযুদ্ধের গোপন কৌশল ও দিকনির্দেশনা। তার পরও ২৫ মার্চ মধ্যরাতে গ্রেফতারের আগে বঙ্গবন্ধুর ওয়্যারলেসের মাধ্যমে স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পর জাতিকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

সমগ্র জাতি দল-মত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ‘জয় বাংলা-জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান বুকে ধারণ করে এবং হৃদয়ে বিশ্বাস স্থাপনের মধ্য দিয়ে মরণপণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিপাগল বাঙালির রক্তের বন্যায় ভেসে যায় পাকিস্তানের দক্ষ, প্রশিক্ষিত ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত দু’লক্ষাধিক হানাদার বাহিনীর অত্যাচার, নির্যাতন, হত্যাযজ্ঞ, জ্বালাও-পোড়াও অভিযান ‘অপারেশন সার্চলাইট’।

প্রায় এক কোটি মানুষের ভারতে আশ্রয় গ্রহণ এবং মুক্তিবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দান, রাশিয়ার অস্ত্র সরবরাহ ও কূটনৈতিক সমর্থন এবং ভারতীয় মিত্র বাহিনীর সহযোগিতায় মাত্র ৯ মাসের যুদ্ধেই পৃথিবীর মানচিত্রে আর একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের জন্ম হয়- সেই আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। যে ভারত স্বাধীনতার যুদ্ধে আমাদের মা-বোনদের আশ্রয় দিয়েছে, দেশ স্বাধীন করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করেছে সেই দেশের সরকার প্রধান যখন স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাতে দেশে আসে তখন আমরা না বুঝে কত কিছুই না করছি। তার আগমনের বিরোধিতা করছি, যা মোটেও ঠিক নয়।

স্বাধীনতার একান্ন বছরে আমাদের অর্জন অনেক। একান্তই সত্য যে, দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষার প্রসার, নারী উন্নয়ন, শিশুমৃত্যুর হার কমানো, মহামারি করোনা নিয়ন্ত্রনে অসাধারণ ভূমিকা পালন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেশ অনেকটা সফল হয়েছেন বর্তমান সরকার। জঙ্গিবাদ যেভাবে মাথাচাড়া দিয়েছিল এর উত্থান ঠেকিয়ে বর্তমান সরকার দেশ বিদেশে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছেন।

প্রায় ১৮ কোটি জনসংখ্যার এ দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও এই বাংলার খাদ্য রপ্তানি *(বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)*

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের পিছনে
RiteCare
RiteCare Medical Office P.C.
Mohd Hossain, MD (Imran)
ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও বয়স্ক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified
Attending Physician LIJMC (Long Island Jewish Medical Center)

Tahmina Ahmed, NP
Sunita K. Bhagat, NP
Deepa Shrestha, NP
Mohammad Rahman, FNP

• যাদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স নাই তাদেরকে বিনামূল্যে ফ্লু ভেকসিন দেয়া হয়
• হজ্ব ভেকসিন দেওয়া হয়

We are Open 6 Days a week
Mon : 9 AM to 5 PM, Tue: 9 AM to 5 PM, Wed : 9 AM to 7 PM
Thursday: 9 AM to 5 PM, Fri: 9 AM to 7 PM, Sat: 9 AM to 6 PM

TELEMEDICINE available for all patients

Tel: 347-390-0612
Fax : 718-480-6652
E-mail: drhossain2014@gmail.com, Web : ritecaremedicalofficepc.com

Hillside Office
87-04 168th Pl, Jamaica, NY 11432

Jamaica Office
176-02 Jamaica Ave. Jamaica, NY 11432

Hollis Office
196-22 Hillside Ave., Hollis, NY 11423

পুতিন জড়িয়ে গেছেন ইরান যুদ্ধে

আশরাফ উদ্দিন আহমেদ

সিরিয়ার আসাদ শাসনের পতন মধ্যপ্রাচ্যে রাশিয়ার ভূমিকা ও উপস্থিতি খর্ব করলেও সম্প্রতি তা পুষিয়ে যাওয়া লক্ষণ পরিস্ফুট হয়েছে বলে ধারণা করা যায়। গত সপ্তাহে ইসরাইল কাস্পিয়ান সাগরে হামলা চালিয়ে ইরানের বেশ কটি মিসাইল বোটে আঘাত করে। ইসরাইলের ভাষ্যমতে এ হামলার ফলশ্রুতিতে ইরানের নৌবাহিনী খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । এ ভাষ্যের সত্যতা প্রশ্নবিদ্ধ তবে রাজনীতির খেলায় ইরান লাভবান হয়েছে। কাস্পিয়ান সাগর নিয়ে রাশিয়া এবং ইরানের মধ্যে অংশীদারিত্ব ইয়েমেনের হুতিরা বেশ জবরদস্তভাবে লোহিত সাগর নৌপথ নিয়ন্ত্রণ করছে। ইরান যেমন নিশ্ছিদ্র অবরোধে হরমুজ প্রণালী নিয়ন্ত্রণ করতে কৃতকার্য হয়েছে তেমনটি না হলেও হুতিরা লোহিত সাগরে তেলবাহী জাহাজগুলো চলাচল বিঘ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে। এ দুই ক্ষেত্রে আমেরিকা এবং ইসরাইল তেমন কিছু করতে পারেনি যদিও অপারেশন ইপিক ফিউরি এবং অপারেশন মিড নাইট সামার ইরানের নিউক্লিয়ার প্রোগ্রামের ক্ষতিসাধন, খোমেনিসহ উল্লেখযোগ্য

চুক্তি রয়েছে কারণ দুই দেশের সীমান্ত রয়েছে সাগর এলাকায় যা দখলমুক্ত রাখতে দুই দেশই ওয়াদাবদ্ধ। রাশিয়া এ সময়ে ইরানের পাশে থেকে পাকাপোক্ত ভাবে মধ্যপ্রাচ্যে আবারও জাঁকিয়ে বসতে যাচ্ছে।

আমেরিকা খোলাখুলি ভাবে ইরানকে স্পাই ওয়্যার দিয়ে সহায়তা করছে। অস্বীকার করলেও রাশিয়া বলছে যে যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে ভূমিছাড়ের বিষয়ে চাপ প্রয়োগ না করলে এমন উদারতা ইরান পেতে পারে। তেল, কাস্পিয়ান সাগর, লোহিত সাগর, কৃষ্ণ সাগর সহ বেশ কয়েকটি ইস্যুতে রাশিয়া ও ইরানের স্বার্থ অভিন্ন।

নেতাদের ইসরাইলের সক্রিয় সহায়তায় হত্যা করতে সমর্থ হয়েছে।

হেজবুল্লাহ, হোতিদের সাথে রাশিয়া যুক্ত হলে উত্তর কোরিয়া, চীন এ দুই নিউক্লিয়ার শক্তিও নড়েচড়ে ইরানের হাতকে শক্তিশালী করবে। ট্রাম্পের কিউবা নিয়ন্ত্রণের হুমকি রাশিয়া খুব সহজ ভাবে নেবে বলে মনে হয় না। ট্রাম্পের মধ্যপ্রাচ্য পরিকল্পনা রাশিয়া-ইরান যোগসূত্রের ফ্যাক্টর গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় আনতেই হবে এবং যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাইল অক্ষের জন্য তা বিপজ্জনক হতে বাধ্য।

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obstetrics & Gynecology) Board Certified

Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Dr. Maria Chattha, MD. FACOG.
Board Certified Obstetrics & Gynecology
Board Certified Obesity Medicine.

New Office

87-44 168th Place (1St Fl.), Jamica, NY 11432
91-12, 175th St,. Suite-1B, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশী ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
নতুন লোকেশনে
মেডিকেল অফিস

৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica, NY 11432
Fax : 718-297-3232
PHONE
৭১৮-২৯৭-৩২২০
৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220
718-297-3226

ডাঃ নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certified Internal Medicine
& Women Health Expert
সময়ঃ সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়ঃ মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা; শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা

ডা: আহমেদ কে আসলাম এম. ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)

ডা: মোহাম্মদ ইসলাম এম. ডি
স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ (Neurologist)

WE OFFER QUALITY HEALTH CARE
আমাদের সেবা সমূহ:
- শারীরিক চেক আপ
- টি. এল. সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টরল

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications.
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি

All kinds of medical managenents.
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সব ধরণের শারীরিক চেক আপ, রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট, যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সব ধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

স্বাধীনতা দিবস : অভ্যুত্থান-উত্তর বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবীর দায়দায়িত্ব

ড. কাজল রশীদ শাহীন

নতুন আকাঙ্ক্ষার পথে হাঁটছে বাংলাদেশ। এ পাটাতন রচিত হয়েছে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে সংঘটিত গণ-অভ্যুত্থানে। আমাদের সামনে অভাবিত এক সম্ভাবনা হাজির হয়েছে। দেখা দিয়েছে নতুন করে দেশটাকে নির্মাণের অভাবনীয় এক সুযোগ। এ লক্ষ্যে চলছে নানামুখী সংস্কার। নেয়া হয়েছে বিভিন্ন উদ্যোগ। মানুষ স্বপ্ন দেখছে, প্রত্যয়ী হচ্ছে। কারণ এবার আর সে হার মানতে চায় না। আমরা মানুষের সেই আকাঙ্ক্ষাকে সম্মান করি। সাধুবাদ জানাই। ৫৬ হাজার বর্গমাইলের মানুষ সত্যি সত্যি এবার বুঝে পাক তাদের ন্যায্য হিস্যা।আমরা চাই রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালিত হোক ইনসাফের ভিত্তিতে। মানবাধিকার বাস্তবায়ন হোক। গণতন্ত্রের অনুশীলন ঘটুক সব স্তরে। এ শুভ প্রত্যাশা রেখে আমরা এই প্রশ্ন এবারের বিজয় দিবসে হাজির করতে চাইড়এসব নিশ্চিত করার জন্য যে বুদ্ধিজীবী সমাজ দরকার, তা কি আমাদের আদৌ আছে? বুদ্ধিজীবিতার চর্চা কি এ দেশে হচ্ছে? এ চর্চা জারি রাখার জন্য যে ধরনের পরিবেশ থাকা দরকার সেটা কি দেয়া সম্ভব হচ্ছে?

রাষ্ট্রযন্ত্রের যে শাসক ও প্রশাসকরা, তাদের কাছে বুদ্ধিজীবিতা ছিল দলদাস হওয়ার নামান্তর। সেই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বর্তমান সময়ে কি কোনো উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এখন তো ভিন্ন এক সময়। বুদ্ধিজীবিতা দাঁড়িয়ে থাকে যেসব প্রতিষ্ঠানের ওপর সেসব যেন আরো বেশি বিকশিত হয় সেই লক্ষ্যে কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়েছে? নেয়া না হলে সেসব করার এখুনি সময়।

আমাদের বুদ্ধিজীবিতার লক্ষণ কেমন এবং তার স্বরূপ কী তা নির্ণয় হয়ে গেছে জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের দিনগুলোয়। হয়তো এখনই প্রকৃত পরিস্থিতি বা সত্যটা স্পষ্ট হচ্ছে না, আরো সময় লাগবে। তবে মোটামুটিভাবে পরিষ্কার একটা ধারণা পাওয়া গেছে। তবে এ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা হাজির করতে পারবে গণমাধ্যম। বিশেষ করে সেই সব গণমাধ্যম, যারা জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার চর্চা করেছে। কারণ তারাই জানে শুধু ওইরকম পরিস্থিতিতে কতজন বুদ্ধিজীবীর কাছে তারা লেখা চেয়েছেন এবং কী প্রত্যুত্তর পেয়েছেন। বুদ্ধিজীবীরা লেখা দিতে অপারগতা করেছেনড় এ সংখ্যা কেমন? স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোনো লেখা কি কোনো বুদ্ধিজীবী পাঠিয়েছিলেন?

এসব প্রসঙ্গের অবতারণা এ কারণে যে বুদ্ধিজীবিতার চর্চাকে যদি নিশ্চিত না করা যায় তাহলে যত সংস্কারই হোক না কেন সেসবে সুফল আসা দুরূহ। বুদ্ধিজীবীরাই কেবল পারবে ক্রমাগত প্রশ্ন করে, এ সম্পর্কে লেখালেখি চালিয়ে, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে এসবের ভালো-মন্দের প্রতিতুলনা জারি রেখে প্রত্যেকটি জিনিসকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে। এ কারণে এ মুহূর্তে সংস্কার যেমন জরুরি, পাশাপাশি বুদ্ধিজীবীদের প্রযত্ন দেয়া, বুদ্ধিজীবিতা উৎপাদিত হয় যেসব প্রতিষ্ঠানে সেসবের বিকাশ ঘটানো অনিবার্য। বুদ্ধিজীবিতা সঠিক ও যথার্থরূপে জারি থাকলে আখেরে যে আমাদেরই মঙ্গল হবে এ সত্য আমরা যেন ভুলে না যাই।

ফরাসি কথাসাহিত্যিক আনি এরনো নোবেল পেয়েছিলেন ২০২২ সালে। বয়স ছিল তখন ৮২ বছর। ওই বয়সে তিনি হেঁটেছিলেন মিছিলের অগ্রভাগে, ফ্রান্সজুড়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে। জীবনভর তিনি প্রশ্ন করে গেছেন ন্যায্যতা নিশ্চিত করার জন্য। কেবল লিখে নয়, কর্মেও পালন করেন বুদ্ধিজীবীর ধর্ম।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটে এ দেশেও। বরং ফ্রান্সের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশিই বাড়ে এবং সেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো যুক্তি ছাড়া, যথার্থ কোনো কারণ ব্যতিরেকে। দুই মাসে তিনবার বাড়ে বিদ্যুতের দাম। দাম বাড়ার এ অবস্থা এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে মানুষের অবস্থা সত্য সত্যই নাভিশ্বাসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে, রাজধানী ঢাকায় একজন কবি-সাহিত্যিকেরও দেখা মেলেনি যিনি একটা পোস্টার হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাওয়ার প্রতিবাদে। লেখা হয়নি বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো একটা কবিতা, ছড়া কিংবা কোনো গল্প-উপন্যাস।

স্বাধীনতার আগে এ ভূখণ্ড যখন ব্রিটিশ শাসনের নিগড়ে বন্দি তখন আমাদের লেখক-কবিরা কিন্তু ঠিকই বুদ্ধিজীবীর ধর্ম পালন করেছেন। তাহলে কি স্বাধীনতা এসেছে আর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে বুদ্ধিজীবীর ধর্ম? স্বাধীন দেশে বুদ্ধিজীবীর কোনো দায় ও দায়িত্ব কি নেই? বুদ্ধিজীবীর ধর্ম পালন করে গেছেন ডিরোজিও, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরসহ আরো অনেক লেখক, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সম্পাদক। তুলনারহিত উদাহরণ সৃষ্টি করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম।

সবার বিপরীতে দাঁড়িয়ে অকপটে চরম সত্যিটাই বলাটাই বুদ্ধিজীবীর ধর্ম। যেমনটা বলে শুধু নয় বাস্তবে করেও গেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঊনবিংশ শতকের ফ্রান্সে এমিল জোলা পালন করেছিলেন যে ভূমিকা। রবীন্দ্রনাথ জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ব্রিটিশরাজ প্রদত্ত নাইটহুড পদবি ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন। শুধু কি ব্রিটিশরাজের অন্যায়-ভুলের সমালোচনা ও প্রতিবাদ করেছেন? স্বজাতির, স্বদেশের মানুষের যথার্থ সমালোচনাও করেছেন। মহাত্মা গান্ধীর মতো সর্বজনপ্রিয় নেতার ভুলকেও তিনি ভুলই বলেছেন। আজকের ভারতবর্ষে যদি রবীন্দ্রনাথ এ সত্য প্রকাশে অবিচল থাকতেন তাহলে নির্ঘাত তাকে কারাবরণ করতে হতো এবং রবীন্দ্রনাথ সেটা জেনেও সত্যটাকেই উপস্থাপন যে করতেন, এ ব্যাপারে কোনো দ্বিধা কিংবা সংশয়ের অবকাশ নেই।

কেবল কবি হিসেবে নয়, সাহিত্যিক হিসেবে নয়, বুদ্ধিজীবীর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নির্ভীক ও দৃঢ়চেতার অধিকারী। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে তিনি কেবল স্বদেশ পর্যায়ের গানগুলো লিখেই দায় ও দায়িত্ব পালন করেননি, মাঠে সক্রিয় থেকেছেন, সভা-সমাবেশ করেছেন, ভাইফোঁটায় অংশ নিয়েছেন। রাখি বেঁধেছেন। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন সংঘটিত করতে লেখায় ও কাজে একজন মানুষের পক্ষে যতটা করা সম্ভব তার সবটাই সর্বোচ্চ রকমে করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

সুভাষচন্দ্রসহ বহু যুবককে ১৯১৪ সালে ৩ নং রেগুলেশন আইনে কারান্তরীণ করা হয়। প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ লেখেন ‘পত্র’ কবিতা, যা সুনজরে দেখেনি ব্রিটিশ সরকার। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধিজীবীর ধর্ম থেকে বিচ্যুত হননি।

বুদ্ধিজীবীর ধর্মে স্বাদেশিকতা-স্বদেশপ্রেম বলতে কী বোঝায়, কীভাবে ও কতভাবে জারি রাখতে হয় তার নিবেদন, সেসবের অসামান্য এক জারি রেখে গেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। ‘ধূমকেতু’ পত্রিকায় যার সাক্ষ্য মিলেছিল এখন থেকে ঠিক ১০০ বছর আগে। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১১ আগস্ট প্রকাশিত হয় দ্বিসাপ্তাহিক এ পত্রিকা। বন্ধ হয়ে যায় বছর না ঘুরতেই ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চে। নাম ধূমকেতু, ভাগ্যও ছিল যেন অনুরূপ। হ্যালির ধূমকেতুর কথা আমরা জানি বিজ্ঞানের সুবাদে। পৌনে এক শতাব্দীতে দেখা মেলে তার। কিন্তু হাজির হয় মহাজাগতিকতার বিপুল বিস্ময় নিয়ে। নজরুলের ধূমকেতুর বয়স শত পেরিয়ে গেল, কিন্তু তার সঙ্গে তুলনীয় কারো দেখা হলো না আজও। সাংবাদিকতায়-সম্পাদকতায় বুদ্ধিজীবীর ধর্ম যেভাবে ধারণ করেছেন তিনি, তা শুধু বিস্ময়ের নয়, তুলনারহিত ঘটনাও বটে।

বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে তো বটেই, ভারতবর্ষেই ‘বিদ্রোহী’ কবিতা দিয়ে বিপুল সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ফেরত একজন *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

ট্রাম্পের নিয়ন্ত্রণহীন ইরান যুদ্ধের তিন সপ্তাহ

মাসুম খলিলী

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সঙ্ঘাত মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যেই স্পষ্টভাবে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। যুদ্ধ এখন কেবল সামরিক সঙ্ঘাত নয়; বরং কূটনৈতিক বিচ্ছিন্নতা, অর্থনৈতিক অস্থিরতা এবং রাজনৈতিক চাপের জটিল জালে জড়িয়ে পড়েছে। বিশ্বজুড়ে জ্বালানির দাম দ্রুত বাড়ছে, মার্কিন সামরিক ও কূটনৈতিক ক্ষমতা সীমিত হচ্ছে এবং ঘরে-বাইরে রাজনৈতিক চাপ বেড়েছে। ট্রাম্প প্রশাসনের যুদ্ধ পরিকল্পনা এবং বাস্তবতা এখন স্পষ্টভাবে দ্বন্দ্বের মুখোমুখি। সামরিক ও কৌশলগত চ্যালেঞ্জে ট্রাম্প

ট্রাম্প প্রশাসন শুরুতে যুদ্ধকে ‘দ্রুত এবং সীমিত’ রাখার চেষ্টা করেছিল, যাতে রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক ঝুঁকি সর্বনিম্ন থাকে। তবে বাস্তবতা হলোড় ইরান যুদ্ধকে কৌশলগত প্রতিরোধ এবং প্রভাব বিস্তারের মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। প্রথমত, ইরান হরমুজ প্রণালীতে শিপিং লাইন ব্লক করেছে, যা বিশ্ববাজারে তেলের দাম অস্বাভাবিক বাড়িয়ে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক তেল সংস্থা জানিয়েছে, উপসাগরীয় সরবরাহের এই বাধা সরাসরি ইউরোপ, ভারত ও চীনকে প্রভাবিত করছে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর চাপ সৃষ্টি করছে এবং ট্রাম্পের ভোট ব্যাংকের জন্য রাজনৈতিক ঝুঁকি তৈরি করছে। (ওউঅ, ২০২৬)।

দ্বিতীয়ত, ইরান প্রতিবেশী দেশগুলোতে আক্রমণ চালিয়ে দেখিয়েছে, তাদের সামরিক ক্ষমতা এখনো কার্যকর এবং পশ্চিমা আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করতে সক্ষম। সামরিক বিশ্লেষকরা বলছেন, ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র বহর এবং ড্রোন আক্রমণ অত্যন্ত জটিল ও প্রভাবশালী, যা মার্কিন নৌবাহিনী ও বিমান হামলার পরিকল্পনা পুনর্মূল্যায়নে বাধ্য করছে। দক্ষিণ পার্স গ্যাস ফিল্ডে ইসরাইলের হামলার পরও ইরান কৌশলগত দিক থেকে শক্ত অবস্থানে রয়েছে, যা মার্কিন সামরিক অভিযানের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে।

এই পরিস্থিতি একটি কৌশলগত চাপ তৈরি করেছে, যেখানে মার্কিন সামরিক শক্তি এবং ন্যাটো মিত্রদের সমন্বয় জটিল হয়ে গেছে। সামরিকভাবে আক্রমণ এবং প্রতিরক্ষা উভয় ক্ষেত্রেই ট্রাম্প প্রশাসনের সীমাবদ্ধতা দেখা যাচ্ছে, যা যুদ্ধকে দ্রুত সমাপ্তি থেকে দূরে সরিয়ে

দিয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসন এখন এক ধরনের আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতার মুখোমুখি। (Reuters, 2026)

ন্যাটোভুক্ত দেশ ও মধ্যপ্রাচ্যের মিত্রদের সমর্থন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। হরমুজ প্রণালী রক্ষায় নৌবাহিনী পাঠাতে মিত্র দেশগুলো রাজি হয়নি। বিশেষ করে জার্মানি ও ফ্রান্স যুক্তরাষ্ট্রের একপেশে সামরিক হস্তক্ষেপে সরাসরি যুক্ত হতে চায় না। (Daragahi, 2026)

ইসরাইলের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সমন্বয় নিয়েও নানা বিভ্রান্তি রয়েছে। ট্রাম্প দাবি করেছেন, তিনি ইসরাইলের আক্রমণের কথা আগে জানতেন না। ইসরাইলি সূত্র জানাচ্ছে, মার্কিন সমর্থন ও সমন্বয়েই আক্রমণ করা হয়। এটি ইঙ্গিত দেয়, ইসরাইল চায় যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন থাকুক; কিন্তু তার স্বাধীনভাবে অভিযান চালানোর এখতিয়ার বজায় রাখবে।

‘আমেরিকা ফার্স্ট’ নীতির দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব রয়েছে এখানে। ট্রাম্পের আগে মিত্রদের অবমাননা এবং কূটনৈতিক ব্যর্থতার কারণে অন্যান্য দেশ সরাসরি সমর্থন দিতে আগ্রহী নয়। বিশ্লেষকরা মনে করেন, এই কূটনৈতিক বিচ্ছিন্নতা ট্রাম্প প্রশাসনের ক্ষমতা সীমিত করেছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইরান অপারেশনের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে রেখেছে। ট্রাম্প প্রশাসনের সামরিক এবং কূটনৈতিক হস্তক্ষেপের দক্ষতা সীমিত হওয়ায় সঙ্ঘাতের সমাপ্তি এখন রাজনৈতিক ও কৌশলগত চাপের উপর নির্ভর করছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ইতোমধ্যেই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। জ্বালানির দাম বাড়ছে। বিশেষ করে নিউ ইয়র্ক ও লস অ্যাঞ্জেলেসে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার খরচ বেড়েছে। মধ্যবর্তী নির্বাচনের চাপও ট্রাম্পের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। রিপাবলিকানরা কংগ্রেসে সংখ্যালঘু, তাই তারা দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ ও বাজেট সংক্রান্ত ঝুঁকি নিতে আগ্রহী নয়। মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন (মাগা) সমর্থকদের প্রভাব কমে যাওয়ায় ট্রাম্পের রাজনৈতিক শক্তি কিছুটা ক্ষীণ হচ্ছে। বিশেষ করে যেসব মিডিয়া এবং ইনফ্লুয়েন্সার যুদ্ধের সমালোচনা করছেন তাদের প্রভাব বাড়ছে।

ডেভ উইলসনের মন্তব্য অনুযায়ী, ‘মানুষ জিজ্ঞাসা করতে শুরু করবে, কেন তাদের তেলের জন্য বেশি দাম দিতে হচ্ছে এবং কেন হরমুজ প্রণালী এখন তাদের অবকাশের পরিকল্পনা নির্ধারণ করছে।’ এটি ট্রাম্প প্রশাসনের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি স্পষ্ট সতর্কতা।

বিশ্লেষকরা ট্রাম্প প্রশাসনের ভুলগুলোকে তিনটি দিক থেকে চিহ্নিত করেছেন। প্রথমত, ইরানের প্রতিক্রিয়ার অবমূল্যায়ন। ট্রাম্প প্রশাসন মনে করেছিল, ইরান দ্রুততর আক্রমণ মোকাবেলা করতে পারবে না। বাস্তবে, ইরান যুদ্ধকে অস্তিত্ব রক্ষার উপায় হিসেবে নিয়েছে। দ্বিতীয়ত, প্রতিরক্ষা ও সমন্বয়ের প্রস্তুতির অভাব। যুদ্ধের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ এবং কনটিনজেন্সি পরিকল্পনা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না। মার্কিন প্রশাসন এখন বুঝতে পেরেছে, সীমিত অভিযানও সরলভাবে শেষ করা সম্ভব নয়। তৃতীয়ত, সংবাদমাধ্যম ও জনমতের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি মিডিয়াকে ‘দেশদ্রোহী’ বলেছেন; কিন্তু সঙ্ঘাতের প্রেক্ষাপট এবং উদ্দেশ্য জনসমক্ষে ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এর ফলে, যুদ্ধ তার প্রাথমিক ‘দ্রুত অভিযানের’ উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারছে না; বরং প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক স্থিতিকেই হুমকিতে ফেলেছে।

এ অবস্থায় ট্রাম্পের সামনে দু’টি মূল বিকল্প আছে। প্রথমত, অভিযানের আওতা বাড়িয়ে ইরানের খার্গ দ্বীপের তেল হাব দখল, উপকূল বরাবর সৈন্য মোতায়েন। এটি দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের ঝুঁকি তৈরি করবে এবং আমেরিকান জনগণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া বাড়াবে। দ্বিতীয়ত, বিজয় ঘোষণা ও যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসা। যদিও যুদ্ধকে সীমিত ঘোষণা করে সরে এলে ইসরাইল ও উপসাগরের কিছু মার্কিন মিত্র ক্ষুব্ধ হবে। উভয় বিকল্পই রাজনৈতিক, সামরিক এবং অর্থনৈতিক ঝুঁকি সৃষ্টি করবে। ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য এটি এক জটিল কৌশলগত সমীকরণ।

ইরানি নেতাদের লক্ষ্য ও কৌশল : ইরানি নেতাদের কৌশল এবং লক্ষ্য স্পষ্ট, যদিও তারা সরাসরি সমঝোতার প্রতি আপাত আগ্রহ দেখাচ্ছে না। সঙ্ঘাতকে তারা অস্তিত্ব-সংক্রান্ত *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

নব্যদের পাহারাদারিতে জাতীয়তাবাদী দলের সংস্কৃতি-চেতনা

মাহমুদুর রহমান

বিষয়ের ব্যাপকতার জন্য আজকের লেখাটি অত্যন্ত দীর্ঘ হবে বলে বিরক্ত পাঠকের কাছে আগাম ক্ষমা চেয়ে রাখছি। ধৈর্য ধরে পড়লে সবাই বুঝবেন যে, প্রতিটি বিষয়ের পূর্বাপর সম্পর্কের ফলে আমার আসলেই সংক্ষিপ্ত আকারে কিংবা দুই বুধবারে ভাগ করে লেখার উপায় ছিল না।

অতীতের কথা : শহীদ জিয়া একদলীয় বাকশাল পতন-পরবর্তী দেশের রাজনৈতিক পটভূমিতে জাতীয়তাবাদী ধারার বিএনপি প্রতিষ্ঠা করার সময় বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক কাঠামো সম্পর্কে ঠিক কী চিন্তাভাবনা করেছিলেন, আমার জানা নেই। তবে যেহেতু মুজিবের বাঙালি জাতীয়তাবাদের পাল্টা মতবাদ হিসেবে জিয়াউর রহমান বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব হাজির করেছিলেন এবং সংবিধান থেকে 'সেক্যুলারিজম' সরিয়ে সেখানে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' এবং 'আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা' স্থাপন করেছিলেনড়তাই ধারণা করি, দেশের নব্বই শতাংশ বাঙালি মুসলমানের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকেই তিনি মনেপ্রাণে লালন করতেন। বেগম খালেদা জিয়া যে তার বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক ও ব্যক্তিজীবনে সর্বদা বাঙালি মুসলমানের দৈনন্দিন জীবনাচারকেই সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন–এ নিয়েও সম্ভবত কোনো বিতর্ক নেই। 'ওদের হাতে গোলামির জিঞ্জির, আমাদের হাতে স্বাধীনতার পতাকা', দেশনেত্রীর সেই অবিস্মরণীয় স্লোগান সব প্রকৃত বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদীর চিরায়ত মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। মাত্র আট শব্দের কথাটির মধ্যে তিনি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মুক্তিকামী জনতার সংগ্রামের বিভেদরেখা সুনির্দিষ্ট করে দিয়ে গেছেন। এবার আসি তাদের ছেলে, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সংস্কৃতিচিন্তা প্রসঙ্গে।

২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত সরকারে দায়িত্ব পালনকালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একাধিকবার বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ হয়েছিল। তৎকালীন এবং বর্তমান সরকারের একাধিক প্রভাবশালীও সেসব সফরে সঙ্গী ছিলেন। একসঙ্গে বিদেশে গেলে ক্ষমতাবানদের সঙ্গেও নানা বিষয়ে আলাপের বিরল সুযোগ ঘটে। সে ধরনের এক ঘরোয়া আলাপে আমরা সংস্কৃতি নিয়ে আলাপ করছিলাম। হঠাৎ আমাকে বেজায় অবাক করে সে সময় একেবারে তরুণ তারেক রহমান প্রশ্ন করলেন, মাংস এবং গোশতের মধ্যে বাঙালি মুসলমানের কোন শব্দটি সচরাচর ব্যবহার করা উচিত? তখন পর্যন্ত অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং প্রযুক্তির বাইরে আমার বিশেষ পদচারণ ছিল না। তা ছাড়া এমন একটি অপ্রত্যাশিত, সিলেবাসবহির্ভূত

প্রশ্নের জন্য প্রস্তুতও ছিলাম না। মনে আছে, শুধু বলেছিলাম, দৈনন্দিন জীবনে আমি কোনো পক্ষপাতিত্ব ছাড়া দুটোই ব্যবহার করি। সেদিন তারেক রহমানের প্রশ্নের মধ্যে বাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতিচিন্তার প্রকাশে আমি যারপরনাই আনন্দিত হয়েছিলাম। বিএনপির ভবিষ্যৎ কর্ণধার যে এত তরুণ বয়সে আমাদের সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছেন, এটাই আমাকে আশাবাদী করে তুলেছিল। রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের নিগূঢ় সম্পর্কটা তিনি বুঝতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান সরকার গঠনের পর সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্তদের দেখে বেশ বিভ্রান্তিতে পড়ে গেছি। সেটি খোলাসা করতেই আমার আজকের মন্তব্য প্রতিবেদন। তবে, মূল প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে বাংলাদেশে ভিনদেশি সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ইতিহাস সম্পর্কে খানিকটা আলোকপাত প্রয়োজন।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন : আঠারো শতকে কলকাতায় ব্রিটিশ উপনিবেশের ছত্রছায়ায় যে তথাকথিত 'বাঙালি রেনেসাঁস' জন্ম নিয়েছিল, তার প্রধান উৎস ছিল হিন্দু ধর্ম এবং সংস্কৃতি। হিন্দু বাঙালির পুনর্জাগরণের লক্ষ্যেই ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত এবং দখলদার শাসকদের আনুকূল্যধন্য কলকাতার বাবুশ্রেণি এই উদ্যোগ নিয়েছিল। বাঙালি মুসলমানদের সেখানে সম্পূর্ণ ব্রাত্য করে রাখা হয়েছিল। মুসলমানের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি একেবারে পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত সেই বাঙালি রেনেসাঁর চৌহদ্দিতে আমাদের কোনো পূর্বপুরুষের প্রবেশের অধিকার ছিল না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর যে বাঙালি জাতীয়তাবাদ আমাদের গেলানো হয়েছিল, সেটিও কিন্তু সেই আঠারো শতকের ইসলামোফোবিক বুদ্ধিবৃত্তিক ও দার্শনিক ফোয়ারা থেকেই উৎসারিত। আজকের তরুণ জানে না যে, ১৯৭১ সালে বিজয় দিবসের পর কিছুদিন আমাদের রেডিও ও টেলিভিশনে সালাম দেওয়া এবং খোদা হাফেজ বলার রীতিও উঠে গিয়েছিল (আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর)। প্রবল জনমতের বাইরে গিয়ে জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগসহ কয়েকটি অখণ্ড পাকিস্তানপন্থি দলের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধিতার সুযোগ নিয়ে সেই থেকে বাংলাদেশের মিডিয়া ও সাংস্কৃতিক জগতে ভারতীয় আদলে যে ইসলামবিদ্বেষের আবহ তৈরি করা হয়েছিল, আজ পর্যন্ত তার অবসান হয়নি। মাদরাসার ছাত্র হলেই তাকে ইসলামি জঙ্গি রূপে প্রচার, আলেম সমাজকে 'ডিমোনাইজ' করা, কুকুরের মাথায় টুপি দিয়ে ব্যঙ্গচিত্র বানানো, পবিত্র কোরআন শরিফের সুরার বিকৃতি, হিজাববিরোধী প্রচারণাড়এসব কর্মকাণ্ড স্বাধীনতা-পরবর্তী এক পরিকল্পিত, দীর্ঘমেয়াদি সাংস্কৃতিক আগ্রাসনেরই অংশ ছিল। এর মূল লক্ষ্য ছিল এই দেশকে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়করণ করে ফেলা। বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের একশ্রেণির নব্য প্রভাবশালীর কণ্ঠেও আমরা যে আওয়ামী ফ্যাসিস্ট জামানার অনুরূপ উগ্র মুসলমান, মৌলবাদ ইত্যাদি শব্দ শুনতে পাচ্ছি, সেটি প্রকৃতপক্ষে অর্ধশতাব্দীকাল ধরে চলমান সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ধারাবাহিকতা। জুলাই বিপ্লবে আমাদের তরুণরা শুধু ফ্যাসিবাদ থেকেই দেশকে মুক্ত করেনি, ভারতপন্থি সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকেও শক্ত চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে মোকাবিলা করতে গিয়েই তরুণদের মধ্যে ক্রমেই তুমুল জনপ্রিয় হয়ে ওঠা শরীফ ওসমান হাদিকে শহীদ হতে হয়েছে। একটু লক্ষ করলেই বুঝতে পারবেন, বাংলাদেশের যে শ্রেণি এখন বিভিন্ন মিডিয়ায় জুলাইবিদ্বেষী প্রচার চালাচ্ছে, তারা সবাই চেতনাগতভাবে ইসলামবিদ্বেষী সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের এদেশীয় 'ট্রোজান হর্স'। জুলাই বিপ্লবে এই গোষ্ঠী হেরে গেলেও প্রত্যাঘাতের জন্য নানা উপায়ে চেষ্টা করে চলেছে। শাহবাগি চেতনাজীবীদের বিএনপিতে অনুপ্রবেশ সেই পরিকল্পনার এক অতি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। ছত্রিশের লড়াই যে ৫ আগস্ট শেষ হয়নি, এই কঠিন বাস্তবতার আলোকে এবার বিএনপির সাম্প্রতিক সাংস্কৃতিক বিবর্তনের স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করব।

নতুন বিএনপি সরকারের সব সাংস্কৃতিক সেনাপতি : মন্ত্রী : শুরু করা যাক মন্ত্রী মহোদয়কে দিয়ে। অ্যাডভোকেট নিতাই রায় চৌধুরীকে বিএনপি সরকার এবার সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়েছে। জাতীয় পার্টি দিয়ে রাজনীতি শুরু করলেও পেশায় আইনজীবী নিতাই রায় দীর্ঘদিন ধরে জাতীয়তাবাদী দলের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন। তার সঙ্গে কয়েকবার দেখাশোনা হলেও ব্যক্তিগতভাবে তেমন মেশার সুযোগ হয়নি। তবে যতটুকু শুনেছি ও দেখেছি, তাতে সজ্জন মানুষ মনে হয়েছে। তিনি কখনো কোনো সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে আমার জানা নেই। এ বিষয়ে তার কোনো লেখালেখিও চোখে পড়েনি। অর্থাৎ, *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।
Cell: 718-864-8882
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট
Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

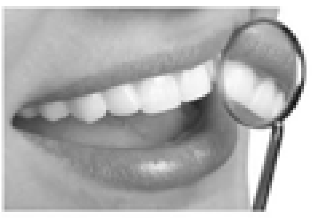

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine
Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com
718-526-0700

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.
We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.

Dental Office

Monday	: 2-7 PM
Tuesday	: 2-7 PM
Wedbesday	: 12-5 PM
Thursday	: 2-7 PM
Friday	: 2-7 PM
Saturday	: 11-5PM

Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

সাপ্তাহিক
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

তাকওয়া অনুশীলনের ধারা অব্যাহত রাখুন

জাফর আহমাদ

‘তাকওয়া অর্জন’ (To achieving Takwa) শিরোনামে সিয়াম নামক ক্যাম্পে এক মাসের একটি প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তি হয়েছিল সারা বিশ্বের মুসলিম প্রশিক্ষণার্থীরা। এই তো এখনি শেষ হয়ে যাবে সেই মহা প্রশিক্ষণ। প্রতিটি প্রশিক্ষণার্থী ভাই-বোনকে একটি মাস জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাঁটি সোনায় রূপান্তর করা হয়েছে। ক্রমাগত একটি মাস তাক্ওয়ার অনুশীলনে প্রতিটি প্রাণ এখন উজ্জিবিত। ইনশা’আল্লাহ সারা পৃথিবী এখন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তথা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে পৃথিবী এখন তাকওয়ার বাস্তব প্রয়োগ ও প্রতিফলন দেখবে। রমজান এমন খাঁটি মুত্তাকি তৈয়ার করেছে যারা তাকওয়ার পথে পথ চলবে। এটি ইসলামের প্রত্যাশা, এটি রমযানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং আমাদেরও প্রত্যাশা। বাস্তব প্রতিফলন বা তাকওয়ার পথে পথ চলতে হলে তো ভালো-মন্দের পার্থক্য জানা চাই। প্রশিক্ষণার্থী ভাই-বোনদেরকে ঐ প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে Course Materialতথা কোর্স উপাদান হিসাবে দেয়া হয়েছিল আল কুরআন। তাকওয়ার পথে সঠিকভাবে চলার জন্য এটি একটি গাইড বুক (synopsis)হিসাবে কাজ করবে। “রমযান তো সে মাস যাতে এ কুরআন নাযিল করা হয়েছে। আর এ কুরআন হচ্ছে মানব জাতির জন্য পথের দিশা। মানুষের জন্য (হক বাতিলের) পার্থক্যকারী।” (আল কুরআন ২:১৮৫) তাকওয়া অর্থ আল্লাহর ভয়ে ভালো-মন্দ, হক-বাতিল, সত্য-মিথ্যা মোট কথা আল্লাহর পথ ও তাগুতের পথ বাছাই করে চলা। কুরআন সেই পার্থক্যের পথ দেখাবে। সুতরাং তাকওয়ার বাস্তব প্রয়োগের জন্য আল কুরআনে প্রাত্যহিক অধ্যয়ন ও অনুশীলন চালিয়ে যেতে হবে। কুরআন অনুযায়ী নিজের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করার উদ্যেগ গ্রহণ করতে হবে। তবে এটিই হবে তাকওয়ার ধারাবাহিকতা, এটিই হবে তাকওয়ার বাস্তব প্রতিফলন। তাকওয়ার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা একজন প্রকৃত তাকওয়াদারী বা মুত্তাকীর অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য। বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন, রমযানের পর যদি তাকওয়ার ধারাবাহিকতা না থাকে, তবে বুঝতে হবে তাঁর রমযানের সারাদিনের ক্ষুধা, কিয়ামুল লাইল, রাত্রি জাগরণ, ইবাদাত কবুল হয়নি অর্থাৎ তার প্রশিক্ষণ ভেস্তে গেছে। একটি মৌলিক কথা হলো, যে কোন কাজ পূর্বের কাজের সঠিকতার উপর পরবর্তী কাজটি নির্ভর করে। আল্লাহর ইবাদাতের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। একটি ভালো কাজ কবুল হওয়ার লক্ষণ হলো, ভালো কাজের পর আরেকটি ভালো কাজ করা। একটি ভালো কাজ করার পর আবার ভালো কাজ করা মানে প্রথমটি কবুল হওয়ার আলামত। ধারাবাহিকতা বজায় রাখা আল্ল-াহর কাছে অতি প্রিয়। বুখারীর একটি হাদীস থেকে তাই জানা যায়। আয়েশা রাঃ থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যে কাজ কেউ সর্বদা

(নিয়মিত) করে, সেটিই আল্লাহর নিকট প্রিয়তম।” (বুখারীঃ ৪৩, কিতাবুল ঈমান, বাব আহাব্বুদ দ্বীন, সংক্ষেপিত) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় একজন ইসলামী স্কলার বলেছেন, ‘মুমিনের সমস্ত কাজই একটা নিয়ম-শৃংখলার অধীন হওয়া উচিত। আল্লাহর দ্বীনের সমস্ত কাজই বেশ সাজানো গুছানো। আল্লাহর নিজের সমস্ত কাজের মধ্যেও পরিপূর্ণ নিয়ম-শৃংখলা বিরাজমান। দ্বীনের কাজ কখনো খুব বেশী করা কখনো খুব কম করা অথবা না করা আল্ল-াহ পছন্দ করেন না। অল্প হলেও সব কাজ সাজিয়ে গুছিয়ে রুটিন অনুযায়ী সর্বদা নিয়মিতভাবে করা আল্লাহ পছন্দ করেন। এতে তিনি বরকত দেন। আর এভাবে বাস্তব জীবন সুশৃংখল ও সুনিয়ন্ত্রিত হয়।’ আল্লাহ তা’আলা বলেন, “অবধারিত মৃত্যু আসা পর্যন্ত নিজের রবের বন্দেগী করে যেতে থাকো।” (হিজর :৯৯)

কিন্তু দু:খের বিষয় হলো, রমযান আসে, রমযান যায়, আমরা যেখানটায় ছিলাম সেখানটায় থেকে যাই। কোন পরিবর্তন বা কোন প্রতিফলন তো আমাদের চোখে পড়ে না। এর কারণ কি? এটি কি প্রশিক্ষণের ত্রুটি?না কি প্রশিক্ষণার্থীর ত্রুটি? প্রকৃত কারণ হলো, না বুঝে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করা। প্রশিক্ষণের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আমাদের ভুল ধারণা রয়েছে। সেই বিষয়গুলো হলো, রমযান, তাকওয়া ও আল কুরআন। সেই ভুলটি হলো, রমযান থেকে আমরা কুরআন ও তাকওয়াকে আলাদা করে চিন্তা করি। যিনি অন্ধ তার কাছে টর্স লাইটের আলোর কোন মূল্য নাই এবং এ আলো তাকে পথ দেখাতে পারে না। এমনি ভাবে আমরা যারা রমযানের রোযাকে আল কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন করেছি এবং আল কুরআনকে সঠিকভাবে বুঝতে ও মানতে এবং তদনুযায়ী জীবন গঠন করতে চাই না। তাদেরকে রোযা ও আল কুরআন যৌথভাবে তাকওয়ার পথে পরিচালিত করতে পারছে না। আমাদের দৈনন্দিনের প্রতিটি ইবাদাত এবং আল-কুরআনের প্রকৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে ভুলে গিয়ে আমরা সস্তা সওয়াবের ডিজিট গণনায় মত্ত হয়ে আছি।

প্রথমেই বলা হয়েছিল যে, রমযান এলে আল্লাহর রহমতের বারিধারা মুষলধারে বর্ষিত হতে থাকে। কোথাও মুষলধারে বৃষ্টি হলে যেমন মাঠ-ঘাট, নদী-নালা ও খাল-বিল প্রত্যেকটির ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী পানি ধরে রাখে। যার গভীরতা যতো বেশী, তার ধারণ ক্ষমতাও ততবেশী। কিন্তু সমতল ভুমিতে পানি তেমন একটা আটকায় না। বৃষ্টি পড়ে কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে পানিশূণ্য হয়ে যায়। কারণ সেখানে পানি ধারণ করার মতো কোন গভীরতাই নেই। গভীরতা না থাকার কারণ কি? কারণ হলো এগারটি মাস গভীরতা সৃষ্টির জন্য চেষ্টা-সাধনা করা হয়নি। ফলে যতোটুকু গভীরতা ছিল তাও ভরাট হয়ে গেছে। রমযানে মানুষের যতোটুকু গভীরতা সৃষ্টি হয় তা ক্রমাগত ড্রেজিং তথা তাকওয়ার পথে না চলার কারণে পরবর্তি রমযানে সেখানে তাকওয়া নামক আল্লাহর রহমত আটকায় না অর্থ্যাৎ তাকওয়া তার মধ্যে কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না। রমযানের রহমত, বরকত ও মাগ-ফরাত কোনটিই তার ভাগ্যে জুটে না। যদি জুটতো তাহলে পরবর্তি এগারটি মাসেও সে অবশ্য অবশ্যই আল্লাহর রহমত দ্বারা সিক্ত হতো। সবুজ সমারোহে তার প্রতিটি কার্যক্ষেত্র ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে যেতো। সমতল ভুমির ন্যায় সিয়াম শুধু ক্ষুধা এবং কিয়ামুল লাইল শুধু রাত্রি জাগরণ ছাড়া আর কোন ফায়দাই দিতে পারে নাই।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “অনেক রোযাদার এমন রয়েছে কেবল ক্ষুধা আর পিপাসা ছাড়া ভাগ্যে অন্য কিছুই জোটে না। তেমনি রাত্রিতে ইবাদাতকারী অনেক মানুষও এমন রয়েছে, যারা রাত্রি জাগরণ ছাড়া আর কিছুই লাভ করতে পারে না।” অন্য হাদীসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন “যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ পরিত্যাগ করতে পারল না তার শুধু খানা-পিনা করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।”

রমযানের তাকওয়ার ধারাবাহিকতা চালু রাখার জন্য যেই কাজটি করতে হবে তা হলো, নিজের ক্ষতি হয় এমন কাজ থেকে বিরত থাকা। এটাই তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়। কিন্তু মানুষের যদি এ জ্ঞানই না থাকে কিসে তার ক্ষতি কিসে তার ভালো, তবে সে কিভাবে সেই পার্থক্য নিরূপণ করবে? তাই ভালো-মন্দ যাচাই করার জন্য দরকার একটি কষ্টিপাথর। আল-কুরআনই হলো সেই কষ্টিপাথর যার মাধ্যমেই একমাত্র হক ও বাতিল, ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। সিয়াম সাধনার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাক্ওয়া গুণ সৃষ্টি করা, আল্-কুরআনের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাক্ওয়া সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে সঠিক পথের দিশা দেয়া। আল্লাহ তা’আলা বলেন, “আলিফ-লাম-মিম। (এই নাও) সেই কিতাব (আল-কুরআন) তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই, ইহা মুত্তাকী লোকদের পথ দেখাবে।” *(বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)*

এম এ হোসাইন

ইরান সংকটের অদৃশ্য সমাপ্তি

মানুষ প্রায়ই মনে করে যে যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয় যুদ্ধক্ষেত্রেই। সেনাবাহিনী অগ্রসর হয়, শত্রুপক্ষ পিছু হটে, এবং শেষ পর্যন্ত এক পক্ষ বিজয় অর্জন করে। কিন্তু আধুনিক যুদ্ধ খুব কমই এইভাবে শেষ হয়। এগুলো শেষ হয় তখনই, যখন একসঙ্গে তিনটি বিষয় ভেঙে পড়েড় অস্ত্রভাণ্ডার, বাজার এবং রাজনৈতিক সময়সীমা। এই তিনটি বিষয়ই নির্ধারণ করে যুদ্ধ কতদিন স্থায়ী হবে এবং কীভাবে তা শেষ হবে। ইরানকে ঘিরে উদীয়মান সংঘাতও এই একই পথ অনুসরণ করবে। এটি কোনো নাটকীয় আত্মসমর্পণ বা যুদ্ধক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পতনের মাধ্যমে শেষ হবে না। বরং এটি শেষ হবে তখন, যখন তিনটি আলাদা চাপ একত্রিত হতে শুরু করবেড়যখন অস্ত্রভাণ্ডার ফুরিয়ে আসবে, বাজার অস্থির হয়ে উঠবে এবং রাজনৈতিক ধৈর্য শেষ হয়ে যাবে। হয়তো একসঙ্গে নয়, কিন্তু এতটাই কাছাকাছি যে নেতারা বাধ্য হবেন নিজেদের অবস্থান পুনর্বিবেচনা করতে, যা পরে তারা কৌশলগত সিদ্ধান্ত হিসেবে ব্যাখ্যা করবেন, যদিও বাস্তবে তা হবে প্রয়োজনের তাগিদে নেওয়া পদক্ষেপ।

প্রথমেই আসা যাক অস্ত্রের প্রসঙ্গে। আধুনিক যুদ্ধ প্রায়ই এমন একটি ধারণা তৈরি করে যেন সামরিক সক্ষমতা অসীম। নির্ভুল ক্ষেপণাস্ত্র, স্যাটেলাইট নজরদারি, বহুস্তরীয় আকাশ প্রতিরক্ষাড়সবকিছুই যেন এমন এক প্রযুক্তিগত স্থায়িত্বের ইঙ্গিত দেয়, যেখানে উন্নত সামরিক শক্তি দীর্ঘ সময় ধরে উচ্চমাত্রার যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে। বাস্তবে তা সম্ভব নয়, কখনোই ছিল না। সমস্যা উদ্ভাবনে নয়, উৎপাদনে। একটি আধুনিক প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্র কেবল একটি অস্ত্র নয়; এটি একটি জটিল, বিশেষায়িত ব্যবস্থা, যা সীমিত সরবরাহ চেইনের উপর নির্ভরশীল। মাইক্রোইলেকট্রনিক্স, দুর্লভ উপাদান, নিখুঁত প্রকৌশলড় এসব কোনো কিছুই রাতারাতি বাড়ানো যায় না, এমনকি এক বছরের মধ্যেও নয়। এগুলোর জন্য প্রয়োজন চুক্তি, দক্ষ শ্রমিক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণড়সময়। আর যুদ্ধ যে জিনিসটি সবচেয়ে দ্রুত গ্রাস করে, তা হলো এই সময়। সংঘাতের শুরুতে মজুত অস্ত্র এই বাস্তবতাকে আড়াল করে রাখে। কমান্ডাররা তখন উদারভাবে অস্ত্র ব্যবহার করেন, কারণ তারা তা করতে পারেন। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে, লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে, এবং যুদ্ধের গতি টেকসই বলে মনে হয়। কিন্তু এটি একটি বিভ্রম। মাত্র একটি তীব্র রাতের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাই কয়েক মাসের উৎপাদনকে শেষ করে দিতে পারে। আর যখন মজুত একটি নির্দিষ্ট সীমার নিচে নেমে যায়, তখন কৌশল পরিবর্তন শুরু হয়ড়নীতির

কারণে নয়, বরং গাণিতিক বাস্তবতার কারণে।

এই সীমাবদ্ধতা উভয় পক্ষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যদিও ভিন্নভাবে। যুক্তরাষ্ট্র নির্ভর করে অত্যাধুনিক, ব্যয়বহুল এবং সীমিত সংখ্যক অস্ত্র ব্যবস্থার উপর, যা প্রতিস্থাপন করা ধীরগতির। অন্যদিকে, ইরান নির্ভর করে পরিমাণ ও অসম কৌশলের উপরড়সস্তা ড্রোন, সহজ ক্ষেপণাস্ত্রড় যেগুলো সরাসরি জয়ের জন্য নয়, বরং প্রতিপক্ষকে ক্লান্ত করে তুলতে, চাপ সৃষ্টি করতে এবং ব্যয় বাড়াতে ব্যবহৃত হয়।

এটি এক ধরনের প্রতিযোগিতা যা হলো নির্ভুলতা বনাম স্থায়িত্ব, গুণমান বনাম পরিমাণ। ইতিহাস দেখায়, এমন প্রতিযোগিতায় কোনো পক্ষই একচেটিয়া সাফল্য পায় না। ১৯৪৪ সালে জার্মানি তা উপলব্ধি করেছিল, যখন মিত্রশক্তির শিল্প উৎপাদন তাদের কৌশলগত দক্ষতাকে ছাপিয়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রও ভিয়েতনাম এবং পরে ইরাকে একই ধরনের বাস্তবতা উপলব্ধি করেছিল, যেখানে প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব দীর্ঘমেয়াদি প্রতিরোধের সামনে দুর্বল হয়ে পড়ে। এখানে সময়ই হলো গোপন নিয়ামক। যে পক্ষ সময়কে ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারে, সাধারণত তারাই টিকে থাকেড়অথবা অন্তত বিজয়ের সংজ্ঞা পরিবর্তন করার মতো সময় পায়।

এরপর আসে বাজার। বাজার সেনাবাহিনীর চেয়েও দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখায় এবং কৌশলগত গল্পে খুব কমই আগ্রহী। বিনিয়োগকারীরা কোনো অঞ্চল কার নিয়ন্ত্রণে তা নিয়ে মাথা ঘামায় না; তারা চায় স্থিতিশীলতা, পূর্বানুমানযোগ্যতা এবং ঝুঁকি কম থাকা। এগুলো যখন নষ্ট হতে শুরু করে, তখন পুঁজি সরে যেতে শুরু করেড় প্রথমে ধীরে, তারপর হঠাৎ করে। জ্বালানি এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। পারস্য উপসাগরে যেকোনো বিঘ্ন পরিস্থিতি দ্রুত বিশ্বব্যাপী প্রভাব ফেলে। তেলের দাম বাড়ে, জাহাজ চলাচলের পথ পরিবর্তিত হয়, বীমার খরচ বেড়ে যায়। কিন্তু এর দ্বিতীয় প্রভাব আরও গভীরড়সারের দাম বাড়ে, কয়েক মাস পরে খাদ্যের দামও বাড়ে। নিয়ন্ত্রিত মুদ্রাস্ফীতি আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আধুনিক অর্থনীতি একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। জ্বালানির মতো একটি খাতে টান পড়লে পুরো ব্যবস্থাই নড়বড়ে হয়ে যায়। বিমান চলাচল বদলে যায়, সরবরাহ শৃঙ্খল দীর্ঘ হয়, উৎপাদন ধীর হয়ে যায়। এবং পৃথিবীর কোনো এক কোণে *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

অঙ্গন পার্টি হল
ANGAN PARTY HALL
89-16, 175 Street (CF2)
Jamaica NY 11432
এখানে রেগুলার ইভেন্টসহ যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য বুকিং নেওয়া হয়
বিয়ে
জন্মদিন
আকিকা
বেবি সাওয়ার
বিবাহ বার্ষিকী
সভা-সেমিনার
যোগাযোগ
347-440-2317

আ.লীগের কার্যক্রম বন্ধ থাকবে, বাকিরা কাজ করবে, করছেও : মির্জা ফখরুল

ঢাকা : আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে বিএনপির মহাসচিব এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, 'আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ আছে; বন্ধ আছে, বন্ধ থাকবে। বাকি যারা আছে, তারা কাজ করবে, করছেও।' রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন মির্জা ফখরুল। সেখানে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

আওয়ামী লীগের কার্যক্রম সম্পর্কে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, 'এরা হঠাৎ হঠাৎ করে বেরিয়ে আসে। এগুলোকে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কিছু আছে বলে আমি মনে করি না। আমি যেটা মনে করি, পলিটিকসটাকে চলতে দিন, লেট পলিটিকস মুভ ইন ইটস ওন ওয়ে, লেট ডেমোক্রেসি মুভ ইন ইটস ওন ওয়ে। বিচ্ছিন্নভাবে কোনো কিছুকে দেখে রাজনীতিকে বন্ধ করে গণতন্ত্রকে আটকে দিয়ে, পথ বন্ধ করে দিয়ে...। লেট ইট মুভ, কাজ করুক না।' মির্জা ফখরুল বলেন, যেহেতু এখন আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ আছে; বন্ধ আছে, বন্ধ থাকবে। বাকিরা যারা আছে, তারা কাজ করবে, করছেও। আওয়ামী লীগ তো চেষ্টা করবেই কিছু কিছু কাজ করতে। করছে। লাভ তো হচ্ছে না। পিপল (জনগণ) তাদের রিজেক্ট করেছে। পিপল রিজেক্ট করে দিয়েছে একদম, তাই না?

LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)
এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
• গাড়ী এক্সিডেন্ট
• কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
• বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
• স্লিপ এন্ড ফল
• ট্রিপ এন্ড ফল
• হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
• বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
• লেড পয়জনিং
• IMMIGRATION
(Consultation fee applies)
Moin & Michael
ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি
Attorney Michigan Only.
Attorney Michigan Only.
Attorney New Jersey Only
Attorney, Buffalo New York Only
Attorney Connecticut Only
Attorney Pennsylvania Only
WWW.MOINLAW.COM
Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

PRIME HEALTH NYC
FAMILY HEALTH & WELLNESS
Total Family Health
Vitamin Infusion
Regenerative Therapy
Anti-Aging & Wellness Clinic
PROVIDE HIGH QUALITY CARE AND BEST OFFICE EXPERIENCES
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCES
JAMAICA OFFICE
167-10 highland Ave, Jamaica, NY 11432
(929) 998-3971, (929) 998-3972
(929) 998-3995
BRONX OFFICE
1444 Olmstead Ave, Bronx, NY 10462
(516) 960-3030, (516) 960-3020
(516) 960-3028
www.primehealthnyc.com
Email: primehealthnyc@hotmail.com

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL
আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল
কুইন্সের প্রাণকেন্দ্র E & F Train Subway সংলগ্ন। অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশীয় মালিকানায় অভিজাত ও সৌন্দর্য মন্ডিত রেস্টুরেন্টে ও ব্যাংকুয়েট হল। আগ্রা প্যালেসে আপনাদের স্বাগতম
এখানে গায়ে হলুদ • বিবাহ • এনগেজমেন্টস • সুইট সিক্সটিন • বেবি শাওয়ার • ফান্ড রেইজিং
বিভিন্ন ধরণের সভা, সেমিনার এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের স্যু-ব্যবস্থা করা হয়।
৫০-৪০০ পর্যন্ত বুকিং করে থাকি।
২টি ফ্লোরে দুটি পৃথক হল
Valet Parking-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
আমরা ক্যাটারিং করে থাকি
১০০% হালাল ফুড পরিবেশন করে থাকি।
বাঙালি কমিউনিটির জন্য রয়েছে বিশ্ব মানের বাংলাদেশী শেফ
বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
agraPalace Restaurant & Party Hall
Contact: 718-261-8880, 929-521-2019 (ম্যানেজার)
Address: 116-33 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11373
E-mail: agrapalacequeens@gmail.com web: agrapalaceNYC.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

কাজী জহিরুল ইসলামের “বাঘ” একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিবাদী কবিতা

নাবিল নিশাত

এই কবিতা শুধু কবিতা নয় ড় এটি একটি দগ্ধ বুকের চিৎকার, একটি অপমানিত জাতির ফিরে তাকানো।

কাজী জহিরুল ইসলাম এখানে “বাঘ” প্রতীকটিকে ব্যবহার করেছেন অদ্ভুত কৌশলে, বাঘ কোনো আক্রমণকারী নয়, বাঘ হলো সেই মানুষ যাকে বারবার কোণঠাসা করা হয়েছে, যার ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে প্রকৃতি নিজেই জেগে ওঠে।

ক.পঙক্তি-বিশ্লেষণ

“উদ্যত দেখে অত্যাচারীর নির্মম এ-চাবুক / পিছু হঠবো না পেতে দেব আজ সাহসে মোড়ানো বুক”

এই দুই লাইনে কবি যা বলেন তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম। “পিছু হঠবো না” বলাটা সহজ কিন্তু কবি বলছেন “সাহসে মোড়ানো বুক”।

অর্থাৎ বুকটা আগে থেকেই সাহসে মোড়ানো ছিল, চাবুক দেখে সাহস আসেনি, সাহস ছিলই। ক্ষমতার চাবুক মানুষকে ভাঁজ করতে চায়, কিন্তু এই মানুষটি উল্টো বুক পেতে দাঁড়ায়। এটি ভয়হীনতার সর্বোচ্চ রূপ।

“শাসক আমার সারা গায়ে যদি পিটিয়ে ফোটায় দাগ / আমি হয়ে যাবো বাংলাদেশের ডোরাকাটা এক বাঘ”

কবিতার সবচেয়ে উজ্জ্বল পঙক্তি এটি। এখানে একটি অলৌকিক রূপান্তরের কথা বলা হয়েছে, অত্যাচারের দাগ গ্লানির চিহ্ন নয়, সেই দাগগুলোই বাঘের ডোরা হয়ে যায়। অর্থাৎ শাসক যত বেশি মারে, সে ততই নিজের হাতে একটি বাঘ তৈরি করে।

এটি ইতিহাসের এক চিরন্তন সত্য ড় নিপীড়ন প্রতিরোধকে হত্যা করে না, প্রতিরোধকে শানিত করে।

“বুঝবে তখন নিরীহ মানুষ ভয়ানক হয় কত / হুশিয়ার করি সরকারি লাঠি রাখো তুমি সংযত”

এই লাইনে কবি একটি ঐতিহাসিক সত্য উচ্চারণ করেন - পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ংকর শক্তি হলো নিরীহ মানুষের জেগে ওঠা। কারণ নিরীহ মানুষ যখন রাস্তায় নামে, তার হারানোর কিছু থাকে না। আর যার হারানোর কিছু নেই, সে সবচেয়ে বেপরোয়া যোদ্ধা।

“হুশিয়ার করি” - এটি হুমকি নয়, এটি করুণাময় সতর্কবার্তা। কবি যেন বলছেন, আমি তোমাকে ভালোবেসেই বলছি, থামো।

“এদেশ আমার, আমিই দিয়েছি বুকের রক্ত ঢেলে / একুশের রাতে মরেনি তো কোনো নেতা-মন্ত্রীর ছেলে!”

এই লাইন দুটি বাংলা কবিতার ইতিহাসে একটি তীরের মতো। এখানে শ্রেণিবৈষম্যের নগ্ন মুখটা উন্মোচিত হয়। একুশে ফেব্রুয়ারি, ভাষার জন্য রক্ত – সেই রক্ত কার? সাধারণ মানুষের। আর যারা ক্ষমতায় বসে দেশের মালিক হয়েছেন, তাদের ছেলেমেয়েরা কোথায় ছিল সেদিন? এই প্রশ্নটা ছুরির মতো এটি একটি শ্রেণির মুখোশ টেনে ছিঁড়ে ফেলে।

“একাত্তরের উত্তাল দিনে যুদ্ধে গিয়েছি আমি / আজকে আমাকে পাবলিক বলো তুমি হয়ে গেছো দামী?”

“পাবলিক” শব্দটির ব্যবহার এখানে অসাধারণ। শাসকশ্রেণির কাছে জনগণ হলো “পাবলিক” একটি অবজ্ঞাপূর্ণ শব্দ, যেন মানুষ নয়, একটি ভিড়। কিন্তু এই “পাবলিক”-ই একাত্তরে রাইফেল ধরেছিল।

কবি জিজ্ঞেস করছেন – তুমি যাকে “পাবলিক” বলে তুচ্ছ করছ, সে-ই তো তোমার দেশটা নির্মাণ করেছে। এই বৈপরীত্যটাই শাসকের নৈতিক দেউলিয়াপনা।

“চোখ বাঁধা আছে, মুখও বাঁধা আজ, রয়েছি তবু সজাগ / একটি আঘাত করো যদি আর দেখবে জেগেছে বাঘ।”

শেষ দুই লাইনে কবিতার চূড়ান্ত শক্তি। চোখ বাঁধা ড় মানে তথ্য আড়াল করা হয়েছে। মুখ বাঁধা, মানে কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু “তবু সজাগ” এটিই মানুষের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। চেতনাকে বাঁধা যায় না।

এবং শেষ হুঁশিয়ারিটা আসে শান্ত কণ্ঠে “একটি আঘাত করো যদি আর” মাত্র একটি। এই শান্ত অবস্থাটিই সবচেয়ে ভয়ংকর।

ক্রোধ যখন চরমে উঠে যায় মানুষ চিৎকার করে, কিন্তু যে মানুষ ঠান্ডা মাথায় বলে “আর একটি আঘাত করো” সে সত্যিকারের বাঘ।

খ. সামগ্রিক আলোচনা

১. কেন্দ্রীয় প্রতীক: বাঘ

বাংলাদেশের জাতীয় পশু রয়েল বেঙ্গল টাইগার। কবি এই প্রতীককে ব্যবহার করে একটি গভীর জাতীয়তাবাদী বার্তা দিচ্ছেন ড় জনগণই এই দেশের সত্যিকারের পরিচয়, জনগণই বাঘ। শাসক নয়। ক্ষমতা নয়।

২. রূপান্তরের আখ্যান

কবিতার ভেতরে একটি নাটকীয় রূপান্তর ঘটে ড় নিরীহ থেকে ভয়ংকর, নীরব থেকে গর্জনশীল। এই রূপান্তর কিন্তু বাইরে থেকে আসে না ড় শাসকের চাবুকই এই রূপান্তর ঘটায়। এটি একটি ঐতিহাসিক সত্যের কাব্যিক প্রকাশ।

৩. ইতিহাসের ব্যবহার: একুশ ও একাত্তর

কবি দুটি মহাকালিক মুহূর্তকে টেনে আনেন ড় ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ। এই দুটি ঘটনা দিয়ে তিনি প্রমাণ করেন যে এই “পাবলিক” অতীতেও জেগেছে, আবারও জাগবে।

৪. ভাষার শক্তি

কবিতাটির ভাষা সহজ কিন্তু তীক্ষ্ণ। কোনো জটিল পরিভাষা নেই। এই সরলতাই এর শক্তি ড় যে কেউ পড়তে পারে, অনুভব করতে পারে, নিজের কথা বলে মনে হয়। এটি এলিটের কবিতা নয়, এটি রাস্তার মানুষের কবিতা – যে মানুষ সত্যিই বাঘ হয়ে ওঠে।

গ.উপসংহার

“বাঘ” কবিতাটি আসলে একটি দর্পণ ড় যে দর্পণে শাসক তার নিজের মূর্খতা দেখতে পাবে, আর সাধারণ মানুষ তার নিজের শক্তি। কবি এখানে বিপ্লবের কথা বলেননি, বলেছেন জাগরণের কথা। বিপ্লব হয় বাইরে, কিন্তু জাগরণ হয় ভেতরে ড় আর সেই ভেতরের জাগরণই সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী এবং সবচেয়ে অপ্রতিরোধ্য।

কে চেনে ?

মাহবুব হাসান

কে আইনের অধীন? কে না?
তুমি? আমি তিনি বা সে এবং তারা?
আমাদের তৈরি করা আইনি শেকলে গৃহবন্দী যারা!
ভোর রাতে একটু একটু ঠান্ডা কী করে ঢোকে?
বুকে হাত দিয়ে বলো চেনো কি না!
হেমন্ত কী এসে গেছে আমাদের কংক্রিটে মোড়া চারপাশে?
শিশিরের গলায় কী মুক্তার মতন ঝুলে আছে উস!
লেগেছে কী হুঁশের বাতাস উত্তরের আধুনিকতায়!
এই সব প্রশ্নের জ্যাম ও জেলি মাখানো রোদ খেয়ে
আমাদের বোধ আর বুদ্ধির রসনায়
এমন ধুলার সাগর বানিয়ে বিবেকের রেসিপি দিচ্ছে সব
আমরা চামাড়া ধানের পাতায় ঝুলে থাকা
বিহানবেলার উসেও বেহুঁশ হই না আর!
হেমন্তে কী আসে যায় আমাদের?
আমাদের ধানচারাদের নাতিপুতি ফুপু আর খালাখালুদের
উচ্ছেদ করেছি সেই কোন কালে!
আমাদের গ্রাস এখন আর চামাড়া আর মামাদের
ডোলে ওঠে না, কাঁঠ গোলাপের রঙে
উঠোনে মলন দেবার পর
কাঁচা ধানের ঘ্রাণে যে চিড়ে আর মুড়ির মৌ উঠতো,
তা গত শতকেই খেয়া গেছে।

সেই সাথে কচুর পাতায় জমে থাকা টলটলে উসও
নিয়ে গেছে কারা যেন ধানচারাদের সাথে!
ধানচারা খোয়া গেছে আমাদের মামাদের ফুপু
আর খালাখালুদের হেমন্ত চলিয়া গেছে সেই কবে
নারীদের নরম হাতের বাসনার মতো ভালোবেসে!!

কালরাত

আলেয়া আরমিন আলো

একাত্তরের ২৫শে মার্চের রাত
বাঙালির কাছে প্রতিরাতের মতোই সাধারণ রাত ছিল।
কিন্তু, বাঙালির রক্তে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানি হানাদারদের পৈশাচিক উল্লাসের কারণে-
পৃথিবীর ইতিহাসে সেই কালরাতের কাহিনি কলঙ্কের কালিতে লেখা হলো।
সেই রাত ছিল বাঙালি জাতির উপর
পাকিস্তানি হানাদারের অপারেশন সার্চলাইট নামে আকস্মিক অতর্কিত আক্রমনের রাত।
ঘুমে নিমগ্ন সাধারণ মানুষ আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে
নির্বিচারে গুলি বর্ষণের বিভীষিকাময় রাত।
রক্তস্রোতে বাংলার সর্বোচ্চ শিক্ষাঙ্গন ও রাজপথ প্লাবিত হওয়ার রাত।
সেই রাত ছিল ছেলেহারা শত বাবা-মায়ের বুকফাঁটা আর্তনাদের রাত।
বিষাক্ত শুঁকুনের নখের ছোবলে-
কিশোরী, যুবতী নারীর গগনবিদারী আর্তচিৎকার আর ভয়ার্ত বিলাপের রাত।
একসাথে শত নারীর সিতির সিঁদুর মুছে যাওয়ার ভয়ংকর হাহাকারের রাত।
অজস্র ভাই হারা বোনের গুমরে গুমরে কেঁদে উঠা করুণ ক্রন্দনের রাত।
পিতাহারা শত শত অনাথ শিশুর ভীত চোখের অসহায় চাহনির রাত।
সমগ্র বাঙালির হৃদস্পন্দনে অশনি সংকেতের দামামা কাঁপানো ছিল সেই রাত।
সেই রাত ছিল শস্য শ্যামল সবুজ বাংলার রক্ত গঙ্গায় স্নাত হওয়ার রাত।
সহজ সরল বাঙালির অসহায় দৃষ্টি বিদ্রোহে বদলে যাওয়ার রাত।
অসংখ্য ধর্ষিতার নগ্ন দেহের রক্তাক্ত ক্ষতে একটি মানচিত্র অঙ্কিত হওয়ার রাত।
বাঙালির শিরা উপশিরায় স্বাধীনতা শব্দটি অবিরত ধ্বনিত হওয়ার রাত।
লাখো বাঙালির মুক্তির নেশায় অদম্য চেতনার রাত।
খালি হাতেই মুক্তিযুদ্ধের জন্য মনেপ্রাণে প্রস্তুত হওয়ার শক্তি সঞ্চয়ের রাত।
পৃথিবীর বুকে লাল সবুজ রঙে ইতিহাস রচিত হওয়ার রাত।

পরাজিত

আতাহার খান

এই দেহ থেকে খুলে রাখি গরম উলের সোয়েটার,
আজ আমি মধ্যরাতে
প্রচণ্ড ঠান্ডার সাথে
সরাসরি মল্ল যুদ্ধে লিপ্ত হবো, দেখি
এখান কে জয়ী হয়, আমি না জমাট বাঁধা শীত!
জ্যোস্নার নরম আভা নিভে গেছে সেই কখন জানি না,
এই খোলা নিঝুম বিশাল আঙিনার
নিষ্ঠুর দখলদার হয়ে
মাথা তুলে সদম্ভে দাঁড়ায় ঘন কুয়াশারা!
রণক্ষেত্র থেকে সরে আসি!
আমার শরীরে তন্ন তন্ন করে খুঁজি,
না, কোথাও নেই এক ফোঁটা দাহ,
সত্যি আমি পরাজিত,
শীতে অসহায় মানুষের কান্না
বুকে নিয়ে নীরবে ঝিমোয় কুড়িগ্রাম আর তেতুলিয়া।

প্রাকৃতজ

নূরুল হক

অনিবার দেখি তার রুদ্ধ দ্বার, মুক্ত অহর্নিশ
অনিল আকাশ যেন দিল খানি, সমুদ্র সন্তান
ছন্দের আগুনে পুড়ে ছারখার অহংকারী বিষ
টিটন কাব্যিক নাম প্রাকৃতজ স্নিগ্ধ উপখ্যান
কখনো শামীম রুমি রুক্ষ নয় প্রলম্বিত চুল
হাড় হিম করা দিনে বয়ে যায় বাসন্তী বাতাস
ঘুম ঘুম আঁখি থেকে ঝরে পড়ে কবিতার ফুল
দৃশ্যপট সবুজাভ বাঙলার ভেজা দূর্বা ঘাস।
কুমিল্লা ভাটির দেশ অনিমেষ দেখি রবি শশী
গোমতি তিতাস আর তৃণভোজী কবি-কাব্য-ভূমি
সার্থক জনম তার সে মাটিতে মাতৃ মহীয়সী
সাধক বাউল জন বেড়ে ওঠে পূণ্য পদচুমি।
আমাদের প্রাকৃতজ যেন এক অগ্রে চলা বীর
জীবনের সর্ব স্তরে প্রবাহিত প্রসন্ন সমীর।

স্বাধীনতা আজ ভূলুণ্ঠিত

মোঃ সৈয়দুল ইসলাম

স্বাধীনতা দেখি আজ
সর্বত্র ভূলুণ্ঠিত,
রাস্তাঘাটে মানুষরূপী পশুতে
নারীরা হচ্ছে ধর্ষিত।
এক সাগর বুকের রক্ত
দিয়েছি যে বৃথা,
শোষণ বঞ্চনার কালেও
নারীরা হয়নি ধর্ষিতা।
মানুষ হয়ে অমানুষী কাজ
চলবে আর কত,
এর জন্যই কী যুদ্ধ করেছি
দিন রাত অবিরত।
স্বাধীন দেশে স্বাধীনভাবে
বলতে পারিনা কথা,
সত্য বললে মুখ চেপে ধরে
স্বাধীন পায়নি সফলতা।
স্বাধীন বাংলাদেশ আমার
বলতে লজ্জা লাগে,
দোষীরা পার পেয়ে যায়
বিবেক নাহি জাগে।

বিখ্যাত তিন বই চোর

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

বিশ্বজুড়ে ছোটবড় সকল লাইব্রেরি থেকে কিছু কিছু বই চুরির ঘটনা সবসময় ঘটে। বই চুরির কিছু ঘটনা ইতিহাসের অংশ হয়ে গেছে। বই পড়ুয়াদের প্রায় সবাই জীবনের কোনো না কোনো বই চুরি করেছেন, অথবা বই পড়তে নিয়ে প্রকৃত মালিককে আর ফেরত দেননি, অর্থ্যাৎ মেরে দিয়েছেন। বলতে দ্বিধা নেই, আমি নিজেও বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে বই নিয়ে বেশ ক'টা গুরুত্বপূর্ণ বই মেরে দিয়েছি। বই চুরি করিনি। মেরে দেওয়া বইগুলো এখনও আমার সংগ্রহে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার মাঝামাঝি সময়ে এক বন্ধু আমাকে তার বাসায় নিয়ে যান। তার বুকশেলফে রাশি রাশি মোটা মোটা ইংরেজি বই দেখে বিস্মিত হই এবং মন্তব্য করি যে, বইয়ের পেছনে তিনি বিপুল অর্থ ব্যয় করেছেন। তিনি অবলীলায় বলেন যে, একটা বইও তিনি কেনেননি, ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি থেকে চুরি করেছেন। ঢিলেঢালা জামার ভেতরে বই লুকিয়ে ফেলতেন। কেউ কখনও সন্দেহ করেনি।

ব্রিটিশ কাউন্সিলের অবস্থান আমার হলের দেয়াল ঘেঁষা। আমার বন্ধুর কাছে আরও জানতে পারি যে, অনার্স পরীক্ষার ঠিক আগে আমাদের হলের এবং আমাদের ব্যাচের দুজন ছাত্র বই চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েন। ব্রিটিশ কাউন্সিল পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ হল প্রভোস্টকে জানান। হল প্রভোস্ট একজন হাউজ টিউটরকে পাঠান। জিজ্ঞসাবাদে তারা স্বীকার করে যে বেশ কিছু বই তারা চুরি করেছেন এবং অধিকাংশ বই তাদের গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। পুলিশ তাদের নিয়ে তাদের বাড়ি গিয়ে চুরি করা বই উদ্ধার করে। অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষার ফরম পূরণের আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি ও আমেরিকান সেন্টারের লাইব্রেরি থেকে ক্লিয়ারেন্স নিতে হতো। হল কর্তৃপক্ষ ব্রিটিশ কাউন্সিলের সাথে আলোচনা করে তাদের ক্লিয়ারেন্সের ব্যবস্থা করেন। তাদের ওপর থেকে বড় ধরনের ফাড়া কেটে যায়।

সেরা বই চুরির কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি:

কার্নেগি লাইব্রেরির বই চোর গ্রেগরি প্রিওরে

পিটসবার্গের কার্নেগি লাইব্রেরি থেকে বিজ্ঞানি আইজ্যাক নিউটনের গণিতের নীতিমালার একটি কপি চুরি হয়ে গেছে, যার মূল্য ২০২০ সালের হিসেবে ছিল এক মিলিয়ন ডলার। উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মান অনুসন্ধানীর তৈরি ১.২ মিলিয়ন ডলার মূল্যের একটি অ্যাটলাস চুরি হয়েছে। আরও শত শত মূল্যবান বই ও দলিল চুরি হয়েছে ওই লাইব্রেরি থেকে। এজন্য অভিযোগ আনা হয় কার্নেগি লাইব্রেরির দুর্লভগ্রন্থ সেকশনের সাবেক আর্কিভিষ্ট গ্রেগরি প্রিওরে এবং ক্যালিবান বুক শপের মালিক জন শুলম্যানকে। তাদের সংগ্রহ থেকে এবং নেদারল্যান্ড ও লন্ডনে যাদের কাছে বিক্রয় করেছিলেন তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ৮ মিলিয়ন ডলার মূল্যের দুর্লভ বই, মানচিত্র এবং অন্যান্য দলিল। ১৯৯২ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সময়ে তারা এসব সংগ্রহ করেছিলেন। গ্রেগরি চুরি করে শুলম্যানের কাছে বিক্রয় করতেন।

কেমব্রিজের গ্রাজুয়েট বই চোর জ্যাক

কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট উইলিয়াম জ্যাক ২০০৪ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে রয়েল হর্টিকালচার সোসাইটি লাইব্রেরি থেকে ৪০ হাজার পাউন্ড মূল্যের ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ দুর্লভ গ্রন্থ চুরির এক পর্যায়ে ধরা পড়েন। ঢিলেঢালা জ্যাকেট পরিধান করে তিনি লাইব্রেরিতে আসতেন এবং জ্যাকেটের ভেতরের বড় বড় পকেটে বই ঢুকিয়ে সহজে লাইব্রেরি থেকে বের হয়ে আসতেন। এর আগেও নব্বই দশকের শেষদিকে জ্যাককে এক মিলিয়ন ডলার মূল্যের দুর্লভ বই চুরির দায়ে চার বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

সেরা বই চোর স্টিফেন ব্লুমবার্গ

বিপুল সংখ্যক বই চুরির দায়ে ১৯৯১ সালে বিচার করা হয় আইওয়া স্টেটের বাসিন্দা বিয়াল্লিশ বছর বয়সী স্টিফেন সি ব্লুমবার্গ। আমেরিকার ৪৫টি স্টেট ও কানাডার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরি থেকে চুরি করেছিলেন ২০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের ২৩ হাজার ৬শ'র বেশি বই। শেষ পর্যন্ত তিনি ধরা পড়েন। তাকে ধরিয়ে দেন তারই এক বন্ধু কেনেথ রোডস, যার সঙ্গে ব্লুমবার্গের আর্থিক লেনদেনের ঝামেলা ছিল। স্টিফেন নিজের দোষ স্বীকার করেন যে এক ধরনের হ্যালুসিনেশন বা মতিভ্রমের কারণে তিনি দুর্লভ বই চুরি করতেন। সাইকিয়াট্রিস্টরা তাকে সিজোফ্রেনিক বলে শণাক্ত করেন। স্বচ্ছল অবস্থা ছিল তার এবং চুরি করা বই কখনো বিক্রি করেননি। তাকে ৭১ মাসের কারাদণ্ড এবং ২ লাখ ডলার জরিমানা করা হয়।

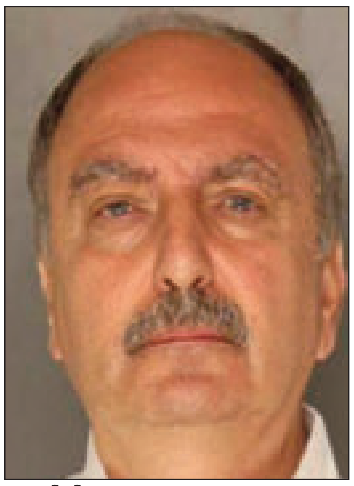

গ্রেগরি প্রিওরে

চোর জ্যাক

স্টিফেন ব্লুমবার্গ

খাদ্য মূল্যস্ফীতিতে বিশ্বব্যাংকের লাল তালিকায় বাংলাদেশ

ঢাকা : বাংলাদেশে খাদ্য মূল্যস্ফীতি নতুন করে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, উচ্চ খাদ্য মূল্যস্ফীতির কারণে বিশ্বব্যাংকের ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর 'লাল তালিকায়' রয়েছে বাংলাদেশ। দীর্ঘ সময় ধরে খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়তে থাকায় সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় এর প্রভাব ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে। বিশ্বব্যাংক গত বছরের নভেম্বর পর্যন্ত বৈশ্বিক খাদ্য মূল্যস্ফীতির চিত্র তুলে ধরলেও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করেছে। বিবিএসের হিসাব অনুযায়ী, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে দেশের খাদ্য মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৯.৩০ শতাংশ, যা গত ১৩ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। এর আগে ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল ১০.৭২ শতাংশ। এরপর কিছুটা কমে এলেও সাম্প্রতিক পাঁচ মাস ধরে আবারও ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। একই সময়ে খাদ্যবহির্ভূত খাতেও মূল্যস্ফীতি কম নয়; ফেব্রুয়ারি মাসে এ খাতে মূল্যস্ফীতি হয়েছে ৯.১ শতাংশ। অর্থনীতিবিদদের মতে, এই প্রবণতা দেশের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের ওপর সবচেয়ে বেশি চাপ সৃষ্টি করছে। কারণ এসব শ্রেণির মানুষের আয়ের বড় অংশই ব্যয় হয় খাদ্যের পেছনে। অনেক ক্ষেত্রে তাদের মোট আয়ের দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত খাবার কিনতেই চলে যায়। ফলে খাদ্যের দাম সামান্য বাড়লেও তাদের জীবন-যাত্রায় বড় ধরনের প্রভাব পড়ে।

সহজভাবে বললে, এক বছর আগে যে পরিমাণ খাবার কিনতে ১০০ টাকা খরচ হতো, এখন একই পরিমাণ খাবার কিনতে খরচ হচ্ছে ১০৯ টাকা ৩০ পয়সা। অর্থাৎ প্রতি ১০০ টাকায় খরচ বেড়েছে ৯ টাকা ৩০ পয়সা। এই বাড়তি খরচ সামাল দিতে গিয়ে অনেক পরিবারকে হয় ঋণের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে, না হয় খাবারের তালিকা ছোট করতে হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মূল্যস্ফীতি অনেকটা অদৃশ্য করের মতো কাজ করে। আয় স্থির থাকলেও ব্যয় বেড়ে গেলে মানুষের প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়। দীর্ঘ সময় ধরে উচ্চ খাদ্য মূল্যস্ফীতি বজায় থাকলে তা দারিদ্র্য বাড়াতে এবং পুষ্টিহীনতার ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। বাংলাদেশে গত তিন বছরের বেশি সময় ধরে খাদ্য মূল্যস্ফীতি তুলনামূলক বেশি পর্যায়ে রয়েছে। এত দীর্ঘ সময় ধরে এমন পরিস্থিতি অতীতে খুব একটা দেখা যায়নি। এর ফলে নিম্ন আয়ের মানুষের ভোগান্তি দীর্ঘস্থায়ী আকার নিয়েছে। বিশ্বব্যাংকের শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী, উচ্চ খাদ্য মূল্যস্ফীতির দেশগুলোকে বিভিন্ন রঙে ভাগ করা হয়। এর মধ্যে 'বেগুনি' শ্রেণি সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এবং 'লাল' শ্রেণি উচ্চঝুঁকির নির্দেশক। বাংলাদেশ বর্তমানে এই লাল তালিকায় অবস্থান করছে, যা পরিস্থিতির গুরুতর দিকটি তুলে ধরে। একই সময়ে বিশ্বের কয়েকটি দেশ আরো খারাপ অবস্থায় রয়েছে। মালাউয়ি টানা ৯ মাস ধরে বেগুনি শ্রেণিতে রয়েছে। ইরান ও জাম্বিয়া আট মাস এবং তুরস্ক ও আর্জেন্টিনা সাত মাস ধরে এই উচ্চঝুঁকির তালিকায় অবস্থান করছে। অন্যদিকে কিছু দেশ পরিস্থিতির উন্নতি ঘটিয়ে লাল বা বেগুনি থেকে হলুদ কিংবা সবুজ তালিকায় উঠতে সক্ষম হয়েছে। সার্বিকভাবে দেখা যাচ্ছে, খাদ্য মূল্যস্ফীতির এই উর্ধ্বগতি শুধু অর্থনীতির একটি সূচক নয়, বরং এটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলছে। আয় না বাড়লেও ব্যয় বাড়তে থাকায় সাধারণ মানুষকে ক্রমেই কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে কার্যকর নীতিগত পদক্ষেপ নেওয়া এখন সময়ের দাবি বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

দেশে ব্যাংক খাতে উচ্চ খেলাপি ঋণ

বিদেশি ঋণ ছাড়াল ১১৩ বিলিয়ন ডলার

ঢাকা : দেশের বিদেশি ঋণ আরো বেড়েছে। গত বছরের শেষ তিন মাসে ঋণ ১৩০ কোটি ডলার বা ১ দশমিক ৩০ বিলিয়ন বেড়ে স্থিতি দাঁড়িয়েছে ১১৩ দশমিক ৫১ বিলিয়ন ডলারে, যা এযাবৎকালের সর্বোচ্চ। গত বছরের সেপ্টেম্বরের শেষে ছিল ১১২ দশমিক ২১ বিলিয়ন ডলার। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের সময় ঋণ ছিল ১০৩ দশমিক ৪১ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ অন্তর্বর্তী সরকারের ১৮ মাসে ঋণ বেড়েছিল ১০ বিলিয়ন ডলার। মঙ্গলবার বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে আসে। খাতসংশ্লিষ্টরা বলেছেন, কয়েক বছর ধরেই বাংলাদেশের ওপর বিদেশি ঋণের চাপ বাড়ছে। আওয়ামী লীগ সরকার বিদেশি ঋণ নিয়ে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, মেট্রোরেল, বিদ্যুৎকেন্দ্র, বিমানবন্দরের টার্মিনাল, নদীর তলদেশ দিয়ে টানেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েসহ বড় বড় প্রকল্প করেছে। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর বিভিন্ন ঋণদাতা সংস্থা থেকে ঋণ নিয়েছে। মূলত সরকার ক্ষমতায় আসার প্রথম বছরেই কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধের জন্য বিদেশ থেকে প্রায় চার বিলিয়ন ডলার ঋণ নিয়েছিল। সব মিলিয়ে বিদেশি ঋণ বেড়েছে।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে ২০২২ সাল থেকে বাংলাদেশে ডলারের দাম বাড়তে শুরু করে। তাতে ডলারের সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে বড় ঘাটতি দেখা দেয়। ফলে প্রতি ডলারের দাম ৮৫ টাকা থেকে বেড়ে ১২২ টাকায় পৌঁছায়। এতে দেশের অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যায়, যা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে কঠিন করে তোলে। এ সংকট সামাল দিতে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আমদানি নিয়ন্ত্রণ, বিদেশি ঋণ বাড়ানোসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়। তারপরও বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পতন থামানো যায়নি। তবে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর রিজার্ভের পতন থামাতে সক্ষম হয়েছিল। ডলারের বিনিময়হারেও এসেছিল স্থিতিশীলতা। প্রবাসী আয়ে জোরালো প্রবৃদ্ধি এবং বৈদেশিক উৎস থেকে কাঙ্ক্ষিত ঋণ পাওয়াই এর অন্যতম কারণ বলে জানান বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা। গত বছরের শেষ তিন মাস অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়ে সরকারি ও বেসরকারি দুই খাতেই বিদেশি ঋণ বেড়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সরকারি খাতের ঋণ স্থিতি ছিল ৯২ দশমিক ৫৫ বিলিয়ন ডলার। ডিসেম্বরে তা বেড়ে ৯৩ দশমিক ৪৬ বিলিয়ন ডলার হয়। তিন মাসে এ খাতে ঋণ বেড়েছে ৯০ কোটি ডলার। অন্যদিকে ডিসেম্বর শেষে বেসরকারি খাতে ঋণ স্থিতি বেড়ে হয়েছে ২০ দশমিক শূন্য ৫ বিলিয়ন ডলার। সেপ্টেম্বর শেষে ছিল ১৯ দশমিক ৬৫ বিলিয়ন ডলার। বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, বিদেশি ঋণের মধ্যে সরকারের ঋণই বেশি। বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বিদেশি ঋণ দরকার আছে। তবে উদ্বেগের জায়গা হলো, আগে বিদেশি ঋণ নিয়ে অপচয় হয়েছে। সেগুলো যদি বন্ধ না হয়, তাহলে ঋণ বৃথা হয়ে যায়। আর যদি ঋণ নিয়ে ঠিকমতো ব্যবহার করা যায়, তাহলে পরিশোধ করার সক্ষমতা তৈরি হবে। ড. জাহিদ আরো বলেন, জিডিপি অনুপাতে বিদেশি ঋণ এখনো সহনীয় মাত্রায় আছে। যদিও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের তুলনায় বৈদেশিক ঋণের সুদাসল পরিশোধের অঙ্কটা অনেক বেড়ে গেছে। ফলে সার্বিকভাবে স্বস্তিদায়ক মনে হলেও পরিশোধ করতে গিয়ে ঠিকই ঘাম বেরিয়ে যাবে। বিগত কয়েক বছর ধরে অর্থনীতিবিদরাও বিদেশি ঋণ গ্রহণের বিষয়ে সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছিলেন। তবে তাদের পরামর্শ উপেক্ষা করেই শেখ হাসিনার সরকার বিদেশি উৎস থেকে ঋণ বাড়িয়েছিল।

দেশে ব্যাংক খাতে উচ্চ খেলাপি ঋণ : ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনে আওয়ামী লীগ সৃরকারের পতনের পর নির্বাচিত সরকারের অনুপস্থিতিতে দেশের অর্থনীতি ছিল অনেকটা ভঙ্গুর।এর মূলে ছিল বিগত সরকারের সময়ে ব্যাংক খাতে ঘটে যাওয়া লুটপাট ও বৈশ্বিক প্রতিকূল পরিস্থিতি। ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ ৩৫ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে সরকার খেলাপি ঋণ ২ শতাংশ ডাউন পেমেন্ট দিয়ে পুনঃতফসিল করার নীতি সহায়তা দেয়। কিন্তু কার্যত কোন ফল দেয়নি। বাংলাদেশ ব্যাংকের গত ২০২৫ সালের শেষ দুই প্রান্তিকের প্রতিবেদনে এ চিত্র উঠে আসে। তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর শেষে দেশের মোট খেলাপি ঋণের পরিমান ছিল ৬ লাখ ৪৪ হাজার ৫১৫ কোটি টাকা। এসময় মোট ঋণের পরিমান ছিল ১৮ লাখ ৩ হাজার ৮৪০ কোটি টাকা। ২ শতাংশ ডাউন পেমেন্ট দেওয়ার পরও ফল আসেনি, খেলাপি ঋণ ৩০ শতাংশ থেকে যায়। ডিসেম্বর প্রান্তিকে খেলাপি ঋণ কমেছে ৮৭ হাজার ২৯৮ কোটি টাকা। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে বরতমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার এক সপ্তাহের মধ্য আরও এক দফা ঋণ পুনঃতফসিল করতে নীতি সহায়তায় ঘোষণা করে। এবার ১ শতাংশ বাকী ও ১ শতাংশ নগদে।

প্রতিটি ব্যাংক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পর্যালোচনায় ব্যাংকগুলোর নাজুক অবস্থা উঠে আসে। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অগ্রণী ব্যাংকের তিন মাসে খেলাপি ঋণ কমেছে ৫ হাজার ২৮৫ কোটি ১০ লাখ টাকা। সেপ্টেম্বরে ব্যাংকটির মোট খেলাপি ঋণ ছিল ৩৩ হাজার ৯০০ কোটি টাকা। পুনঃতফসিল সুবিধা নেওয়ার পর ডিসেম্বরে খেলাপি ঋণের পরিমান দাঁড়িয়েছে ২৮ হাজার ৬১৫ কোটি ৫৪ লাখ টাকা। আর ৪৬.৬১ শতাংশ খেলাপি ঋণ কমে ৩৮.৮১ শতাংশে নেমেছে। বাংলাদেশ ডেভলাপমেন্ট ব্যাংকের খেলাপি ঋণ কমেছে মাত্র ৩১ কোটি টাকা। সেপ্টেম্বর মাসে ব্যাংকটির খেলাপি ঋণের পরিমান ছিল ১ হাজার ৯৬ কোটি ৫৯ লাখ টাকা; ডিসেম্বরে কমে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৬৫কোটি ৪৪ লাখ টাকা। আর ৫২.৪৬ শতাংশ খেলাপি ঋণ কমে ৪৯.৭৭ শতাংশে নেমেছে। সংকটে নিপতিত আরেক রাষ্ট্রায়ত্ত বেসিক ব্যাংকের খেলাপি ঋণ কমেছে ৫৫৬কোটি টাকা। সেপ্টেম্বরে মোট খেলাপি ছিল ৮ হাজার ৮১১ কোটি ৩৬ লাখ টাকা; ডিসেম্বর নেমেছে ৮ হাজার ২৫৪কোটি ৯০লাখ টাকা। আর খেলাপি ৭০.৫৯শতাংশ থেকে কমে ৬২.৫২শতাংশে নেমেছে।

পুনঃতফসিলি সুবিধা পাওয়ার পরও রাষ্ট্রায়ত্ত আরেক ব্যাংক জনতার খেলাপি ঋণ ১ হাজার ৮৬৭কোটি ৮৪লাখ টাকা বেড়েছে। সেপ্টেম্বরে ব্যাংকটির খেলাপি ঋণ ছিল ৭০ হাজার ৬৭১কোটি ১২ লাখ টাকা; ডিসেম্বর বেড়ে খেলাপি ঋণের পরিমান দাঁড়িয়েছে ৭২ হাজার ৫৩৮কোটি ৯৬ লাখ টাকা। ব্যাংকটির মোট খেলাপি ৭৩.১৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭৪.০৭ শতাংশে ঠেকেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত রূপালী ব্যাংকের খেলাপি কমেছে কমেছে ৪ হাজার ৮১কোটি ৩৪ লাখ টাকা। সেপ্টেম্বর রূপালীর খেলাপি ঋণের পরিমান ছিল ২৩ হাজার ৭১২কোটি ৭৫ লাখ টাকা, ডিসেম্বর কমে দাঁড়িয়েছে ১৯ হাজার ৬৩১কোটি ৪১ লাখ টাকা। আর ৫১.১৯ শতাংশ খেলাপি কমে ৪১.৪১ শতাংশে নেমেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের বড় ব্যাংক সোনালীর খেলাপি কমেছে ৪ হাজার ৫৯৭কোটি ৬৬ লাখ টাকা। ২০ হাজার ৫৯৯কোট ৪৪ লাখ টাকা থেকে কমে ডিসেম্বরে ১৬ হাজার ১ কোটি ৭৮ লাখ টাকা হয়। যা ব্যাংকটির মোট খেলাপি ঋণের ২২ শতাংশ থেকে নেমে ১৬.৭৮ শতাংশে ঠেকে। বেসরকারী বাণিজ্যিক বেশ কিছু ব্যাংকের বড় ধরণের খেলাপি রয়েছে। দুই শতাংশ ডাউন পেমেন্ট দিয়ে পূন:তফসিলের সুবিধা দিলেও এসব ব্যাংকের অধিকাংশ গ্রাহক সে সুবিধা নিতে পারেনি। কিছু গ্রাহক নিলেও তা ব্যাংকগুলোর মোট খেলাপি ঋণের ঋণে বড় ধরণের কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, এবি ব্যাংকের ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর তিন মাসে খেলাপি ঋণ কমেছে ১৯ হাজার ৫৭কোটি ৭৫ লাখ টাকা। সেপ্টেম্বরে খেলাপি ঋণের পরিমান ছিল ৩০ হাজার ১৩৫ কোটি ৭০ লাখ টাকা। ডিসেম্বরে খেলাপি ঋণ কমে দাঁড়িয়েছে ১৯ হাজার ১৯৩ কোটি ৪৬ লাখ টাকা। আর ব্যাংকটির খেলাপি ঋণ মোট ঋণের ৮৪.০৪ শতাংশ থেকে ৫১.৮৮ শতাংশে নেমেছে। আল আরাফা ইসলামী ব্যাংকের খেলাপি ঋণ কমেছে ৯৪৭কোটি ৪২ লাখ টাকা। সেপ্টেম্বরে সেপ্টেম্বরে খেলাপি ঋণের পরিমান ছিল ৯ হাজার ২৯কোটি ৯১ লাখ টাকা, ডিসেম্বরে কমে দাঁড়িয়েছে ৮ হাজার ৮২ কোটি ৪৮ লাখ টাকা। আর খেলাপি ঋণ ১৭.১৭ শতাংশ থেকে ১৫.৮৮ শতাংশে নেমেছে। বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংকের খেলাপি ঋণ কমেছে ১৯ কোটি ৬০ লাখ টাকা। সেপ্টেম্বরে ব্যাংকটির মোট খেলাপি ঋণ ১ হাজার ৬৫৮কোটি ২২ লাখ টাকা থেকে ডিসেম্বরে ১ হাজার ৬৩৮কোটি টাকাতে নেমেছে। আর ৭১.১১ শতাংশ খেলাপি থেকে ৬৫.৬৫ শতাংশে স্থিত হয়েছে।

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্সি
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
Emirates
সৌদি আরবে ১০ বছরের মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা
INDIAN VISA
● ওমরাহ প্যাকেজ
● ওমরাহ ভিসা
● হোটেল ও ট্রান্সপোর্ট
● মোয়াল্লেম
আমরাই দিচ্ছি
সবচেয়ে কম দামে
Emirates
KUWAIT AIRWAYS
SAUDIA
QATAR AIRWAYS
TURKISH AIRLINES
718-721-2012
IATA
Approved
আমরা বিশ্বের যে কোন দেশের ভিসা প্রসেস করি।
নজরুল ইসলাম
সিইও, ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
Cell: 917-459-7181
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
Digital Travel Astoria
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
2578, 31st Street, Astoria, NY 11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station
Cell: 917-459-7181
We are on Facebook
website: www.digitaltraveltour.com

যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের শীর্ষ ১০ নারী যারা

বাংলাদেশ ডেস্ক : ফোর্বস ম্যাগাজিনের বৈশ্বিক ধনকুবেরদের তালিকায় সাধারণত পুরুষদেরই আধিপত্য দেখা যায়। এতে অতিধনী নারীর সংখ্যাও ধীরে ধীরে বাড়ছে। অর্থাৎ নারীপুরুষের সম্মিলিত তালিকায় বৈশ্বিক বিলিয়নিয়ার তথা শতকোটিপতিদের মধ্যে নারীরা নিজেদের জায়গা করে নিচ্ছেন। যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বখ্যাত ফোর্বস ম্যাগাজিনের প্রকাশিত চলতি বছরের তালিকায় ৩ হাজার ৪২৮ জন বিলিয়নিয়ার বা শতকোটিপতির মধ্যে ৪৮১ জন নারী। এর মানে, সম্মিলিত তালিকায় স্থান পাওয়া শতকোটিপতিদের মধ্যে ১৪ শতাংশ নারী। গত বছর এই সংখ্যা ছিল ৪০৬ জন, যা মোটের ১৩ দশমিক ৪ শতাংশ। এদিকে চলতি বছরের ১ মার্চ পর্যন্ত সম্পদের পরিমাণের ভিত্তিতে ২০২৬ সালের নারী বিলিয়নিয়ারদের তালিকা প্রকাশ করেছে ফোর্বস। তাতে দেখা যায়, টানা দ্বিতীয় বছরের মতো বিশ্বের সবচেয়ে ধনী নারী হয়েছেন অ্যালিস ওয়ালটন। তাঁর সম্পদের পরিমাণ ১৩৪ বিলিয়ন বা ১৩ হাজার ৪০০ কোটি মার্কিন ডলার। আয় ও মুনাফা বৃদ্ধির কারণে তাঁর পারিবারিক প্রতিষ্ঠান ওয়ালমার্টের শেয়ারের দাম গত ১ বছরে ৪১ শতাংশ বেড়েছে। ৬৪তম বছরে পা দেওয়া এই খুচরা বিক্রয় প্রতিষ্ঠানটি নতুন সিইও জন আর্নারের নেতৃত্বে ভালো করছে। দায়িত্ব নেওয়ার পর কোম্পানিটির বাজার মূলধন এক ট্রিলিয়ন বা এক লাখ কোটি ডলারে উঠেছে।

ফরাসি প্রসাধনী প্রতিষ্ঠান লরিয়েলের উত্তরাধিকারী ফ্রাঁসোয়া বেটেনকোর্ট মেয়ার্স এবং শিল্পপতি ডেভিড কচের বিধবা স্ত্রী জুলিয়া কচ যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে আছেন। তাঁদের সম্পদের পরিমাণ যথাক্রমে প্রায় ১০০ বিলিয়ন বা ১০ হাজার কোটি এবং ৮১ দশমিক ২ বিলিয়ন বা ৮ হাজার ১২০ কোটি ডলার। এবারের তালিকায় এক ধাপ নেমে পঞ্চম স্থানে চলে গেছেন জ্যাকুলিন মার্স। তিনি পোষা প্রাণীর খাবারের ব্যবসা করনে। তাঁর সম্পদের পরিমাণ ৪৯ দশমিক ১ বিলিয়ন বা ৪ হাজার ৯১০ কোটি ডলার। তাঁকে হটিয়েই চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছেন চিলির ব্যবসায়ী আইরিস ফন্টবোনা। তাঁর পরিবার চিলির সবচেয়ে ধনী পরিবার। তামার খনির ব্যবসা আছে তাঁদের। আইরিসের সম্পদমূল্য ৫২ দশমিক ৬ বিলিয়ন বা ৫ হাজার ২৬০ কোটি ডলার। এই ব্যবসা মূলত আইরিসের স্বামীর ছিল। শীর্ষ ১০ ধনী নারীর মধ্যে একমাত্র স্বপ্রতিষ্ঠিত উদ্যোক্তা হলেন সুইজারল্যান্ডের জাহাজ খাতের ব্যবসায়ী রাফায়েলা আপন্তেডিয়ামন্ট। তাঁর সম্পদের পরিমাণ ৪৪ দশমিক ৫ বিলিয়ন বা ৪ হাজার ৪৫০ কোটি ডলার। তিনি আগে ৫ম স্থানে ছিলেন। এবার ষষ্ঠ স্থানে নেমে গেছেন। উত্তরাধিকার সূত্রে নয়, নিজ প্রচেষ্টায় সম্পদ গড়া ১২২ জন নারী বিলিয়নিয়ার বা শতকোটিপতির মধ্যে তিনিই সবচেয়ে ধনী।

নিজের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠা পাওয়া অতিধনী নারীদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে আছেন মার্কিন ব্যবসায়ী ডিয়ানে হেনড্রিকস। তাঁর সম্পদের পরিমাণ ২২ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার। ১৯৮২ সালে স্বামী কেন হেনড্রিকসের সঙ্গে এবিসি সাপ্লাই প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। ৯ লাখ ডলারের ব্যাংকঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলেন এই দম্পতি। গৃহ নির্মাণসামগ্রীর ক্ষেত্রে তারা এখন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৃহৎ পাইকারি সরবরাহকারী। ২০07 সালে স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান অধিগ্রহণের মাধ্যমে ব্যবসা সম্প্রসারণ করেন। সবচেয়ে আলোচিত আত্মপ্রতিষ্ঠিত ধনী নারীদের মধ্যে নতুন করে তালিকায় যুক্ত হয়েছেন সংগীত তারকা বিয়ন্সে। তাঁর সম্পদের পরিমাণ ১ বিলিয়ন বা ১০০ কোটি ডলার। এ ছাড়া আগের তালিকায় থাকা রিহানা (১০০ কোটি), সারা ব্লেকলি (১৪০ কোটি) ও টেইলর সুইফট (২০০ কোটি) আছেন। নারী শতকোটিপতিদের তালিকায় নতুন মুখ হিসেবে আছেন ব্রাজিলের সাবেক নৃত্যশিল্পী লুয়ানা লোপেস লারা। তাঁর সম্পদের পরিমাণ ১৩০ কোটি ডলার। শেয়ারবাজার নিয়ে পূর্বাভাস দেওয়া প্রতিষ্ঠান কালসির সহপ্রতিষ্ঠাতা তিনি। মাত্র ছয় বছরে এই স্টার্ট আপের বাজারমূল্য ১১ বিলিয়ন বা ১ হাজার ১০০ কোটি ডলারে উন্নীত হয়েছে। ২৯ বছর বয়সে তিনি বিশ্বের সবচেয়ে কম বয়সী আত্মপ্রতিষ্ঠিত নারী শতকোটিপতি। তাঁর আগে এই খেতাব ছিল এআই-ভিত্তিক কোম্পানি স্কেল এআইয় লুসি গুওর। তাঁর সম্পদের পরিমাণ ১৪০ কোটি ডলার। তার আগে এই খেতাব ছিল টেইলর সুইফটের। এদিকে মাইক্রোসফটের সহপ্রতিষ্ঠাতা বিল গেটসের সাবেক স্ত্রী মেলিন্ডা গেটস (৩ হাজার ৩০ কোটি ডলার) এবং প্রয়াত গণিতভিত্তিক ট্রেডিং বিশেষজ্ঞ জিম সিমন্সের স্ত্রী মেরিলিন সিমন্স (৩ হাজার ২৫০ কোটি ডলার) এবার শীর্ষ ১০ থেকে ছিটকে গেছেন।

নতুন তালিকায় ৭ম স্থানে আছেন ভারতের সাবিত্রী জিন্দাল ও তাঁর পরিবার। ইস্পাত খাতের এই ব্যবসায়ীর সম্পদমূল্য ৩৯ দশমিক ১ বিলিয়ন বা ৩ হাজার ৯১০ কোটি ডলার। ৮ম স্থান পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাসিনো ব্যবসায়ী মিরিয়ান আডেলসন অ্যান্ড ফ্যামিলি। তাঁর সম্পদমূল্য ৩৭ দশমিক ৫ বিলিয়ন বা ৩ হাজার ৭৫০ কোটি ডলার। ৯ম স্থানে রয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফিডেলিটি ইনভেস্টমেন্টের চেয়ারম্যান আবিগাইল জনসন। তাঁর সম্পদমূল্য ৩৩ দশমিক ২ বিলিয়ন বা ৩ হাজার ৩২০ কোটি ডলার। এ ছাড়া ১০ম স্থানে আছেন চীনের ঝেং সুলিয়াং অ্যান্ড ফ্যামিলি। অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবসায়ী এই নারীর সম্পদমূল্য ৩৩ দশমিক ২ বিলিয়ন বা ৩ হাজার ৩২০ কোটি ডলার।

প্রবাসী আয়ে চাঙ্গা দেশের রিজার্ভ

ঢাকা : ঈদকে সামনে রেখে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাঠানো অর্থের প্রবাহ বেড়েছে। পরিবার-পরিজনের বাড়তি খরচ মেটাতে বেশি করে টাকা পাঠানোর ফলে চলতি মাসের প্রথম দুই সপ্তাহেই দেশে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রেমিট্যান্স এসেছে। এতে বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় বা রিজার্ভে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ১৬ মার্চ পর্যন্ত দেশের মোট (গ্রোস) বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩৪ দশমিক ২২ বিলিয়ন ডলারে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) নির্ধারিত বিপিএম-৬ পদ্ধতিতে হিসাব করলে এ রিজার্ভ ২৯ দশমিক ৫২ বিলিয়ন ডলার। এক বছর আগে, অর্থাৎ গত বছরের মার্চে দেশের মোট রিজার্ভ ছিল ২৫ দশমিক ৪৪ বিলিয়ন ডলার, আর বিপিএম-৬ হিসাবে ছিল ২০ দশমিক ৩০ বিলিয়ন ডলার। সে হিসাবে এক বছরে রিজার্ভ বেড়েছে প্রায় ৯ বিলিয়ন ডলার। তবে মোট রিজার্ভের পুরোটা ব্যবহারযোগ্য নয়। স্বল্পমেয়াদি দায় ও অন্যান্য বাধ্যবাধকতা বাদ দিলে যে নিট বা প্রকৃত রিজার্ভ থাকে, সেটিই অর্থনীতির জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক অভ্যন্তরীণভাবে ‘ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভ’ হিসাব করে, যেখানে আইএমএফের এসডিআর, ব্যাংকগুলোর বৈদেশিক মুদ্রা ক্লিয়ারিং হিসাব এবং আকুর বিলের মতো কিছু খাত বাদ দেওয়া হয়। যদিও এই তথ্য আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয় না। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, এ হিসাবে বর্তমানে দেশের ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভ প্রায় ২৬ বিলিয়ন ডলার। প্রতি মাসে গড়ে ৫ বিলিয়ন ডলার আমদানি ব্যয় ধরা হলে, এ রিজার্ভ দিয়ে প্রায় পাঁচ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব। সাধারণত একটি দেশের জন্য অন্তত তিন মাসের আমদানি ব্যয়ের সমপরিমাণ রিজার্ভ থাকা নিরাপদ ধরা হয়। অতীতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ চাপে পড়ে ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভ ১৪ বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে গিয়েছিল। সে সময় বৈদেশিক ঋণ ও বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ডলার সংগ্রহ করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। ২০২৪ সালের আগস্টে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর নতুন গভর্নর আহসান এইচ মনসুর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি কমিয়ে দেন। পাশাপাশি হুন্ডি ও অর্থপাচার ঠেকাতে এবং বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা জোরদারে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়। বিভিন্ন উৎস থেকে ডলার সরবরাহ বাড়ানোর উদ্যোগও নেওয়া হয়। এর ফলে চাপের মুখে থাকা রিজার্ভ ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে। তবে আগের দায় পরিশোধের চাপ থাকায় বর্তমানে রিজার্ভ ৩৩ থেকে ৩৫ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে ওঠানামা করছে।

রিজার্ভ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান বলেন, ঈদ উপলক্ষ্যে প্রবাসী আয়ের প্রবাহ বাড়ায় বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ বেড়েছে এবং রিজার্ভ শক্তিশালী হচ্ছে। বাজারে ভারসাম্য বজায় রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডলার কিনছে। ডলার কেনার ফলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও ভালো অবস্থানে আছে বলে জানান তিনি। তিনি বলেন, ডলারের দর অতিরিক্ত কমে গেলে প্রবাসী আয় ও রপ্তানি খাত ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। বিশ্লেষণে দেখা যায়, দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ একসময় ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল ২০২১ সালের আগস্টে, যখন তা ৪৮ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যায়। সে সময় আন্তঃব্যাংক বাজারে প্রতি ডলারের বিনিময় হার ছিল ৮৪ টাকা ২০ পয়সা। তবে পরবর্তী সময়ে ঋণসংক্রান্ত অনিয়ম, অর্থপাচারসহ নানা কারণে রিজার্ভে চাপ তৈরি হয় এবং তা ধারাবাহিকভাবে কমতে থাকে। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের সময় রিজার্ভ নেমে আসে ২৫ দশমিক ৯২ বিলিয়ন ডলারে। আইএমএফের হিসাব পদ্ধতিতে তখন রিজার্ভ ছিল ২০ দশমিক ৪৮ বিলিয়ন ডলার। একই সময়ে বৈদেশিক মুদ্রাবাজারেও অস্থিরতা দেখা দেয়, ডলারের দাম বেড়ে ১২০ টাকার ওপরে উঠে যায়, যা আগের তুলনায় প্রায় ৩৬ টাকা বেশি। পরিস্থিতি সামাল দিতে তখন আমদানিতে বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। পরবর্তীতে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ডলারের বিনময় হার ধীরে ধীরে বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। পাশাপাশি প্রবাসী আয় বাড়াতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়। আমদানির ওপর আরোপিত বিধিনিষেধও ধাপে ধাপে শিথিল করা হয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তুলনামূলক উদার নীতি গ্রহণ করা হয়। এর ফলে দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়তে শুরু করে। চলতি মার্চের প্রথম ১৪ দিনেই দেশে এসেছে ২২০ কোটি ডলারের প্রবাসী আয়, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩৫ দশমিক ৭ শতাংশ বেশি। গত কয়েক মাস ধরেই রেমিট্যান্সে ঊর্ধ্বমুখী ধারা দেখা যাচ্ছে। ফেব্রুয়ারিতে এসেছে ৩০২ কোটি ডলার, জানুয়ারিতে ৩১৭ কোটি এবং তার আগের মাস ডিসেম্বরে ৩২২ কোটি ডলার। প্রবাসী আয় বাড়ায় বাজার থেকে ডলার সংগ্রহ করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এখন পর্যন্ত ব্যাংকগুলো থেকে সাড়ে ৫ বিলিয়ন ডলার কিনেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এর ফলে রিজার্ভ আবারও শক্ত অবস্থানে ফিরছে। খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতে, এতদিন বড় ধরনের নতুন বিনিয়োগ না থাকায় আমদানির চাপ তুলনামূলক কম ছিল, যা রিজার্ভ বাড়তে সহায়তা করেছে।

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত (Unbreakable, Flexi, Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

ডাঃ মোহাম্মদ মুজাহিদ বিল্লাহর নূতন মেডিকেল অফিস

ফুসফুসের রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

Sleep and Lung Center

আপনাদের সেবায় এখন জ্যামাইকা এষ্টেটে

বিভিন্ন ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা হয়

* আপনি কি অনিদ্রা, নিদ্রাকলীন শ্বাসকষ্ট এবং নাক ডাকা সহ নিদ্রাজনিত সমস্যায় ভুগছেন?
* ঘুমন্ত অবস্থায় আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস কয়েকসেকেন্ডের জন্য বন্ধ হওয়ার অভিযোগ কেউ কি করেছেন?
* আপনি কি গাড়ী চালাতে গিয়ে কিংবা কর্মক্ষেত্রে ঝিমিয়ে পড়েন?
* আপনি কি রাত্রিবেলা ঘুম থেকে বারবার জেগে উঠেন?
* আপনি কি এজমা/ ফুসফুস, ধুমপান জনিত রোগে ভুগছেন?
* সুস্বাস্থ্য ও সুখময় জীবনের জন্য আমাদের সেবা নিন।
* পালমোনারী ফাংশন টেষ্ট, এলার্জি স্কীন টেষ্ট ও কনসাল্ট।

Dr. Muhammad Muzahid Billah
Lungs & Sleep Specialist
Cell: 347-204-9683, Fax: 718-526-8900
Tel: 718-526-2700

170-12, Highland Ave. Suite#102, Jamaica, NY-11432

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-636-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-565-5600
Fax: 718-565-5686

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করে থাকি

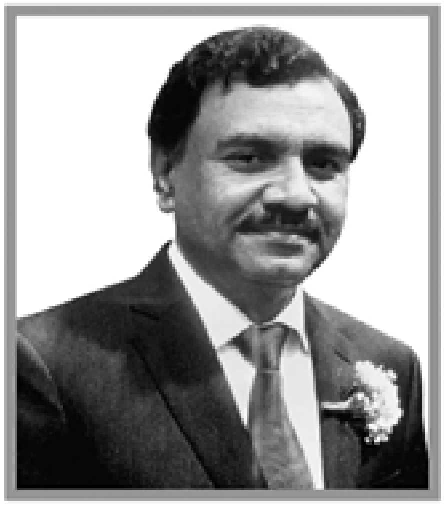

ডাঃ গোবিন্দ পাল
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা নিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

Gobinda Paul Physician P.C
An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM, Sat or Sun: 9 Am-2PM
রোগী দেখার সময় : সোম-শুক্র : বিকাল ৬ টা-রাত ৯টা
এবং শনি ও রবি : সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

FAMILY CARE RX PHARMACY

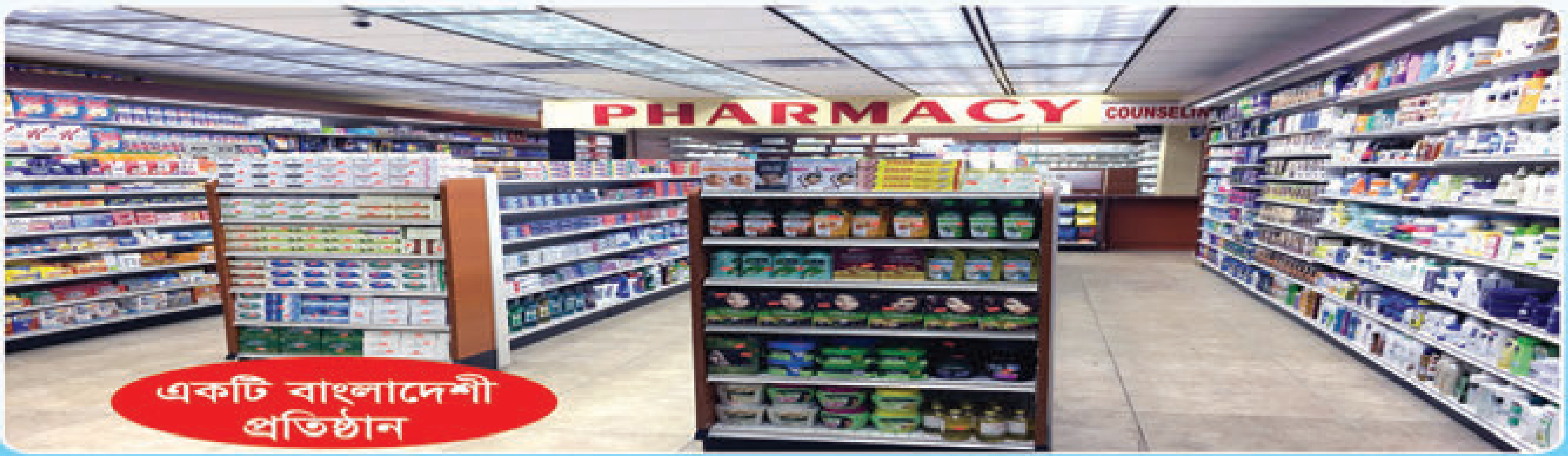

WE ACCEPT MOST INSURANCE

- Metro Plus
- Fidelis Care
- Wellcare
- Health First
- Affinity
- Health Plus
- Hip
- All Private Insurance
- Express Scripts
- Magna Care
- Optumrx
- United Health Care

মামুনের তত্ত্বাবধানে

170-04 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
TEL : 718-297-1927, FAX : 718-297-3029

ডানকিন–টাকো বেল ফ্র্যাঞ্চাইজিকে দেড় মিলিয়ন ডলার জরিমানা ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন ৭৬০ কর্মী

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্ক সিটিতে শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে **ডানকিন এবং টাকো বেল**-এর একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানকে দেড় মিলিয়ন ডলারের বেশি জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ দিতে হচ্ছে।

দুই বছরের তদন্ত শেষে নিউঈয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অব কনজুমার অ্যান্ড ওয়ার্কার প্রটেকশন জানায়, লং আইল্যান্ডের জেরিকোভিত্তিক সালজ ম্যানেজমেন্ট এলএলসি ম্যানহাটন ও কুইন্সে পরিচালিত তাদের ২৪টি শাখায় পরিকল্পিতভাবে শ্রম আইন লঙ্ঘন করেছে।

তদন্তে উঠে এসেছে, প্রতিষ্ঠানটি কর্মীদের নির্ধারিত সময়সূচি কমপক্ষে ১৪ দিন আগে না জানিয়ে বারবার পরিবর্তন করত, যা শহরের ফেয়ার ওয়ার্কউইক ল' (Fair Workweek Law)-এর সরাসরি লঙ্ঘন। এছাড়া "ক্লোপেনিং" (রাতে দোকান বন্ধ করে পরদিন সকালে আবার কাজ শুরু) শিফটে কর্মীদের বাধ্য করা হলেও এর জন্য অতিরিক্ত পারিশ্রমিক বা সম্মতি নেওয়া হয়নি। নতুন কর্মী নিয়োগের আগে বিদ্যমান কর্মীদের অতিরিক্ত শিফটের সুযোগ দেওয়ার বিধানও মানা হয়নি।

এসব অনিয়মের কারণে প্রতিষ্ঠানটিকে ৭৬০ জন কর্মীকে মোট দেড় মিলিয়ন ডলারের বেশি ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। পাশাপাশি ১ লাখ ৫৫ হাজার ডলার দেওয়ানি জরিমানাও গুনতে হবে। যোগ্য কর্মীরা সর্বোচ্চ ৭ হাজার ডলার পর্যন্ত পেতে পারেন।

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান এবং বিভাগের কমিশনার ভিলদা ভেরা মায়ুগা এ বিষয়ে ঘোষণা দেওয়ার কথা থাকলেও লাগোয়ার্ডিয়ায় এক বিমান দুর্ঘটনার কারণে তা স্থগিত করা হয়। কমিশনার বলেন, "নির্ভরযোগ্য কর্মসূচি নিউইয়র্কের শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক অধিকার। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হচ্ছে–শ্রম আইন মানা বাধ্যতামূলক।"

মেয়র মামদানি বলেন, "কোনো কর্পোরেশন বা ফ্র্যাঞ্চাইজিকে শ্রম আইন লঙ্ঘনের সুযোগ দেওয়া হবে না।" একই দিনে ফ্যাশন ব্র্যান্ড থিয়েরি-এর বিরুদ্ধেও পৃথক নিষ্পত্তি হয়। ম্যানহাটনের দুটি শাখায় প্রায় ৬০ জন কর্মীকে ২ লাখ ৭৭ হাজার ডলারের বেশি ক্ষতিপূরণ এবং ২১ হাজার ডলারের বেশি জরিমানা দিতে রাজি হয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। এ ক্ষেত্রে যোগ্য কর্মীরা সর্বোচ্চ ১৪ হাজার ডলার পর্যন্ত পেতে পারেন।উল্লেখ্য, গত ডিসেম্বর স্টারবাক্সস-এর বিরুদ্ধে একই আইনে ৩৮ মিলিয়ন ডলারের নিষ্পত্তি হয়েছিল, যা নিউইয়র্ক সিটির ইতিহাসে এ ধরনের সর্বোচ্চ জরিমানা।

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল ওজনপার্ক ও ব্রুকলিন শাখায় ইফতার ও দোয়া মাহফিল

নিউইয়র্ক: গত ১৮ মার্চ বুধবার ওজনপার্ক ও ব্রুকলিনে পপুলার ড্রাইভিং স্কুলের শাখা অফিসে ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম,সাধারন সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক প্রধান নির্বাচন কমিশনার ফার্মাসিস্ট সৈয়দ টিপু সুলতান, জালালাবাদের কয়েকবারের নির্বাচিত সভাপতি বদরুল খান, মুন্সিগঞ্জে বিক্রমপুর সমিতির সভাপতি সেলিম খানসহ অনেকে। পপুলার ড্রাইভিং স্কুলের কর্ণধার -সিইও বাংলাদেশ সোসাইটির বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য সাবেক দুইবারের সাধারণ সম্পাদক ও ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহিম হাওলাদার উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানানিয়ে বলেন, জ্যাকসন হাইটসে পুপুলার ড্রাইভিংস্কুল দির্ঘ ৩৩ বঁছর যাবৎ সার্ভিস দিয়ে আসছে গত বছর ওজন পার্কের সিটিলাইনে দ্বিতিয় শাখার যত্রা শুরু করে। গত ৩৩ বছরে পপুলার ড্রাইভিং স্কুলে ড্রাইভিং শিখে রোড টেস্টে পাশকরে প্রায় দশ হাজার নারীপুরুষ নিউইয়র্কসহ আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটে গাড়ি চালাচ্ছেন। তিনি কমিউনিটির সবাইকে ড্রাইভিং শিখাসহ এ ব্যাপারে যেকোনো সহায়তার জন্য পপুলার ড্রাইভিং স্কুলের জ্যাকসন হাইটস বা ওজন পার্ক অফিসের সেবা নেওয়ার অনুরোধ জানান। ইফতারের পুর্বে মিলাদ এবং দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা রফিক আহম্মেদ।

ডিটেকটিভ দিদারের নামে রাস্তার নামকরণের সিদ্ধান্ত

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্ক সিটির কম্যুনিটি বোর্ড-৯-এর এক গুরুত্বপূর্ণ সভা গত ১৯ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ড চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এন মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর মধ্যে রয়েছে ২০২৫ সালের ১৮ জুলাই ম্যানহাটানে কর্মরত অবস্থায় আততায়ীর গুলিতে তৎকালীন পুলিশ অফিসার দিদারুল ইসলাম নিহত হন। এ হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানায় যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ। সেই সঙ্গে হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকেও তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়। তারাই ধারাবাহিকতায় গত ১৯ মার্চ সাধারণ সভায় বোর্ড চেয়ারম্যান এন মজুমদারের প্রস্তাবে সর্বসম্মতভাবে ১৭২ স্ট্রিট এবং কিস ডিটেকটিভ দিদারুল ইসলামের নামে নামকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এছাড়াও অপযাপ্ত উপস্থিতির কারণে একজন বোর্ড মেম্বারকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। ডিস্ট্রিক্ট-৯-এ আরো একটি সুপারমার্কেট অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং বোর্ডের নতুন ট্রেজারার হিসেবে নির্বাচিত করা হয় ন্যালি সান্তিয়াগোকে।

লস অ্যাঞ্জেলেসে ৪০তম ফোবানার প্রস্তুতি চলছে

বদরুজ্জামান রুহেল, নিউইয়র্ক: 'উত্তরণের পথে আগামীর প্রত্যয়ে প্রবাস বাংলাদেশ' প্রতিপাদ্যে উত্তর আমেরিকার প্রবাসী বাঙালিদের ৪০ তম ফোবানা কনভেনশন আগামী ৪, ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেসে সিটিতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এর আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি উপলক্ষে ২৮ মার্চ লস অ্যাঞ্জেলেসের বিখ্যাত 'হিলটন লস অ্যাঞ্জেলেস ইউনিভার্সাল সিটি'তে অনুষ্ঠিত হবে 'কিক-অফ গালা'। ৪০তম ফোবানার কনভেনর ড. জয়নাল আবেদীন উত্তর আমেরিকার সকল সদস্য ও সংগঠনকে এই মহতি আয়োজনে শামিল হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তিনি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, লস অ্যাঞ্জেলেস এবার অতীতের সকল সাফল্যকে ছাড়িয়ে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করবে। হোস্ট কমিটির মেম্বার সেক্রেটারি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ ইকবাল জানান, কিক-অফ গালার মাধ্যমে অতিথিরা লস অ্যাঞ্জেলেস ভ্রমণের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি ফোবানাকে সফল করতে সরাসরি তাদের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ দিতে পারবেন। এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি খালেদ আহমদ রউফ জানান, এই গালায় ফোবানা এক্সিকিউটিভ কমিটির বহু সদস্য উপস্থিত থেকে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করবেন।

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ক্যালিফোর্নিয়ার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় আগামী ৪, ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে মূল ৪০তম লস অ্যাঞ্জেলেস ফোবানা।

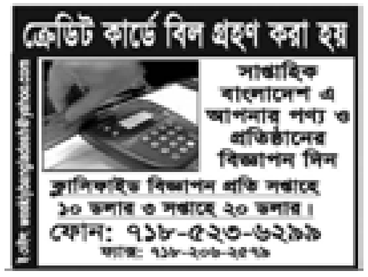

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

ফেনী জেলা সমিতির ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে ফেনী জেলা সমিতি ইউএসএ'র ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৫ মার্চ রোববার ৪৭১ ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউ ব্রুকলীনে এই মাহফিলের আয়োজন করা হয়। সমিতির সহ সভাপতি শহীদ উল্লাহ কাইছারের সভাপতিত্বে মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক নেতা বেলাল মাহমুদ। মাহফিলে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটি ও বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি আব্দুর রব মিয়া, ফেনী জেলা সমিতির সাবেক সভাপতি ও বিশিষ্ট রাজনিতীক জসিম উদ্দীন, বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী সদস্য জাহাঙ্গীর শহীদ সরোয়ার্দী, ফেনী জেলা সমিতির তিনবারের সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দীন, সমিতির কোষাধ্যক্ষ জসিম উদ্দীন, বিশিষ্ট সংগঠক নিজাম উদ্দীন, দাগনভুইয়া সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক শামীম মাহমুদ, রাজনীতিক কবির রেজ্জাক ও কোম্পানীগঞ্জ সমিতি ইউএসএ'র ট্রষ্টি মেম্বার আহছান উল্লাহ বাচ্চু।

মাহফিলে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন নিউকার্ক বেলাল মসজিদের খতিব মুফতি ড. আনসারুল করীম। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বাংলাদেশী আমেরিকান সাংবাদিক এসোসিয়শনের সভাপতি সাইয়েদ আজাদ। মাহফিলে প্রবাসী ফেনীবাসীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বেলাল মাহমুদ বলেন, শুধু বাংলাদেশী নয়, বিশ্বব্যাপী মুসলিম সমাজ জন্য কঠিন সময় পার করছে। রমজান মাস সিয়াম সাধনার মাস। পবিত্র এই মাসের আলোকে আগামী দিনের জীবন পরিচালনা আহবান জানান এবং সবাইকে সবার জন্য দোয়া করার অনুরোধ করেন।

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Bangladeshi Foot Specialist
Dr. Sadi Alam

পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?
নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
ডায়াবেটিক রোগীদের ফুট চেকআপ করা হয়।
We accept
Wellcare, Health First, Metro-plus, Fidelis, Medicare, Aetna, Cigna and other private insurances.
আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।
Call for Appoinment

Jamaica Office : 16605 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432
Jackson Heights: 70-17 37th Ave. Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office : 486 McDonald Avenue, Brooklyn, NY 11218
Parkchester: 1381 Castle Hill Ave, Bronx NY 10461
Ozone park: 77-21, 101th Avenue, Ozonepark, NY11416
Floral Park : 264-02, Hillside Ave, Floral Park, NY 11004
Phone: 347-509-4470 (Cell)
Fax : (646) 845-1861

জ্যামাইকায় ডা. শামীম আহমেদের নিজস্ব নতুন অফিস
GETWELL MED-CARE P.C.
170-25 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432
718-305-1262

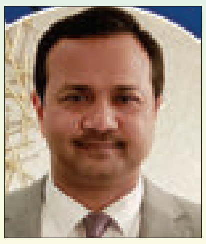

ডা. শামীম আহমেদ, এমডি,এফএসিপি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই ক্লোলেস্টেরল।
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস : ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি

আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

SHAMIM AHMED, MD, FACP
INTERNAL MEDICINE, GERIATRIC MEDICINE

Jamaica Office
170 25 Cedarcroft Rd, Jamaica, NY 11432
Ph: 718-305-1262
Fax:718-205-4815

Jackson Heights Office
35-30 64th Street, Woodside, NY 11377
Phone : 718-205-6561
Fax: 718-205-4815

ব্রুকলীন চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে বাংলাদেশী ডাক্তার
SAYERA HAQUE, M.D
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এটেন্ডিং ফিজিসিয়ান, ই. আর, কনি আইল্যান্ড হাসপাতাল

আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন

সেবাসমূহ
• জেনারেল চেকআপ • হাই কোলেস্টরল এজমা • TLC/Motor Vehicle Exam
• শারীরিক পরীক্ষা • ইকেজি
• ডায়াবেটিস • বয়স্ক ভেক্সিনেশান • মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।
• হাইপারটেনশন • ব্লাড টেষ্ট

We accept most of the Insurances

Haque Medical Office, PC
540 McDonald Ave., Brooklyn, NY-11218
"F" Train and Bus B35, B67

Office Hours
TTuesday: 12pm-8pm
Thursday: 12pm-8pm
Saturday: 12pm-8pm
Friday: 1pm-5pm
Monday: 11am-6pm

Tel: 718-633-5883/5800, 347-715-7593

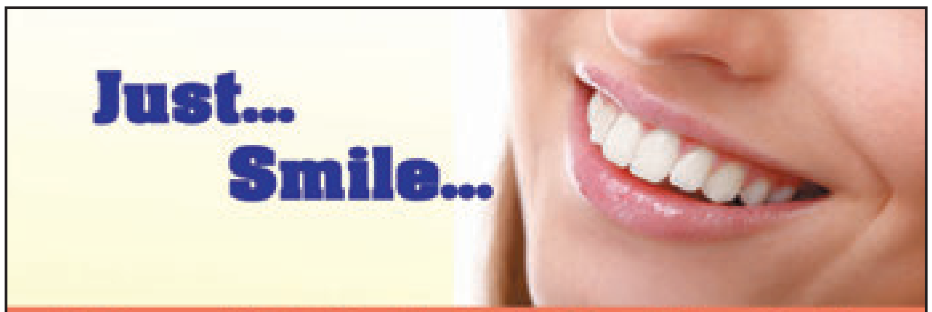

A Beautiful Smile Is A Healthy Smile
- General Dentistry
- Nitrous Oxide
- Crown & Bridges
- Dentures
- Extractions
- Cosmetic Dentistry
- Veneers
- Root Canal Therapy
- Bonding
- Implant Surgery & Restorations

IMPLANT & COSMETIC DENTISTRY
MEDICAID & MOST INSURANCE ACCEPTED
WE ACCPT MAJOR CREDIT CARDS
VISA MasterCard
IMPLANT CONSULTATION

Dr. Muslima J. Khandakar, DMD
Dr. Mohammad Wahedur Rahman, D.D.S

TWO OFFICES ON HILLSIDE AVENUE

FLORAL DENTAL CARE P.C.
256-18 Hillside Ave.
Floral Park, NY-11004
Tel: (718)343-5353
Fax: (718)343-5354

CUTE DENTAL CARE P. C.
167-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY-11432
Tel: (718)526-5999
Fax: (718)526-6646

মধ্যপ্রাচ্যে মধ্যস্থতায় কেন পাকিস্তান?

বাংলাদেশ ডেস্ক : ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাইলের যুদ্ধ চতুর্থ সপ্তাহে গড়িয়েছে। সামনাসামনি যুদ্ধবিরতি নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও পর্দার আড়ালে শুরু হয়েছে জোর কূটনৈতিক তৎপরতা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নাটকীয়ভাবে সোমবার ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলার পরিকল্পনা পাঁচদিন স্থগিত করেছেন। 'ইরানের সঙ্গে সবকিছু ভালোভাবে চলছে'-এমন মন্তব্যও করেছেন তিনি। তবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমঝোতামূলক কোনো ধরনের আলোচনার কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে অস্বীকার করেছে ইরান। এমন প্রেক্ষাপটে আলোচনায় এসেছে পাকিস্তানের নাম। বলা হচ্ছে, যুদ্ধ বন্ধে ইরান-যুক্তরাষ্ট্রের সমঝোতা আলোচনায় মধ্যস্থতা করছে ইসলামবাদ। তবে কেন পাকিস্তান মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতের মধ্যস্থতায় সামনে এলো-মঙ্গলবার ডনের প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে। কূটনৈতিক সূত্রের বরাতে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবর, ইসলামাবাদ মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ থামাতে গত সপ্তাহে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালনের প্রস্তাব দেয়। এ বিষয়ে পাকিস্তানের সামরিক ও বেসামরিক একাধিক কর্মকর্তা উচ্চপদস্থ মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ইসলামবাদে একটি ত্রিপক্ষীয় বৈঠক আয়োজনের প্রস্তাবও দেওয়া হয় বলে জানা যায়।

ওয়াশিংটনভিত্তিক ইরানি বিশ্লেষক ভ্যালি নাসর মনে করেন, পাকিস্তানের এই উদ্যোগ একক ভাবার সুযোগ নেই। কেননা, পাকিস্তান তখনই এগিয়ে আসে যখন পেছনে সৌদি আরবের জোরালো সমর্থন থাকে। সুতরাং, রিয়াদ এই মধ্যস্থতায় যুক্ত রয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। আবার পাকিস্তানের সঙ্গে সৌদি আরবের সামরিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক গভীর হওয়ায়, ইসলামবাদের মধ্যস্থতায় রিয়াদের 'সম্মতি' রয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। বর্তমানে তেহরান ও ওয়াশিংটনের সঙ্গে ইসলামাবাদের ভালো যোগাযোগের বিষয়টিও এখানে বিবেচনায় নিতে হবে। বিশ্লেষক মাইকেল কুগেলম্যান বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি মনে করেন, পাকিস্তান মোটেও অপ্রাসঙ্গিক কোনো পক্ষ নয়। কারণ, গত এক বছরে পাকিস্তান ও ইরানের মধ্যে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রশাসনও পাকিস্তানের সামরিক নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল। স্বয়ং ট্রাম্প বলেছেন, ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির ইরানকে অন্য অনেকের চেয়ে ভালো চেনেন। সবচেয়ে বড় কথা, যুক্তরাষ্ট্রে ইরানের কূটনৈতিক স্বার্থ অনেকটাই দেখাশোনা করে পাকিস্তান। অনেকেই মনে করেন, যুদ্ধ থামানোর মধ্যস্থতায় ইসলামবাদ একা নয়, তুরস্ক এবং মিসর রয়েছে এই উদ্যোগে। কারণ, পাকিস্তান তুরস্ক উভয়ই ইরানের প্রতিবেশী। যুদ্ধের কারণে ইরানে আরও অস্থিরতা তৈরি হলে তার প্রভাব সরাসরি পড়বে দেশ দুটির ওপর। ভৌগোলিক এই বাস্তবতাও তাদের উত্তেজনা প্রশমনে আগ্রহী করে তুলেছে। অন্যদিকে মিসরের অবস্থান ভিন্ন হলেও তাৎপর্যপূর্ণ। বৃহত্তম আরব দেশ হিসাবে এবং ইসরাইলের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ থাকায় কায়রো এমন গোপন বার্তা আদান-প্রদানে সক্ষম, যা অন্যদের পক্ষে সম্ভব নয়। আরব দেশগুলোর সরকার ও ইসরাইলি নেতৃত্বের সঙ্গে মিসরের এই সুসম্পর্ক, যুদ্ধ বন্ধের উদ্যোগ নিতে বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে। কূটনৈতিক পর্যবেক্ষকরা পাকিস্তানের এই তৎপরতার পেছনে তিনটি কারণ দেখছেন। এগুলো হলো-প্রাথমিক হামলা-পালটা হামলার পর সংঘাত এখন দীর্ঘস্থায়ী ও বিপজ্জনক রূপ নিয়েছে। বিপর্যয় এড়াতে গোটাবিশ্বই যুদ্ধ থেকে বের হওয়ার পথ খুঁজছে। যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং তেহরানের জাতীয় মর্যাদা দুটোই সরাসরি আলোচনায় বসার ক্ষেত্রে বড় বাধা। এই পরিস্থিতিতে তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতাই হতে পারে কার্যকর।

কলম্বিয়ায় সামরিক বিমান বিধ্বস্ত, নিহত ৬৬

বাংলাদেশ ডেস্ক : কলম্বিয়ায় একটি সামরিক কার্গো বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় সর্বশেষ খবর পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা বেড়ে পৌঁছেছে ৬৬ জনে। এ ছাড়া আরও অন্তত চার জন নিখোঁজ আছেন। খবর : রয়টার্স। খবরে বলা হয়, স্থানীয় সময় সোমবার কলম্বিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় বিভাগ পুতোমায়ো প্রদেশের পুয়ের্তো লেগুইজামা শহরের কাছে বিধ্বস্ত হয় দেশটির সামরিক বাহিনীর একটি হারকিউলিস সি-১৩০ কার্গো পরিবহন উড়োজাহাজ।

বিমানটি মার্কিন কোম্পানি লকহিড মার্টিনের তৈরি। উড্ডয়নের পর ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র দেড় কিলোমিটার ওপরে ওঠার পরেই মাটিতে আছড়ে পড়ে বিমানটি এবং বিস্ফোরিত হয়। কলম্বিয়ার সেনাপ্রধান জেনারেল হুগো আলেজান্দ্রো লোপেজ সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, এ সময় উড়োজাহাজটিতে চালকসহ মোট ১২৮ জন যাত্রী ছিলেন। এই যাত্রীদের মধ্যে ১১ জন বিমান বাহিনীর সদস্য, ১১৫ জন স্থলবাহিনীর সদস্য এবং কলম্বিয়ার জাতীয় পুলিশ বাহিনীর দুজন কর্মকর্তা। কলম্বিয়ার পুতোমায়ো প্রদেশের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী দেশ পেরুর সীমান্ত আছে। সূত্র : রয়টার্স

মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের শিকার শিশুরা ইউনিসেফের সতর্কতা

বাংলাদেশ ডেস্ক : মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাতে শিশু হতাহত বাড়ায় সতর্ক করেছে জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ। সংস্থাটি জানিয়েছে, মার্কিন-ইসরায়েলি সামরিক আগ্রাসন তীব্র হওয়ায় মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে শিশুরা এর 'ভয়াবহ মূল্য' দিচ্ছে। ফেব্রুয়ারির শেষের দিক থেকে এ পর্যন্ত সেখানে সংঘাতে দুই হাজার ১০০ জনেরও বেশি শিশু হতাহত বলে জানা গেছে। সংস্থাটি সতর্ক করে বলেছে, এই সংঘাত আরো বিস্তৃত হলে মধ্যপ্রাচ্যে লাখ লাখ শিশুর জন্য তা সর্বনাশা হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ইউনিসেফের উপনির্বাহী পরিচালক টেড চাইবান সাংবাদিকদের বলেন, 'মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত তীব্র হওয়ায় এই অঞ্চলের শিশুরা এর ভয়াবহ মূল্য দিচ্ছে। আরো ব্যাপক বা দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত হলে তা আরো লাখ লাখ শিশুর জন্য সর্বনাশা হবে।' মঙ্গলবার ইরানের আধাসরকারি তাসনিম নিউজ এজেন্সি এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়, ইউনিসেফের এই সতর্কতা এমন এক সময় এলো, যখন ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত সামরিক আগ্রাসনে মধ্যপ্রাচ্যে বেসামরিক হতাহতের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়েছে এবং ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটেছে। ইউনিসেফের মতে, মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে সংঘাতে দুই হাজার ১০০ জনেরও বেশি শিশু হতাহত হয়েছে। সূত্র : তাসনিম নিউজ এজেন্সি

বিশ্বজুড়ে সংঘাত দেখে মনে হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে : রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী

বাংলাদেশ ডেস্ক : বর্তমান বৈশ্বিক সংঘাতের পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ। তার দাবি, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে চলমান সংঘাতগুলোকে ইতোমধ্যে কিছু আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ 'তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ' হিসেবে আখ্যায়িত করতে শুরু করেছেন। রাশিয়ার গোরচাকভ ফান্ডের ট্রাস্টি বোর্ডের এক বৈঠকে তিনি একথা বলেন। লাভরভের দাবি, লাতিন আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান ঘটনাবলী মূলত পশ্চিমা দেশগুলোর আধিপত্য ধরে রাখার প্রচেষ্টার ফল। তিনি বলেন, পশ্চিমা বিশ্বের একটি ক্ষুদ্র অংশ, বিশেষ করে তাদের রাজনৈতিক এলিটরা, রাশিয়ার সঙ্গে সংঘাতে জড়াতে তাদের অবশিষ্ট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পদ ব্যয় করে যাচ্ছে। তিনি জানান, আফ্রিকার মিত্রদের সঙ্গে নিয়ে আগামী অক্টোবর মাসে মস্কোতে অনুষ্ঠিতব্য রাশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলনের প্রস্তুতি নিচ্ছি আমরা।

মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ : মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে লাভরভ বলেন, ইরান ও তার প্রতিবেশীদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতিতে রাশিয়া চিন্তিত। তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ইরানের ওপর "কঠোর সামরিক আগ্রাসন"-এর অভিযোগ তুলে বলেন, এ পরিস্থিতি বৈশ্বিক বাণিজ্য, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারে। তিনি আরও জানান, রাশিয়া ইতোমধ্যে ইরান এবং গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিল-এর সদস্য দেশগুলোর সঙ্গে এই পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছে এবং নিজেদের মূল্যায়ন তুলে ধরছে।

আলোচনার পথেই সমাধান : মধ্যপ্রাচ্যের সংকট সমাধানে আলোচনার পথই একমাত্র কার্যকর উপায় বলে মনে করে রাশিয়া। লাভরভ বলেন, ঐক্য ও স্বার্থের ভারসাম্যের ভিত্তিতে সমাধানই এ অঞ্চলের জন্য সবচেয়ে উপযোগী।

ইতিহাসে সবচেয়ে বড় জ্বালানি সংকটের মুখোমুখি বিশ্ব : কানাডীয় জ্বালানিমন্ত্রী

বাংলাদেশ ডেস্ক : বিশ্ব বর্তমানে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় জ্বালানি সংকটের মুখোমুখি বলে মন্তব্য করেছেন কানাডার জ্বালানি ও প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রী টিম হজসন। প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম 'ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস'-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, বর্তমান অস্থির পরিস্থিতিতে বিশ্ববাজারের চাহিদা মেটাতে কানাডা একটি আদর্শ এবং নির্ভরযোগ্য বিকল্প উৎস হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করেছে।যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের হিউস্টনে চলমান 'সেরাউইক' জ্বালানি সম্মেলনে অংশ নিয়ে হজসন এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, জাতীয় নিরাপত্তা এবং মিত্র দেশগুলোর নিরাপত্তার জন্য জ্বালানি সুরক্ষা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা গত দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এতটা স্পষ্ট হয়নি। তাই অনেক দিক থেকেই এটি এখন কানাডার জন্য বড় সুযোগ বা মুহূর্ত। হজসন উল্লেখ করেন যে, ইরানে চলমান যুদ্ধ এশীয় দেশগুলোকে এক ভয়াবহ সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে। ২০২২ সালে ইউক্রেনে রাশিয়ার পূর্ণমাত্রার আগ্রাসনের পর ইউরোপ যে ধরনের পরিস্থিতির শিকার হয়েছিল, বর্তমানে এশিয়াতেও জ্বালানির আকাশচুম্বী দামের কারণে অনেক দেশের অর্থনীতি স্থবির হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, বিশ্ব এখন মরিয়া হয়ে জ্বালানির খোঁজ করছে। দেশগুলোর এখন একজন নির্ভরযোগ্য সরবরাহকারী প্রয়োজন, আর কানাডা সেই ভূমিকা পালনে সক্ষম। উল্লেখ্য, মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিতিশীলতা এবং হরমুজ প্রণালী দিয়ে জ্বালানি সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে কানাডা তাদের তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন বাড়িয়ে বিশ্ববাজারে স্থিতিশীলতা ফেরানোর ওপর জোর দিচ্ছে।

রমজানে দুই পবিত্র মসজিদে ৩ কোটি ৩৮ লাখের বেশি ইফতার বিতরণ

বাংলাদেশ ডেস্ক : পবিত্র দুই মসজিদের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পবিত্র রমজান মাসে দুই পবিত্র মসজিদে মোট ৩ কোটি ৩৮ লাখেরও বেশি ইফতার বিতরণ করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ ইফতার বিতরণের জন্য নির্ধারিত স্থান নির্ধারণ করে এবং বিশেষ করে মাগরিবের নামাজের আগের ব্যস্ত সময়ে খাবার বিতরণ করে যাতে নিরাপদ ও সুশৃঙ্খলভাবে তা সবাইকে পৌঁছে দেয়া যায়। সে জন্য কঠোর স্বাস্থ্যবিধি কার্যকর করে। এ খবর দিয়েছে অনলাইন সৌদি গেজেট। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জনসমাগম নিয়ন্ত্রণ এবং সমন্বিত পরিচালন সেবাও চালু করা হয়, যা সেবার মান আরও উন্নত করতে সহায়তা করেছে। এই ব্যাপক আয়োজন সৌদি আরবের পক্ষ থেকে ইবাদতকারীদের সেবা নিশ্চিত করা এবং দুই পবিত্র মসজিদে আগত মুসল্লিদের জন্য সহজ, সুন্দর ও আধ্যাত্মিকভাবে সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করার ধারাবাহিক অঙ্গীকারের প্রতিফলন।

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ♦ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ♦ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ♦ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।
APNAR PHARMACY
168-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY 11432
Ph. : 347-561-6520
JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com
LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com
OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

নতুন অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল

ঢাকা : দেশের ১৮তম অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল। বুধবার (২৫ মার্চ) আইন মন্ত্রণালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।রুহুল কুদ্দুস কাজল সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক। তিনি সুপ্রিম কোর্টের একজন সিনিয়র আইনজীবী।বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা রয়েছে তার। রুহুল কুদ্দুস এর আগে পদত্যাগ করা অ্যাটর্নি জেনারেল আসাদুজ্জামানের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন। গত ২৭ ডিসেম্বর আসাদুজ্জামান অ্যাটর্নি জেনারেল পদ থেকে পদত্যাগ করে বিএনপির মনোনয়নে এমপি নির্বাচিত হন। এরপর তারেক রহমানের মন্ত্রিসভায় তাকে আইনমন্ত্রী করা হয়েছে। নতুন অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগের প্রজ্ঞাপন আজই জারি করা হতে পারে। নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করে ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল বলেন, আলহামদুলিল্লাহ, আমি ফোন পেয়েছি।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আমি চেষ্টা করব। ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য। তিনি বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সাবেক ছাত্র ব্যারিস্টার কাজল ১৯৯৬ সালে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সদস্য হন। তিনি ইংল্যান্ডের বিখ্যাত লিংকনস ইন থেকে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ব্যারিস্টার।এছাড়া তিনি ছাত্রজীবনে কিছুদিন সাংবাদিকতাও করেছেন। রুহুল কুদ্দুস কাজল ১৯৮৬ সালে ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর হাইস্কুল থেকে এসএসসি, ১৯৮৮ সালে যশোর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ থেকে এইচএসসি, পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনশাস্ত্রে সম্মানসহ মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি একজন সাবেক কূটনীতিকও। ২০০৩ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনে দ্বিতীয় সচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ২০২০ সাল থেকে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির পরপর নির্বাচিত সম্পাদক নির্বাচিত হন ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল। সারাদেশের আইনজীবীদের ভোটে দেশের আইনজীবীদের নিয়ন্ত্রক সংস্থা, বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। বর্তমানে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। রুহুল কুদ্দুস ছাত্র রাজনীতি করেছেন। ছাত্রজীবনে ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের আইন বিষয়ক সম্পাদক, কেন্দ্রীয় যুবদলের সহ-আইন বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব পদে দায়িত্ব পালন করেন।

শুল্কমুক্ত সুবিধা বাতিলের উদ্যোগ কর বসছে এমপিদের গাড়ি আমদানিতেও

ঢাকা : সরকার আসন্ন জাতীয় বাজেট অধিবেশনে দীর্ঘদিনের বিতর্কিত সুবিধাড় সংসদ সদস্যদের (এমপি) শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানি করার সুযোগ বাতিলের সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা সরকারি পদে থাকা ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ সুবিধা সীমিত করার মাধ্যমে কর নীতি সংস্কারের প্রতিফলন। অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, এই সিদ্ধান্ত স্বচ্ছতা এবং সমান করনীতি নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতির অংশ। বছরের পর বছর এই সুবিধার অপব্যবহার এবং সরকারি রাজস্বে ক্ষতির কারণে এর ওপর সমালোচনা বেড়েছে। তিনি জানিয়েছেন, এই বিতর্কিত সুবিধা, যা 'দ্য মেম্বারস অব পার্লামেন্ট (রেমুনেরেশন অ্যান্ড অ্যালাউন্সেস) অর্ডার, ১৯৭৩'-এর আওতায় এমপিদের দেওয়া হয়, প্রয়োজনীয় আইনি সংশোধনের মাধ্যমে বাতিল করা হবে।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমন্বয়ে মাল্টি স্পেশিয়ালিটি মেডিকেল সেন্টার
MOHAMMED K RASHID M.D.

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ :
Mohammed K Rashid M.D.
Diplomat American Board of Internal Medicine
Mohammad W. Rahman, M,D
Board Certified Internal Medicine
Board Certified Geriatric Medicine
Kawser U. Ahmed, M. D.
Diplomat American Board of Internal Medicine
Attending Department of Medicine
Queens Hospital Center
অ্যালার্জি এন্ড ইমমিয়োনলজি
N Kumar M. D.
Allergy & Immunology
Allergy Testing, Hay Fever, Skin Rash, Asthma, Sinusitis, Food & Drug Allergies, Hives.
আমরা প্রায় সকল প্রকার হেলথ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
এ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন:
Tel: 718-657-8525
168-32, Highland Ave.
Jamaica, NY-11432
আমাদের সেবাসমূহ
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস: ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি এবং এ্যালাজি টেস্টিং।

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় নিরিবিলি পরিবেশে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার
প্রবাসী বাংলাদেশীদের অধিকতর সেবার প্রত্যয়ে আমরা
আমাদের সেবাসমূহ:
শারীরিক চেকআপ
টিএলসি টেস্ট
DMV-ভিশন টেস্ট
ডায়াবেটিস পরীক্ষা
উচ্চ রক্তচাপ পরীক্ষা
হাই কোলেস্টেরল পরীক্ষা
হজ্ব ও ওমরাহ টিকা
স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
স্কুল ফর্ম পূরণ
WIC ফর্ম
PAP Smear পরীক্ষা
প্রেগন্যান্সি টেস্ট
ড্রাগ টেস্ট
ভ্যাক্সিন প্রদান
Immigration Physical Done Here
এখানে ইমিগ্রেশন (গ্রিনকার্ড) স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করে থাকি

জাকিয়া হোসেন (লিপা) MD, FACP
BOARD CERTIFIED IN INTERNAL MEDICINE
www.zakiahossainmd.com
Doctors Office
Jackson Heights
64-17, Broadway
(bet. 64th & 65th st.)
Woodside, NY 11377
(subway E,F,R,N,V,G,7,)
Ph. 718-424-0309
718-424-0137
Jamaica
171-09, Mayfield Road
Jamaica, NY 11432
Ph. 718-298-5680
718-298-5681
সহজে পার্কিং পাওয়া যায়
Bronx Office
1803 Westchester Ave.
Bronx, NY 10472
718-828-0600, 718-828-5800
আমরা ৭ দিনই খোলা

স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে সন্দেহ কেন, কী বলছে সরকার?

বিবিসি বাংলা : বাংলাদেশে বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ সরকারের পতন পরবর্তী রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অনুপস্থিতি দেশের স্থানীয় সরকার প্রশাসনে এক ধরণের স্থবিরতা তৈরি করেছে। আর এ কারণেই জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নির্বাচিত সরকার দেশের দায়িত্ব গ্রহণের পর এবার স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নজর সবার। কিন্তু স্থানীয় সরকার নির্বাচন দেওয়ার বিষয়ে সরকারের আগ্রহ কতটা? এ নিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যেমন প্রশ্ন রয়েছে, তেমনি সরকারের সাম্প্রতিক কিছু পদক্ষেপ অনেকের মধ্যে এক ধরণের সন্দেহও তৈরি করেছে। বিশেষ করে সিটি কর্পোরেশন ও জেলা পরিষদগুলোতে প্রশাসক হিসেবে দলীয় নেতাদের দায়িত্ব দেওয়ার পর নির্বাচনের বিষয়ে সরকারের মনোভাব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সংসদের বিরোধী দলগুলো। তারা বলছে, ঢালাওভাবে দলের নেতাকর্মীদের নিয়োগ দেওয়ার মাধ্যমে নির্বাচনের আগেই স্থানীয় প্রশাসন নিজেদের দখলে নেওয়ার চেষ্টা করছে সরকারি দল। স্থানীয় সরকার নির্বাচন ইস্যুতেই ঈদের পর দেশের রাজনীতির মাঠ সরব থাকবে বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তাদের অনেকেই বলছেন, আপাতত প্রশাসক নিয়োগের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসন সচল করার বিকল্প ছিল না। কিন্তু দলের নেতাদেরকে যেভাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে খুব একটা ভালো বার্তা দেয়নি সরকার। এদিকে, স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আগে সরকার তিনমাস সময় নিতে চায় বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি এই নির্বাচন আয়োজনে সরকারের নানা পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন বিবিসি বাংলাকে।

স্থানীয় সরকার নির্বাচন কেন জরুরি? : জুলাই আন্দোলনের পর থেকেই এক ধরনের অচলবস্থা চলছে দেশের স্থানীয় সরকার প্রশাসনে। আন্দোলনের মুখে সাবেক সরকার প্রধান শেখ হাসিনার পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ভেঙে পড়ে স্থানীয় প্রশাসন। সে সময় সিটি কর্পোরেশন কিংবা জেলা পরিষদে দায়িত্বে থাকা প্রতিনিধিদের কেউ হামলার শিকার হন, কেউ গ্রেফতার হন, আবার অনেকে আত্মগোপনে চলে যান। যার ফলে স্থানীয় সরকার প্রশাসনে তৈরি হয় শূণ্যতা। পরে স্থানীয় সরকার প্রশাসন আবারও সচল করার লক্ষ্যে সিটি করপোরেশন, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও উপজেলা পরিষদে প্রশাসক হিসেবে সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এছাড়া দেশের প্রায় সাড়ে চার হাজার ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে কোথাও সরকারি কর্মকর্তা আবার কোথাও প্যানেল চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালন করেন। এসব পদক্ষেপের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করা হলেও অন্তর্বর্তী সরকারের ওই উদ্যোগে কতটা কাজে এসেছে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। দেড় বছর ধরে চলা ওই অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা এবং দেশের সার্বিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট স্থানীয় প্রশাসনে অচলবস্থা তৈরি করেছে বলেই মনে করেন বিশ্লেষকরা। ফলে এখন সাধারণ মানুষের সেবা নিশ্চিত করতে সরকারের দ্রুত স্থানীয় জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করা উচিৎ বলে মনে করেন তারা। রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, "সরকারের জনপ্রিয়তা কমে যাবে, যদি দ্রুত স্থানীয় সরকার নির্বাচনের ব্যবস্থা তারা করতে না পারে।" এছাড়া স্থানীয় সরকার প্রশাসনে এখন পর্যন্ত যে নিয়োগগুলো সরকার দিয়েছে, সেটি এরই মধ্যে নানা সমালোচনা তৈরি করেছে বলেও মনে করেন মি. আহমদ। তিনি বলছেন, "স্থানীয় সরকারে দলীয়করণটা জুলাই সনদের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সরকারের ওপর এর একটা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া হতে পারে।" এছাড়া নির্বাচনের পর স্থানীয় প্রশাসনে সরকার যেভাবে দলীয় নেতাদেরকে নিয়োগ দিয়েছেন সেটি নিয়েও নানা আলোচনা-সমালোচনা চলছে। নির্বাচন বিশেষজ্ঞ আব্দুল আলীম অবশ্য বলছেন, প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া অবৈধ কিছু নয়, নির্বাচিত রাজনৈতিক দল তার মতো করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। "কিন্তু মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধি আর কারো মনোনীত ব্যাক্তি - এক বিষয় নয়। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মানুষের ওপর একটা দায়বদ্ধতা থাকে, যেটি অনেক ক্ষেত্রে একজন নিয়োগপ্রাপ্ত প্রশাসকের নাও থাকতে পারে," বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। মি. আলীম বলছেন, "আমরা একধরণের পরিবর্তনের আশা করছি জুলাই মুভমেন্টের পর থেকে। আশা করবো যে স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলোতে সরকার অতীতের মতো হস্তক্ষেপ করবে না।"

বিরোধীদের সন্দেহ : নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই যেসব বিষয় নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা চলছে তার মধ্যে অন্যতম স্থানীয় সরকার নির্বাচন। বিশেষ করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দাবি জানিয়ে আসছে সংসদের বিরোধী দলগুলো। সরকারের পক্ষ থেকেও এ নিয়ে ইতিবাচক বার্তা দেওয়া হয়েছে। এমনকি ঈদের পর স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সব প্রস্তুতি নেওয়া হবে বলে সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার আবদুর রহমানেল মাছউদ। কিন্তু সরকারের সাম্প্রতিক কিছু পদক্ষেপ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে এক ধরণের সন্দেহ তৈরি করেছে। কয়েকদিন আগেই দেশের ১১টি সিটি করপোরেশন ও ৪২টি জেলা পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ দিয়েছে সরকার, যেখানে নিয়োগপ্রাপ্তদের সবাই বিএনপির দলীয় রাজনীতিতে জড়িত। এ নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে পৃথক বিবৃতি দিয়েছে সংসদের বিরোধী রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টি। তারা বলছে, সিটি কর্পোরেশনসহ স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে ভোট ছাড়াই দলীয় নেতাদের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে চাইছে বিএনপি। এই পদক্ষেপকে স্থানীয় সরকার নির্বাচন 'নিজেদের সুবিধা মতো' আয়োজনের চেষ্টা হিসেবেও দেখছে বিরোধী দলগুলো। সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বিবিসি বাংলাকে বলেন, "স্থানীয় প্রশাসনে যেভাবে দলীয় ব্যক্তিদের বসানো হচ্ছে, তাতে সরকারের ওপর মানুষের আস্থার সংকট তৈরি হতে পারে।" এর মধ্য দিয়ে সরকার মানুষের আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে অবস্থান নিয়ে, নির্বাচন পেছানোর চেষ্টা করছে বলেও মনে করেন তিনি। "সরকারের কাছে আমাদের চাওয়া স্থানীয় সরকার নির্বাচন কম সময়ের মধ্যে দিয়ে দেবে," বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. তাহের। দ্রুততম সময়ের মধ্যে নির্বাচনের দাবি আদায়ে বিরোধী দলগুলো প্রয়োজনে মাঠের কর্মসূচি দেবে বলেও জানান তিনি।

সরকার কী বলছে : বিএনপি মহাসচিব ও স্থানীয় সরকারমন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, নির্বাচনের আগে স্থানীয় প্রশাসনকে সচল রাখতেই প্রশাসক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এক্ষেত্রে, সরকারের ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্য নেই বলেও দাবি করেন তিনি। "নানা ভুল ধারণা নিয়ে লেখালেখি হচ্ছে। পরবর্তীতে আর কোনো প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হবে না, সবগুলোতেই নির্বাচন হবে," বলেন মি. আলমগীর। স্থানীয় সরকার নির্বাচন কবে আয়োজন করতে চায় সরকার? এমন প্রশ্নে জবাবে মন্ত্রী বলেছেন, "নির্বাচন আয়োজনে তিনমাস সময় নেবে সরকার।" বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন, "নির্বাচন ছাড়া হবে না, নির্বাচন অবশ্যই করা হবে। তবে এ মুহূর্তে করার কোনো পরিকল্পনা নাই, আমরা একটু সময় নিতে চাই। তবে, বড়জোর তিনমাস সময় নিতে পারি আমরা।" নির্বাচনের পরিকল্পনা নিয়ে মি. আলমগীর বলেন, ইউনিয়ন পরিষদ দিয়েই স্থানীয় সরকার নির্বাচন শুরু করতে চায় সরকার। এরপর ধারাবাহিকভাবে উপজেলা ও পৌরসভা নির্বাচন আয়োজন করা হবে। "ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন আগে হবে। এরপর উপজেলা ও পৌরসভা। জেলা পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ওগুলোতে নির্বাচন একটু পরে হবে," বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জোবাইদা চৌধুরী এতিমখানা ও মাদ্রাসা
(একটি ধর্ম ও কর্মমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)
এতিম মিছকিন ও নিঃস্ব মানুষের আশ্রয়স্থল

একজন এতিম শিশুর দায়িত্ব নিন। তাকে কোরআনে হাফেজ ও ধর্মীয় শিক্ষায় সহায়তা করুন।

বছরে মাত্র ৩০০-৫০০ ডলার। ৩ বছরের মধ্যে শিশুটি কোরআনে হাফেজ হবে ইন্‌শা আল্লাহ।
আপনি আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হবেন।

যোগাযোগ
চলতি হিসাব নং-5904802001546
সোনালী ব্যাংক, ধর্মপাশা শাখা, সুনামগঞ্জ
ফোন :+8801711-628762 (বাংলাদেশ)
917-304-3912 (নিউইয়র্ক)

দেশের পাঁচ ব্যাংকের দখলে ডেবিট কার্ডের বাজার

ঢাকা : দেশের সরকারি, বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকের মধ্যে ডেবিট কার্ডের সংখ্যার দিক থেকে শীর্ষে রয়েছে ডাচ্‌বাংলা ব্যাংক। একমাত্র ব্যাংক হিসেবে এটির ডেবিট কার্ডের সংখ্যা দেড় কোটি ছুঁই ছুঁই। গত বছর শেষে ব্যাংকটির ইস্যু করা মোট ডেবিট কার্ডের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৪৬ লাখ ১ হাজার ১৭৭টিতে। সরকারি, বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকের মধ্যে আর কোনো ব্যাংকের ডেবিট কার্ডের সংখ্যা এখনো কোটির ঘর ছাড়াতে পারেনি। ডেবিট-ক্রেডিট কার্ডসংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে এ তথ্য পাওয়া গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ওই প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ডেবিট কার্ডের সংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ইসলামী ব্যাংক। গত বছর শেষে শরিয়াহভিত্তিক দেশের বৃহত্তম এই ব্যাংকের মোট ডেবিট কার্ডের সংখ্যা ছিল ৮৯ লাখ ৫ হাজার ৩৭৪টি। এই তালিকায় শীর্ষ পাঁচে থাকা অন্য ব্যাংকগুলো হলো যথাক্রমে রাষ্ট্রমালিকানাধীন সোনালী, বেসরকারি ব্র্যাক ও পূবালী ব্যাংক। এর মধ্যে গত বছর শেষে সোনালী ব্যাংকের ডেবিট কার্ডের সংখ্যা ছিল ১৩ লাখ ৮৯ হাজার ৯টি, ব্র্যাক ব্যাংকের ১৩ লাখ ৪৮ হাজার ৫৪টি ও পূবালী ব্যাংকের ১৩ লাখ ২৬ হাজার ১৮৯টি। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত বছর শেষে সরকারি, বেসরকারি ও বিদেশি ৬১টি ব্যাংকের ইস্যু করা মোট ডেবিট কার্ডের সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ২ লাখ ৮৯ হাজার ৮১০টি। এর মধ্যে শীর্ষ পাঁচ ব্যাংকেরই রয়েছে ২ কোটি ৭৫ লাখ ৬৯ হাজার ৮০৩টি, যা মোট ডেবিট কার্ডের প্রায় ৬৮ শতাংশ। অর্থাৎ দেশের ব্যাংকগুলোর গ্রাহকদের মধ্যে ডেবিট কার্ড ব্যবহারকারীদের প্রায় তিনচতুর্থাংশই পাঁচ ব্যাংকের। ব্যাংক খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, কোনো গ্রাহক যখন ব্যাংক হিসাব খোলেন তখন ওই হিসাবের বিপরীতে ব্যাংকগুলো গ্রাহকদের ডেবিট ও প্রিপেইড কার্ড ইস্যু করে। এর বাইরে হিসাব খোলা ছাড়াও গ্রাহকেরা তাঁদের পছন্দের ব্যাংক থেকে ক্রেডিট কার্ড নিতে পারেন। ডেবিট ও প্রিপেইড কার্ড সাধারণত গ্রাহকের জমা অর্থের বিপরীতে লেনদেনে ব্যবহার হয়। আর ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে গ্রাহক মূলত ব্যাংক থেকে ঋণ করে তাঁর প্রয়োজন মেটান। পরে সেই ঋণ শোধ করতে হয়। তবে ব্যাংক খাতে ডেবিট ও ক্রেডিটড়এ দুই ধরনের কার্ডেরই প্রচলন বেশি। দেশে নগদ টাকার লেনদেন কমাতে বিভিন্ন ধরনের কার্ডভিত্তিক লেনদেন ব্যবস্থা চালুর অংশ হিসেবে ব্যাংকগুলো কার্ড ইস্যু করছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ডেবিট কার্ডের দিক থেকে শীর্ষ ১০ ব্যাংকের তালিকায় ষষ্ঠ থেকে দশম অবস্থানে আরও রয়েছে যথাক্রমে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক (ইউসিবি), দি সিটি ব্যাংক, ব্যাংক এশিয়া ও ট্রাস্ট ব্যাংক। এসব ব্যাংকের মধ্যে গত বছর শেষে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ডেবিট কার্ডের সংখ্যা ছিল ১০ লাখ ১৫ হাজার ৮৩৫টি, ইউসিবির ১০ লাখ ১০ হাজার ৯৬৬টি, সিটি ব্যাংকের ৯ লাখ ৮৫ হাজার ৯০০টি, ব্যাংক এশিয়ার ৮ লাখ ৭৯ হাজার ২৯টি ও ট্রাস্ট ব্যাংকের ৫ লাখ ৯৪ হাজার ৬১১টি। দেশে প্রতিবছরই ডেবিট কার্ডের সংখ্যা বাড়ছে। ব্যাংকাররা এটিকে ডিজিটাল লেনদেনের ক্ষেত্রে একটি ভালো অগ্রগতি হিসেবে দেখছেন। তাঁরা বলছেন, কার্ডে লেনদেন যত বাড়বে, নগদ অর্থের ব্যবহার তত কমবে। ফলে টাকা ছাপানোসহ খরচ কমবে। সেই সঙ্গে লেনদেনে অনেক বেশি স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে। কারণ, নগদ অর্থের সব লেনদেনকে ট্র্যাক করা যায় না। কিন্তু কার্ডের লেনদেন নথিভুক্ত থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালে দেশে ডেবিট কার্ডের সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৫২ লাখ ৮৫ হাজার ৮৫৯টি। গত বছর শেষে যা প্রথমবারের মতো চার কোটির ঘর ছাড়িয়েছে। এতে চার বছরের ব্যবধানে ডেবিট কার্ডের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় দেড় কোটি বা ৫৯ শতাংশ। কার্ডের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি কার্ডে লেনদেনের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে। ২০২১ সালে দেশে ডেবিট কার্ডে মোট লেনদেনের পরিমাণ ছিল ১৮ হাজার ৮৭০ কোটি টাকা। গত বছর শেষে এই লেনদেন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৪ হাজার ৩৮৩ কোটি টাকায়। অর্থাৎ পাঁচ বছরের ব্যবধানে ডেবিট কার্ডে লেনদেন বেড়েছে ২৫ হাজার ৫১৩ কোটি টাকা বা ১৩৫ শতাংশ।

বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তারে চীন, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের দৌড়ঝাঁপ

ঢাকা : নতুন সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তারে মরিয়া যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও ভারত। তিস্তা প্রকল্পে বড় অঙ্কের ঋণ সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছে চীন। এদিকে স্থলবন্দর দিয়ে পণ্য আমদানিতে দেয়া নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে ভারত। বাংলাদশে বিনিয়োগে আগ্রহ দেখিয়ে অশুল্ক বাধা দূর করতে বলেছে যুক্তরাষ্ট্র। মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতে জ্বালানি সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে তিন দেশই। এমন প্রেক্ষাপটে দেশের স্বার্থে সরকারকে সিদ্ধান্ত নেয়ার পরামর্শ অর্থনীতিবিদ ড. মাহফুজ কবীরের। আওয়ামী লীগ আমলের শুরুতে পদ্মা সেতুসহ কয়েকটি মেগা প্রকল্পে ঋণ সহায়তা দেয় অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী চীন। তবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলের শেষভাগে ঋণের প্রতিশ্রুতি শূন্যের কোটায় নামায় বেইজিং। একই অবস্থা ভারতের ক্ষেত্রেও। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের তথ্য বলছে, গত পাঁচ অর্থবছরে ভারত নতুন কোন ঋণের প্রতিশ্রুতি দেয়নি। বিপরীতে চীন দিয়েছে ১৪০ কোটি ডলার। মাঝের সময়টায় ছিল না কোনো ঋণ। তবে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে দুই দশমিক এক বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ, ঋণ ও অনুদানের প্রতিশ্রুতি দেয় চীন। গত পাঁচ অর্থবছরে চীনা ঋণের অর্থছাড় হয়েছে ৩৫৩ কোটি ডলার। ভারত করেছে ১২৩ কোটি ডলার। আর ইআরডির হিসেবে সরাসরি ‘ঋণ সহায়তা’ দেয়নি যুক্তরাষ্ট্র। তবে বিএনপি সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর প্রভাবশালী এ তিন দেশের দৌড়ঝাঁপে ক্রমেই পাল্টে যাচ্ছে দৃশ্যপট। গত ৮ মার্চ অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর সঙ্গে বৈঠক শেষে স্থলবন্দর দিয়ে পণ্য আমদানির নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার ইঙ্গিত দেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত প্রণয় ভার্মা।

ওই সময় প্রণয় ভার্মা বলেন, কীভাবে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য বাড়াতে পারি, বাংলাদেশ-ভারতে রফতানি বাড়িয়ে উভয় দেশই আরও নিবিড়ভাবে কাজ করতে পারে তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। একদিন পরই অর্থ মন্ত্রণালয়ে ছুটে যান ঢাকায় নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। তিস্তা প্রকল্প বাস্তবায়নে ঋণ সহায়তার কথা জানান তিনি। চীনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেন, এই মুহূর্তে বাংলাদেশে চীনা ঋণের ১০টির বেশি প্রকল্প চালু আছে। নতুন করে তিস্তা প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এক হাজার শয্যার হাসপাতাল নির্মাণ করতে যাচ্ছে। চীন ও ভারতের এ তৎপরতার মধ্যে পিছিয়ে নেই যুক্তরাষ্ট্রও। অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক সেরেছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন। দীর্ঘমেয়াদে দেশটির কাছে এলএনজি সহায়তা চায় বাংলাদেশ। আলোচনায় প্রাধান্য পায় অশুল্ক বাধা দূর করতে সহকারী মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী পল কাপুরের তাগিদও। বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেন, আমেরিকান বিনিয়োগ এ দেশে আসবে সেটার জন্য দুই একটা প্রতিবন্ধকতার কথা বলেছেন পল কাপুর। সেগুলো দূর করলে বাংলাদেশের জন্য সহজতর হবে, বাংলাদেশের জন্য উর্বর ভূমি হবে। ভারতের বাণিজ্য সম্প্রসারণ, মার্কিন বিনিয়োগ বৃদ্ধি আর চীনের ঋণ সহায়তার প্রতিশ্রুতি-বাংলাদেশ ঘিরে প্রভাবশালী এ তিন দেশের অর্থনৈতিক কূটনীতিকে কাজে লাগাতে সরকারকে সতর্কতার সাথে পদক্ষেপ নেয়ার পরামর্শ দেন অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশে ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের গবেষণা পরিচালক ড. মাহফুজ কবীর। ড. মাহফুজ কবীর বলেন, চলমান প্রকল্পগুলো শেষ করে নতুন প্রকল্প খুঁজে বের করতে হবে। দুই দেশের ভিত্তি হতে হবে জনগণের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক। সেইভাবে কাজ করতে হবে। বাংলাদেশের শীর্ষ ১০ উন্নয়ন সহযোগীর তালিকায় রয়েছে এই তিন দেশই।

যুক্তরাষ্ট্রে মন্দার কবলে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের বাজার

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের পোশাক খাত নানান প্রতিকূলতার মধ্যে যাচ্ছে। বৈশ্বিক বাণিজ্যে অনিশ্চয়তা, পাল্টা শুল্ক, মার্কিন ভোক্তা ব্যয়ে চাপ মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রতিকূলতা এখনো কমেনি। গত বছরের জানুয়ারির তুলনায় চলতি বছরের জানুয়ারিতে সেখানে তৈরি পোশাকের রপ্তানি কমেছে। মার্কিন বাণিজ্য বিভাগের অধীন অফিস অব টেক্সটাইলস অ্যান্ড অ্যাপারেলের (ওটেক্সা) সর্বশেষ পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্র তৈরি পোশাক আমদানি করেছিল ৭ হাজার ১৯৩ মিলিয়ন ডলারের, আর চলতি বছরের জানুয়ারিতে দেশটির আমদানি কমেছে, যা ছিল ৬ হাজার ২২২ মিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ এ সময়ে আগের বছরের তুলনায় আমদানি কমেছে ১৩ দশমিক ৫১ শতাংশ। এ সময়ে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি আয় কমেছে শূন্য দশমিক ৯০ শতাংশ, আর গড় ইউনিট মূল্য কমেছে ২ দশমিক ০৬ শতাংশ।

ওটেক্সার তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশ থেকে পোশাক আমদানির পরিমাণ ছিল ৭৯১ দশমিক ৭৭ মিলিয়ন ডলার, যেখানে ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে তা ছিল ৭৯৮ দশমিক ৯৯ মিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ বছরওয়ারি হিসাবে রপ্তানি মূল্য শূন্য দশমিক ৯০ শতাংশ কমেছে। এ সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানি স্কয়ার মিটার ইকুইভ্যালেন্ট হিসেবে ১৭ দশমিক ০৯ শতাংশ কমেছে। তবে গড় ইউনিট মূল্য ৪ দশমিক ৩১ শতাংশ বেড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের প্রধান প্রতিযোগী দেশগুলোর পোশাক রপ্তানি ও আয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রবণতা দেখা গেছে। দেশগুলোর মধ্যে ভিয়েতনামের রপ্তানি মূল্য ৩ দশমিক ৯ শতাংশ বেড়েছে, আর রপ্তানির পরিমাণ ৩ দশমিক ৭২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও গড় ইউনিট মূল্য শূন্য দশমিক ৬০ শতাংশ কমেছে। যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানিতে চীনকে ছাড়িয়ে ভিয়েতনাম এখন প্রথম অবস্থানে। বাংলাদেশের অবস্থান এখনো তৃতীয় স্থানে।

অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানিতে চীন বড় ধরনের পতনের মুখে পড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে দেশটির পোশাক রপ্তানি মূল্যের দিক থেকে ৬২ দশমিক ৩২ শতাংশ কমেছে, রপ্তানির পরিমাণ ৫১ দশমিক ২৩ শতাংশ কমেছে এবং গড় ইউনিট মূল্য ২২ দশমিক ৭৪ শতাংশ কমেছে। ভারতের রপ্তানি মূল্য ১৮ দশমিক ৩০ শতাংশ কমেছে, রপ্তানির পরিমাণ ১৫ দশমিক ৩৭ শতাংশ কমেছে এবং ইউনিট মূল্য ৩ দশমিক ৪৫ শতাংশ কমেছে। আর পাকিস্তানের রপ্তানি মূল্য ৩ দশমিক ৫০ শতাংশ কমেছে এবং রপ্তানি পরিমাণ ৩ দশমিক ৭৮ শতাংশ কমেছে, তবে গড় ইউনিট মূল্য সামান্য শূন্য দশমিক ২৯ শতাংশ বেড়েছে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan.
Anthem.
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
SWH
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ GROUP
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

ঈদ মোবারক

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউয়ে
বাংলাদেশি মালিকানাধীন

ঘরোয়া রেস্টুরেন্ট

সম্পূর্ণ নতুন ও আকর্ষণীয় সাজে
উদ্বোধন হয়েছে

পরিবার নিয়ে ঘরোয়া পরিবেশে দেশীয় স্বাদের খাবার
উপভোগের জন্য সাদর আমন্ত্রণ

718-262-9100

GHOROA
SWEETS & RESTAURANT
the taste of home

JAMAICA BRANCH
16841 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
718-262-9100

BROKLYN BRANCH
478 McDonald AAve
Brooklyn, NY 11218
718-438-6001

Web : www.ghoroa.com

CATERING

- *Authentic Bangladeshi Catering for All Occasions Celebrating 20+ Years of Flavor, Trust & Tradition*
- *Over 20 years of catering excellence*
- *Served up to 3,000 guests per event*
- *Perfect for Weddings, Corporate Events,*
- *Religious Gatherings & Family Parties*
- *Tri-State & East Coast Delivery - NY, NJ, PA, CT, MA, VA, DC*
- *Full-service catering team with chefs, setup & support*

Trusted to cater weddings and exclusive events at numerous renowned venues and hotels.

Sheraton Hilton Marriott Terrace Park

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকারীদের দায়মুক্তিতে একমত সংসদের বিশেষ কমিটি

ঢাকা : অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে জারি করা ১৩৩টি অধ্যাদেশ পর্যালোচনা শুরু করেছে জাতীয় সংসদের বিশেষ কমিটি। মঙ্গলবার জাতীয় সংসদ ভবনে কমিটির প্রথম বৈঠকে ৪০টি অধ্যাদেশ নিয়ে আলোচনা হয়। এতে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকারীদের দায়মুক্তি দিয়ে জারি করা 'জুলাই গণ অভ্যুত্থান (সুরক্ষা ও দায় নির্ধারণ) অধ্যাদেশ-২০২৬'এর বিষয়ে কমিটি একমত হয়েছে। এটি সংসদে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করবে বিশেষ কমিটি। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে জারি করা অধ্যাদেশগুলো ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম বৈঠকে উপস্থাপন করা হয়। ওই দিনই অধ্যাদেশগুলো পর্যালোচনায় একটি বিশেষ কমিটি গঠন করে সংসদ। পরে অধ্যাদেশগুলো পর্যালোচনা করে আগামী ২ এপ্রিলের মধ্যে কমিটিকে সংসদে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়। অধ্যাদেশগুলো পর্যালোচনায় আগামীকাল বুধবার আবার বৈঠকে বসবে কমিটি। বৈঠক শেষে কমিটির সভাপতি জয়নুল আবেদিন সাংবাদিকদের বলেন, 'বৈঠকে অর্ধেকের কম হবে পরীক্ষানিরীক্ষা করেছি। এর মধ্যে কিছু বিষয়ের ওপর দু-একজন সদস্যের কিছু কিছু মতামত আছে। আমরা বলেছি সেগুলো পরবর্তী সভায় আলোচনা করার জন্য। পরবর্তী সভায় সমাপ্ত না হলে লিখিতভাবে দেওয়ার জন্য বলেছি।'

কমিটির সভাপতি জানান, আবার বৈঠক শুরু হবে। সব কটি যাচাইবাছাই শেষ না হলে আরও বৈঠক হবে। তাঁরা আশা করছেন, ২ এপ্রিলের মধ্যে তাঁরা প্রতিবেদন দিতে পারবেন। পরে কমিটির সভাপতি জয়নুল আবেদিন বলেন, ৪০টির মতো অধ্যাদেশ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে কিছু বিষয়ে ব্যাখ্যার প্রয়োজন। তাই এগুলো স্থগিত রাখা হয়েছে। আগামী বৈঠকে এগুলোসহ অন্যগুলো নিয়ে আলোচনা হবে। বৈঠকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাতটি অধ্যাদেশ নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকের মাঝপথে বের হয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিশেষ কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ সাংবাদিকদের বলেন, ১৩৩টি অধ্যাদেশের বিষয়ে এক বৈঠকে ফয়সালা করা সম্ভব হবে না। আরও কয়েক দফা বৈঠকে বসতে হবে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, অনেক বিষয়ে একমত হওয়া গেছে। 'জুলাই ইনডেমনিটি'র বিষয়ে সবাই পুরোপুরি একমত হয়েছে। যদি সংশোধনী আনতে হয়, সেটা পরে। বৈঠক শেষে আইনমন্ত্রী আসাদুজ্জামান সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, তাঁরা আলোচনার মধ্যে আছেন। তাঁরা এগোচ্ছেন। কতটি বিষয়ে কমিটি একমত হয়েছে, তা এখন বলা যাবে না। যখন প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে, তখন বলা যাবে।

সংবিধান ও গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষাড়এ দুটির মধ্যে বৈপরীত্য এলে কোনটিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে, এমন প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী আসাদুজ্জামান সাংবাদিকদের বলেন, তাঁরা সংবিধান ও জনআকাঙ্ক্ষাড়দুটাকে সমন্বয় করে এগিয়ে যেতে চান। সংবিধান অবশ্যই সবার থেকে এগিয়ে থাকে। বৈঠক শেষে বিশেষ কমিটির সদস্য বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য রফিকুল ইসলাম খান সাংবাদিকদের বলেন, জুলাই যোদ্ধাদের সুরক্ষার বিষয়ে অধ্যাদেশে যেসব বিষয় এসেছে, তাতে তাঁরা একমত। বৈঠকে আলোচনা হওয়া বেশির ভাগ অধ্যাদেশ সুপারিশ আকারে সংসদে উত্থাপনের বিষয়ে কমিটি একমত হয়েছে। সংবিধান ও জুলাই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোনটি প্রাধান্য পাবেড়এমন প্রশ্নের উত্তরে রফিকুল ইসলাম খান বলেন, তাঁরা জুলাই আকাঙ্ক্ষাকে অবশ্যই প্রাধান্য দেবেন। সংবিধান মানুষের

জন্য, সংবিধানের জন্য মানুষ নয়। জুলাই চেতনাকে সমুন্নত রেখে সংবিধানের পরিবর্তনের দরকার হলে পরিবর্তন হবে। দেশের প্রয়োজনে, জনগণের প্রয়োজনে পরিবর্তন হতেই পারে। বৈঠক সূত্র জানায়, প্রথম দিনের বৈঠকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসংশ্লিষ্ট ১টি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সংশ্লিষ্ট ৫টি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সংশ্লিষ্ট ৪টি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ৭টি, ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১টি, প্রবাসীকলাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ১টি, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ৩টি, নারী ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১টি, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ২টি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২টি, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ২টি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ৪টি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ২টি, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়সংশ্লিষ্ট ৫টি অধ্যাদেশ নিয়ে আলোচনা হয়। তবে সব কটি অধ্যাদেশের বিষয়ে বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়নি। কমিটির সদস্য বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামী থেকে নির্বাচিত (সাতক্ষীরা-৪) গাজী নজরুল ইসলাম বলেন, কিছু অধ্যাদেশ হুবহু রাখা, কিছু ক্ষেত্রে কিছু সংশোধন ও কিছু পরিবর্তন করা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আগামী বৈঠকে আরও আলোচনা হবে। তিনি জানান, সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩৩-৩৫ করা যায় কি না, তাঁরা সে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তবে আলোচনা করে এটি ৩২ বছর রাখার বিষয়ে কমিটি একমত হয়। জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর অধ্যাদেশ-২০২৫ হুবহু রাখার বিষয়ে কমিটি একমত হয় বলেও তিনি জানান।

যেসব অধ্যাদেশ নিয়ে আলোচনা : বিশেষ কমিটির বৈঠকে অন্তর্বর্তী সরকারের জারি করা অধ্যাদেশগুলোর মধ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী (সংশোধন) অধ্যাদেশ, মহেশখালী সমন্বিত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, বাংলাদেশ বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ, সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যান্সিয়াল করপোরেশনসহ স্বশাসিত সংস্থাসমূহে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ অধ্যাদেশ, সরকারি চাকরি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, সরকারি চাকরি (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যান্সিয়াল করপোরেশনসহ স্বশাসিত সংস্থাসমূহে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, জাতির পিতার পরিবার-সদস্যগণের নিরাপত্তা (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ, সন্ত্রাসবিরোধী (সংশোধন) অধ্যাদেশ, গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ, মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান প্রতিরোধ ও দমন অধ্যাদেশ, জুলাই গণঅভ্যুত্থান (সুরক্ষা ও দায় নির্ধারণ) অধ্যাদেশ, ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও কৃষিভূমি সুরক্ষা অধ্যাদেশ, বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (সংশোধন) অধ্যাদেশ, বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণ অধ্যাদেশ, বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন করপোরেশ অধ্যাদেশ, বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) অধ্যাদেশ, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, বেসামরিক বিমান চলাচল (সংশোধন) অধ্যাদেশ, বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, প্রটেকশন অ্যান্ড কনজারভেশন অব ফিস (অ্যামেন্ডমেন্ট) প্রটেকশন অ্যান্ড কনজারভেশন অব ফিস (অ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স-২০২৬, জুলাই গণ অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর অধ্যাদেশ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (সংশোধন) অধ্যাদেশ, বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ-২০২৫, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৬, বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট (সংশোধন) অধ্যাদেশ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার (সংশোধন) অধ্যাদেশ, পরিত্যক্ত বাড়ি (সম্পূরক বিধানাবলি) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, বরিশাল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ময়মনসিংহ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, রংপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ এবং স্থানিক পরিকল্পনা অধ্যাদেশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। কমিটির সভাপতি জয়নুল আবেদিনের সভাপতিত্বে জাতীয় সংসদ ভবনের ক্যাবিনেট কক্ষে অনুষ্ঠিত বৈঠকে কমিটির সদস্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাউদ্দিন আহমদ, চিফ হুইপ মো. নুরুল ইসলাম, আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান, মুহাম্মদ ওসমান ফারুক, এ এম মাহবুব উদ্দিন, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী মো. আবদুল বারী , মুহাম্মদ নওশাদ জমির, সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ফারজানা শারমীন, মো. মুজিবুর রহমান, মো. রফিকুল ইসলাম খান এবং জি এম নজরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

পদ্মায় বাসডুবি: ২৩ লাশ উদ্ধার

(প্রথম পাতার পর)

বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ৩ নম্বর ফেরিঘাটে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এ ঘটনায় ২৩জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং আরো অনেক যাত্রী নিখোঁজ রয়েছেন। স্থানীয় ও ঘাট সূত্রে জানা গেছে, কুষ্টিয়ার কুমারখালী থেকে ছেড়ে আসা 'সৌহার্দ্য পরিবহনের' একটি যাত্রীবাহী বাস বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে দৌলতদিয়া ৩ নম্বর ঘাটের পন্টুনে ওঠার চেষ্টা করছিল। এ সময় বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর পদ্মায় পড়ে মুহূর্তেই তলিয়ে যায়। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়দের সহ-য়তায় এখন পর্যন্ত ২৩জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ছাড়া কয়েকজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে গোয়ালন্দ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। আরো অনেক নিখোঁজ রয়েছেন।

নিখোঁজ যাত্রীদের বেশির ভাগই ঈদের ছুটি শেষে কর্মস্থলে ফিরছিলেন বলে জানা গেছে।

"আব্দুর রহমানের বাপ, তোমারে না দেখলে আমার ভালো লাগে না। আমি বাড়ি থাকমু না। কইলো, তোমারে না দেখলে আমার অস্থির লাগে।

"কত করে কইলাম আমি যাই। আমার ডিউটি আছে। ২৯ মার্চ আমার ডিউটি আছে, তোমরা বাড়ি থাক, বউ শুনল না।"

বুধবার সন্ধ্যার আগে আগে পদ্মায় ডুবে যাওয়া যাত্রীবাহী বাস থেকে সাঁতরে বেরিয়ে আসা এ যাত্রী দৌলতদিয়া ফেরি ঘাটের পন্টুনে বসে বিলাপ করছিলেন আর মোবাইল ফোনে বলছিলেন, "এখন আমার কী হবে, কেমনে বঁ-াচমু?"

ডুবে যাওয়া ওই বাসে ছিলেন আব্দুল আজিজ এবং তার স্ত্রী ও সন্তান আব্দুর রহমান। যাদের মত আরও অনেকেই বাস থেকে বের হতে পারেননি। হৃদয়বিদারক এ ঘটনা ঘটে রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ফেরি ঘাটে; যাতে সলিল সমাধি ঘটে অন্তত ২৩ জনের। এর মধ্যে ১১ জন নারী, ৪ জন পুরুষ এবং ৮ জন শিশু রয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য ও ভিডিওতে দেখা যায়, ঘাটের ৩ নম্বর পন্টুনে ফেরিতে ওঠার অপেক্ষায় ছিল কুষ্টিয়া থেকে ছেড়ে আসা যাত্রীবাহী বাসটি। হঠাৎ এটি চলতে শুরু করে। চালক তখন আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি। এটি পন্টুন পেরিয়ে উল্টে পদ্মায় পড়ে; সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে যায় নদীতে।

ডুবন্ত বাসটি থেকে আব্দুল আজিজসহ কয়েকজন সাঁতরে বরে হতে পারলেও বেশির ভাগ যাত্রী আটকা পড়ে যান। ছয় ঘণ্টা চেষ্টায় পরে উদ্ধারকারী জাহাজ নদীর গভীর থেকে বাসটি টেনে তুলতে শুরু করলে একে একে লাশের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

বিকাল ৫টার দিকের এ ঘটনার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস এসে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। বিআইডব্লিউটিএ এর উদ্ধারকারী জাহাজ 'হামজা' এসে উদ্ধার অভিযানে যোগ দেয়। ফায়ার সার্ভিসের সঙ্গে বিআইডব্লিউটিএর কর্মী, পুলিশ, সেনা ও স্থানীয় প্রশাসন উদ্ধার কাজ শুরু করে।

কুষ্টিয়া থেকে ছেড়ে আসা সৌহার্দ্য পরিবহনের বাসটি দৌলতদিয়া ঘাট হয়ে ঢাকায় ফিরছিল। কুষ্টিয়া থেকে ছয়জন যাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু করা বাসটি পথে আরও যাত্রী তোলায় এতে অন্তত ৫০ জনের বেশি লোকজন থাকার তথ্য পাওয়া যায়।

মর্মান্তিক এ দুর্ঘটনায় আনন্দের ঈদ শেষে ফিরতি যাত্রা বিষাদে পরিণত হয়েছে। অনেক হারিয়েছেন তাদের স্বজনদের। এখনও নিখোঁজের সংখ্যা কত তা স্পষ্ট নয়। কাজে যোগ দিতে বাসের বেশির ভাগ যাত্রী পরিবারের সদস্যসহ ঢাকায় ফিরছিলেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

দুর্ঘটনার পরপরই শুরু হয় ঝড়-বৃষ্টি। এতে বাধাগ্রস্ত হয় উদ্ধার কাজ। রাত সোয়া ১১টার দিকে পানির গভীর থেকে বাসটি টেনে তুলতে শুরু করে উদ্ধারকারী জাহাজ হামজা। বাসটি দৃশ্যমান হতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে লাশের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

নিহতরা হলেন: রাজবাড়ী পৌরসভার ভবানীপুর গ্রামের মৃত ইসমাঈল হোসেন খানের স্ত্রী রেহেনা আক্তার (৬১), রাজবাড়ী পৌরসভার সজ্জনকান্দা গ্রামের মৃত ডা. আবদুল আলীমের মেয়ে জহুরা অন্তি (২৭), রাজবাড়ী পৌরসভার সজ্জনকান্দা গ্রামের কাজী মুকুলের ছেলে কাজী সাইফ (৩০), গোয়ালন্দ উপজেলার চর বারকিপাড়া গ্রামের রেজাউল করিমের স্ত্রী মর্জিনা আক্তার (৩২), গোয়ালন্দ উপজেলার চর বারকিপাড়া গ্রামের রেজাউল করিমের মেয়ে সাফিয়া আক্তার রিস্থি (১২), কালুখালী উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের বিল্লাল হোসেনের ছেলে ফাইজ শাহানূর (১১), রাজবাড়ী পৌরসভার সজ্জনকান্দা গ্রামের কেবিএম মুসাব্বিরের ছেলে তাজবিদ (৭), বালিয়াকান্দি উপজেলার পশ্চিম খালখোলা গ্রামের আরব খানের ছেলে গাড়িচালক আরমান খান (৩১), কালুখালী উপজেলার মদেন্দ্রপুর ইউনিয়নের বেলগাছি গ্রামের আব্দুল আজিজের স্ত্রী নাজ-মিরা জেসমিন (৩০), রাজবাড়ী সদর উপজেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামের সোবাহান মণ্ডলের মেয়ে লিমা আক্তার (২৬), রাজবাড়ী সদর উপজেলার বড় চর বেনিনগর গ্রামের মান্নান মণ্ডলের স্ত্রী জোসনা (৩৫), রাজবাড়ী পৌরসভার সোহেল মোল্লার মেয়ে সোহা আক্তার (১১), কালুখালী উপজেলার মহেন্দ্রপুর গ্রামের আব্দুল আজিজের ছেলে আব্দুর রহমান (৬), রাজবাড়ী সদর উপজেলার আগমারাই গ্রামের শরিফুল ইসলামের ছেলে সাবিত হাসান

(৮), রাজবাড়ী সদর উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের ইসমাইল হোসেন খানের ছেলে আহনাফ তাহমিদ খান (২৫), গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার নোয়াধা গ্রামের মৃত জাহাঙ্গীর আলমের স্ত্রী মুক্তা খানম (৩৮), কুষ্টিয়া পৌরসভা মজমপুর গ্রামের মো. আবু বক্কর সিদ্দিকের স্ত্রী মর্জিনা খাতুন (৫৬), কুষ্টিয়া সদরের খাগড়-বাড়ীয়া গ্রামের হিমাংশু বিশ্বাসের ছেলে রাজীব বিশ্বাস (২৮), কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার ধুশুন্দু গ্রামের দেলোয়ার হোসেনের ছেলে ইস্রাফিল (৩), কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার সমসপুর গ্রামের গিয়াসউদ্দিন রিপনের মেয়ে আয়েশা সিদ্দিকা (১৩), দিনাজপুরের পার্বতীপুর উপজেলার মথুয়ারাই গ্রামের মৃত নূর ইসলামের স্ত্রী নাছিমা (৪০), ঢাকা জেলার আশুলিয়া উপজেলার বাগধুনিয়া পালপাড়া গ্রামের মো. নুরুজ্জামানের স্ত্রী আয়েশা আক্তার সুমা (৩০), ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার খন্দকবা-ড়িয়া গ্রামের নুরুজ্জামানের ছেলে আরমান (৭ মাস)।

আহাজারি

স্ত্রী-সন্তানকে পানিতে বাসের মধ্যে রেখে বের হয়ে আসা আব্দুল আজিজের মত যাত্রীদের আহাজারিতে ভারি হয়ে ওঠে দৌলতদিয়া ফেরি ঘাটের পরিবেশ।

তার মত চোখের সামনে স্ত্রী-সন্তানসহ বাসটি পদ্মায় ডুবতে দেখেন নুরুজ্জামান। দৌলতদিয়া ফেরি ঘাটে আসার পর তিনি ছোট সন্তানকে নিয়ে বাস থেকে নেমে যান। তার স্ত্রী বড় সন্তানকে নিয়ে গাড়িতেই ছিলেন।

নিখোঁজদের মধ্যে রয়েছেন কুষ্টিয়ার শৈলকুপা উপজেলার বাসিন্দা নুরুজ্জামানের স্ত্রী ও এক সন্তান।

রাত ১০টার দিকে তিনি জানান, রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ফেরি ঘাটে আসার পর নুরুজ্জামান তার চার বছরের বড় মেয়েকে নিয়ে বাস থেকে নেমে যান। স্ত্রী সাত মাসের ছেলে সন্তানকে নিয়ে গাড়িতেই ছিলেন। গাড়িটি তখন ফেরিতে উঠার জন্য পন্টুনে আসে।

নুরুজ্জামান বলেন, "তখনি বাসটি পন্টুন থেকে চলন্ত অবস্থায় নদীতে পড়ে যায়। ভাই, বাসে আমার স্ত্রী-সন্তান ছিল। তারা বের হতে পারেনি।"

নুরুজ্জামান স্ত্রী ও ছেলে সন্তানের খোঁজে দৌলতদিয়া ঘাটেই অবস্থান করছেন। তিনি বলছিলেন, ঈদের ছুটি শেষে ঢাকার ফেরার জন্য তিনি, তার স্ত্রী ও দুই সন্তান কুষ্টিয়ার কুমারখালী থেকে সৌহার্দ্য পরিবহনের বাসটিতে চড়েছিলেন। পথে বেশ কয়েকটি জায়গায় আরও যাত্রী ওঠেন।

উদ্ধারে দেরিতে ক্ষোভ, ঝড়-বৃষ্টিতে ব্যাহত উদ্ধার

উদ্ধার কাজ শুরু হতে দেরি হওয়ায় ঘাটে উপস্থিত স্বজনসহ অন্যরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তাদের অভিযোগ, ২০০ মিটার দূরে থাকা উদ্ধারকারী জাহাজ আসতে দেড় ঘণ্টা পেরিয়ে যায়।

অপরদিকে দৌলতদিয়া ফেরি ঘাটে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পদ্মা নদীতে বাস তলিয়ে যাওয়ার পর পরই ব্যাপক ঝড় আর বৃষ্টি শুরু হয়। এর ফলে সেখানে উদ্ধারকাজে দেরি হয়। গোয়ালন্দ ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের একটি ইউনিট এবং আরিচা স্টেশনের একটি ডুবুরি ইউনিট উদ্ধার কাজ শুরু করে। ঢাকা ও ফরিদপুর থেকে আরো দুটি ডুবুরি ইউনিট যোগ দেয় পরে।

বাসটি নদীতে পড়ে যাওয়ার বেশ কিছু ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়েছে। এর মধ্যে একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে- বাসটি ফেরিতে ওঠার অপেক্ষায় পন্টুনে ছিল। ফেরিটি পন্টুনে যুক্ত ছিল। ফেরিতে যাত্রী ও যানবাহন ছিল। চলন্ত বাসটি মুহূর্তের মধ্যে পন্টুন থেকে নদীতে পড়ে যায়।

আরেকটি ভিডিওতে দেখা যায়, বাসটি পড়ার মুহূর্তে পন্টুন ও ফেরিতে থাকা লোকজন সেদিকে দৌড়ে যান। বাসটি ডুবে যাওয়ার পর সেখান থেকে কয়েকজন ভেসে ওঠেন। তখন পন্টুন ও ফেরিতে থাকা লোকজন তাদের দিকে রশি ও লাইফবয় ফেলেন। তারা সেটি দিয়ে ধরে ওঠে আসেন।

ছয় ঘণ্টার পর দৃশ্যমান বাস

রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ফেরি ঘাটে পদ্মা নদীতে ডুবে যাওয়া বাসটিকে উদ্ধারকারী জাহাজ 'হামজা'র মাধ্যমে তুলে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে।

বাসটি নদীর ৭০ থেকে ৮০ ফুট গভীরে ছিল জানিয়ে ফায়ার সার্ভিসের ফরিদপুর স্টেশনের সহকারী পরিচালক মো. বেলাল উদ্দিন বলেন, "হামজার মাধ্যমে বাসটিকে তুলে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। বৃষ্টি, বজ্রপাত আর নদীর ঢেউয়ের কারণে উদ্ধারকাজ কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। আশা করি, দ্রুতই বাসটিকে উদ্ধার করা যাবে।"

বুধবার রাত সোয়া ১১টার দিকে বাসটির সামনে অংশ নদীর উপরে উঠে আসে। চালকের আসনের অংশটি দেখা যাচ্ছিল। বাকিটুকু পানির নিচে ছিল। বাসে হাতে থাকা ব্যাগ, স্কুল ব্যাগ, জুতা ইত্যাদি দেখা যাচ্ছিল।

কী ঘটেছিল

বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নদীতে পড়ে যাওয়ার সময় পন্টুনে উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে ওই সময় কী ঘটেছিল তার কিছুটা জানা যায়।

সৌহার্দ্য পরিবহনের ওই বাসের একজন যাত্রী আবদুস সালামের বরাতে প্রথম আলো লিখেছে, ঢাকায় আসতে রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ঘাট থেকে এ বাসে উঠেছিলেন। কিন্তু ঘাটে ফেরি আসতে দেরি হওয়ায় বাস থেকে নেমে বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন।

দুর্ঘটনার পর রাতে দৌলতদিয়ার সৈদাল পাড়ার বাসিন্দা আবদুস সালামকে ফেরিঘাটে পাওয়া যায়। ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, ফেরিঘাটের পন্টুনে ওঠার সড়কে গা-ড়িটি দাঁড়ানো ছিল। এ সময় ফেরি এসে ঘাটে ভেড়ামাত্র হঠাৎ বাসটি চলতে শুরু করে সরাসরি নদীতে চলে যায়। চালক অনেক চেষ্টা করেও গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি।

বেসরকারি টেলিভিশন স্টেশন সময় টিভি দুর্ঘটনার ওই সময়ের বর্ণনা দিয়েছে দৌলতদিয়া ফেরি ঘাটে দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিবহনের ঘাট তত্ত্বাবধায়ক মো. মনির হোসেনের বরাতে।

আক্ষেপ করে ওই কর্মকর্তা বলেন, "চোখের সামনে ডুবে গেল বাসটি, কিছুই করতে পারলাম না।"

তিনি বলেন, "বিকাল ৫টার কিছু পর সৌহার্দ্য পরিবহনের যাত্রীবাহী বাসটি দৌলতদিয়ার তিন নম্বর ঘাটে আসে। এ সময় ঘাটে থাকা একটি ফেরি যানবাহন নিয়ে মানিকগঞ্জের পাটুরিয়ার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়। অল্পের জন্য তাতে উঠতে না পারায় অপর ফেরির জন্য বাসটি অপেক্ষা করছিল। ফেরির ধাক্কায় নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে বাসটি পদ্মা নদীতে পড়ে যায়।"

স্থানীয় ও বেঁচে যাওয়া বাসের আরোহীদের ভাষ্যমতে, ওই বাস থেকে পাঁচ থেকে সাত যাত্রী শুরুতেই বের হতে পেরেছেন।

বিআইডব্লিউটিসি আরিচা কার্যালয়ের নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ রবিউল আলম বলেন, "ঢাকাগামী বাসটিতে অন্তত ৪০ এর অধিক যাত্রী ছিল বলে জানতে পেরেছি। হতাহতের শঙ্কা আছে। পরে বিস্তারিত বলতে পারব।"

একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, বাসটি কুষ্টিয়ার কুমারখালী থেকে ঢাকা যাচ্ছিল। ঘাটে এসে বাসটি অ্যাপ্রোচ সড়কে ছিল। সেখান থেকে পন্টুনে ওঠার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পদ্মা নদীতে পড়ে যায়। ডুবে যাওয়া বাসটি থেকে পাঁচ থেকে সাতজন সাঁতরে তীরে উঠে আসেন।

বাসটিতে কতজন যাত্রী ছিল- এ ব্যাপারে জানতে চাইলে ঘাটের কেউ সুনির্দিষ্ট তথ্য দিতে পারেননি। তবে প্রত্যক্ষদর্শীদের ধারণা, বাসটিতে হয়ত ৪০ জনের মত ছিলেন।

বাসটি নদীতে পড়ে যাওয়ার বেশ কিছু ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়েছে। এর মধ্যে একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে- বাসটি ফেরিতে ওঠার অপেক্ষায় পন্টুনে ছিল। ফেরিটি পন্টুনে যুক্ত ছিল। ফেরিতে যাত্রী ও যানবাহন ছিল। চলন্ত বাসটি মুহূর্তের মধ্যে পন্টুন থেকে নদীতে পড়ে যায়।

আরেকটি ভিডিওতে দেখা যায়, বাসটি পড়ার মুহূর্তে পন্টুন ও ফেরিতে থাকা লোকজন সেদিকে দৌড়ে যান। বাসটি ডুবে যাওয়ার পর সেখান থেকে কয়েকজন ভেসে ওঠেন। তখন পন্টুন ও ফেরিতে থাকা লোকজন তাদের দিকে রশি ও লাইফবয় ফেলেন। তারা সেটি দিয়ে ধরে ওঠে আসেন।

দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে দুটি পৃথক তদন্ত কমিটি

এদিকে দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে সরকার দুটি পৃথক তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। একটির নেতৃত্বে আছেন রাজবাড়ীর অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং অপরটির নেতৃত্বে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মহিদুল ইসলাম। কমিটি দুটিকে তিন কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নৌপরিবহন ও সেতু প্রতিমন্ত্রী রাজিব আহসান জানিয়েছেন, নিহতদের দাফনের জন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিবার প্রতি প্রাথমিকভাবে ২৫ হাজার টাকা এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য ১৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর স্থায়ী পুনর্বাসনের বিষয়ে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করবে। বর্তমানে উদ্ধার অভিযান ও নিহতের নাম-পরিচয় শনাক্তের কাজ চলমান রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর থেকেই সার্বক্ষণিক খোঁজ-খবর রাখছেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন। নিখোঁজদের সন্ধানে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও উদ্ধারকারী দল তল্লাশি অব্যাহত রেখেছে।

সিলেট সীমান্তে পাচারকারী চক্র ফের সক্রিয়
মানব পাচারে সীমান্তে ডবল নেটওয়ার্ক

ঢাকা : সিলেট সীমান্তের এপার-ওপারে গড়ে উঠেছে শক্তিশালী মানব পাচার নেটওয়ার্ক। এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রতিদিন নারী-পুরুষ ও শিশুদের দুই দেশেই ভারতে পাচার করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দলটির অনেক নেতা-কর্মী এই সীমান্ত দিয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন ভারতে। আর সীমান্তে সাবেক বিচারপতি শামসুদ্দিন মানিক আটকের পর আলোচনায় আসে মানব পাচারের এই নেটওয়ার্ক। এরপর সীমান্তে কড়াকড়ির কারণে কিছুদিন ওই চক্র কিছুটা নিষ্ক্রিয় থাকলেও ফের বেড়েছে তাদের তৎপরতা। ঈদের ছুটিতে সীমান্তে বাংলাদেশি ২২ নাগরিক আটকের পর আবারও আলোচনায় এসেছে মানব পাচারের এই নেটওয়ার্ক। ইতোমধ্যে র্যাব ও পুলিশ পাচারকারী চক্রের কয়েকজন সদস্যকে গ্রেপ্তারও করেছে। কাজের লোভ দেখিয়ে বাংলাদেশ থেকে নারীদের ভারতে নিয়ে বিক্রি করে দেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে এই চক্রের সদস্যদের বিরুদ্ধে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সিলেট সীমান্তের জৈন্তাপুর ও গোয়াইনঘাট সীমান্ত ঘিরে বেশ কয়েকটি পাচারকারী চক্র রয়েছে। চোরাকারবারের পাশাপাশি ওই চক্রটি মানব পাচারও করে থাকে। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে কাজের সন্ধানে ঢাকায় আসা নারীদের টার্গেট করে ওই চক্রের সদস্যরা। দেশের চেয়ে ভারতে ভালো চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ঢাকায় থাকা পাচারকারী চক্রের সদস্যরা তাদের সিলেট পাঠায়। এরপর সিলেটের পাচারকারীরা তাদের সীমান্ত পেরিয়ে ওই চক্রের ভারতীয় সদস্যদের হাতে তুলে দেয়। পাচারের শিকার হওয়া নারীদের একটি অংশ বিক্রি করে দেওয়া হয় ভারতের বিভিন্ন আবাসিক হোটেলে। আর কোনো কোনো নারী ও পুরুষকে আটকে রেখে বাধ্য করা হয় কঠিন পরিশ্রমের কাজে। খোঁজ নিয়ে আরও জানা গেছে, ভারতের আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা, কেরালা ও রাজস্থানসহ বিভিন্ন রাজ্যে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি অবৈধভাবে বসবাস করছেন। কাজের খোঁজে এসব রাজ্যে গিয়ে বছরের পর বছর ধরে তারা সেখানে অবৈধভাবে থাকছেন। এসব বাংলাদেশিরা দেশে ফেরা ও ভারতে ফিরে যাওয়ার সময় আশ্রয় নেন পাচারকারী চক্রের সদস্যদের। সীমান্তের এপার-ওপারে থাকা চক্রটির সদস্যরা দুই দেশের সীমান্তরক্ষীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে তাদের সীমান্ত পার করে দেয়। তবে মাঝে মধ্যে ওপারে বিএসএফ ও এপারে বিজিবির হাতে ধরাও পড়েন অনুপ্রবেশকারীরা। গত রবিবার সিলেটের জৈন্তাপুর থানাধীন ডিবির হাওর সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশের সময় নারী ও শিশুসহ ১৮ জনকে আটক করে পুলিশ। এ সময় পাচারকারী চক্রের দুই সদস্যকেও আটক করা হয়। আটককৃত সবার বিরুদ্ধে মানব পাচার আইনে মামলা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জৈন্তাপুর থানার ওসি মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান মোল্লা। এর আগে গত শুক্রবার গোয়াইনঘাট উপজেলার প্রতাপপুর সীমান্ত ফাঁড়ির আওতাধীন নকশিপুঞ্জি মন্দিরঘাট এলাকা থেকে দুই তরুণী ও মানব পাচারকারী চক্রের এক সদস্যকে আটক করে বিজিবি। মানব পাচারকারী চক্রের সদস্য গোয়াইনঘাট উপজেলার পান্তুমাই গ্রামের মো. জয়েন উদ্দিনের ছেলে আফছর দিনাজপুর ও মাদারীপুরের ওই দুই তরুণীকে ভারতে পাচারের চেষ্টা করছিলেন বলে জানিয়েছেন বিজিবি ৪৮ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. নাজমুল হক।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান যুদ্ধে নতুন মোড়

(প্রথম পাতার পর)

ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি জানান, 'তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। প্রায় সব বিষয়েই আমরা একমত হতে পেরেছি।' অন্যদিকে ইরান বলছে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের কোনো আলোচনা হয়নি। পাশাপাশি পূর্ণাঙ্গ বিজয় পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি)। এর আগে শনিবার হরমুজ প্রণালি খুলে দিতে ইরানকে ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেন ট্রাম্প। প্রণালি খুলে না দিলে ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলার হুমকি দেন তিনি। তবে আলটিমেটামের সময় শেষ হওয়ার আগেই সোমবার পাঁচ দিনের জন্য হামলার পরিকল্পনা স্থগিত করেন ট্রাম্প। এদিকে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সংঘাত নিরসনে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করছে পাকিস্তান। মধ্যপ্রাচ্যে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উত্তেজনার মধ্যেই কূটনৈতিক অগ্রগতির ইঙ্গিত দিয়েছেন ট্রাম্প। ফ্লোরিডার একটি বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প বলেন, 'তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। একই সঙ্গে দীর্ঘদিনের বৈরিতা কাটিয়ে প্রধান কিছু বিষয়ে ঐকমত্যের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। বিষয়গুলো কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, সেটাই এখন দেখার। তবে প্রধান প্রধান ইস্যুতে ঐকমত্যের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। এমনকি প্রায় সব বিষয়েই আমরা একমত হতে পেরেছি।' তিনি আরও বলেন, 'ইরান একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে আগ্রহী এবং যুক্তরাষ্ট্রও একই লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে। সম্ভবত আজ ফোনে আবারও কথা হবে।'

এর আগে শনিবার হরমুজ প্রণালি খুলে দিতে ইরানকে ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেন ট্রাম্প। নয়তো তাদের বিদ্যুৎ অবকাঠামো লক্ষ্য করে হামলা চালানো হবে। তবে ইরানের সঙ্গে গত দুই দিন বেশ ভালো আলোচনা হয়েছে বলে দাবি করে সোমবার বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলার পরিকল্পনা পাঁচ দিনের জন্য স্থগিত করার ঘোষণা দেন ট্রাম্প। কিন্তু ট্রাম্পের এ দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে ইরান জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের কোনো আলোচনা হয়নি। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি বলেন, 'ট্রাম্প মূলত সময়ক্ষেপণ এবং জ্বালানির মূল্য কমানোর জন্য এমন কথা বলেছেন। যখন সময় আসবে তখন তিনি তার সামরিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবেন।' তিনি আরও বলেন, 'এ অঞ্চলের দেশগুলো উত্তেজনা হ্রাসে উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে তাদের যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত। কারণ তারাই যুদ্ধ শুরু করেছে।' এদিকে পূর্ণাঙ্গ বিজয় না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে আইআরজিসি। বাহিনীটির খাতাম-আল আম্বিয়া সেন্ট্রাল হেডকোয়ার্টার্সের কর্মকর্তা আলী আবদুল্লাহি আলিয়াবাদি বলেন, 'ইরানের অখণ্ডতা রক্ষায় দেশটির শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গর্বিত, বিজয়ী এবং অবিচল। পূর্ণাঙ্গ বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত এ পথচলা অব্যাহত থাকবে।' এদিকে ট্রাম্পের দাবির পরপরই ইসরায়েলে দফায় দফায় মিসাইল ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইরান। ১০ ঘণ্টার কম সময়ে ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে সাত দফা মিসাইল হামলা চালানো হয়। তেল আবিব, হাইফা, ডিমোনাকে লক্ষ্য করে চালানো এসব হামলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। হামলার ভিডিওতে দেখা গেছে বিভিন্ন ভবন বিধ্বস্ত, আগুন ও কালো ধোঁয়া উড়ছে। ইসরায়েলের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ৪ হাজার ৮২৯ জন আহত হয়েছে। এর মধ্যে ১১১ জন এখনো হাসপাতালে ভর্তি আছে এবং ১২ জনের অবস্থা গুরুতর।

জবাবে ইরানের রাজধানী তেহরান ও ইসপাহানে ৫০টির বেশি লক্ষ্যবস্তুতে বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। আইডিএফ দাবি করেছে, ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণস্থল ও অন্যান্য সামরিক স্থাপনায় এসব হামলা চালানো হয়েছে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইরানে ৩ হাজারের বেশি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছে ইসরায়েল। ইরান-যুক্তরাষ্ট্র সংঘাতে মধ্যস্থতায় পাকিস্তান : মধ্যপ্রাচ্যে ইরান-যুক্তরাষ্ট্রের উত্তেজনা যখন নতুন মোড় নিচ্ছে, তখন সম্ভাব্য মধ্যস্থতাকারী হিসেবে প্রেক্ষাপটে আসছে পাকিস্তান। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের খবরে ইঙ্গিত মিলছে, চলমান সংঘাত নিরসনে ইসলামাবাদ সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার চেষ্টা করছে। ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস ও অ্যাক্সিওসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের সম্ভাব্য বৈঠকের জন্য নিজেদের রাজধানী ইসলামাবাদকে ভেন্যু হিসেবে প্রস্তাব করেছে পাকিস্তান। যদিও এ বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি ওয়াশিংটন বা তেহরান। তবে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের অনেকের কাছে পাকিস্তানের এমন উদ্যোগ অপ্রত্যাশিত নয় বলেই মনে করা হচ্ছে। বিশ্লেষকদের মতে ইরানের সঙ্গে ঐতিহাসিকভাবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছে পাকিস্তান। একই সঙ্গে হোয়াইট হাউসে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদকালে তাঁর প্রশাসনের সঙ্গেও উষ্ণ সম্পর্ক ধরে রাখে ইসলামাবাদ। ইরানের নতুন নিরাপত্তাপ্রধান বাকের জোলকাদর : ইরানের নতুন নিরাপত্তাপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মোহাম্মদ বাকের জোলকাদর। ইসরায়েলের হামলায় নিহত আলী লারিজানির স্থলাভিষিক্ত হলেন তিনি। ইরানের প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা আইআরএনএ এ কথা জানিয়েছে। বাকের জোলকাদর বিভিন্ন সময় সামরিক, বেসামরিক এবং বিচারিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে শীর্ষ পর্যায়ের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইরান-ইরাক যুদ্ধে ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোরের (আইআরজিসি) একটি ডিভিশন পরিচালনা করার পর তাঁর উত্থান ঘটে। ওই সময় তাঁকে ইরাকের কুর্দিসহ সীমান্তবর্তী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এরপর কয়েক বছরের জন্য বিপ্লবী গার্ডের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড হয়ে ওঠেন বাকের জোলকাদর। সম্প্রতি তিনি এক্সপেডিয়েন্সি ডিসার্নমেন্ট কাউন্সিলের দায়িত্ব পান। এ কাউন্সিল ইরানের সর্বোচ্চ নেতাকে পরামর্শ দেয় এবং দেশটির পার্লামেন্ট ও গার্ডিয়ান কাউন্সিলের মধ্যে মধ্যস্থতার কাজ করে। শান্তি প্রতিষ্ঠায় 'সম্মিলিত' উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান মোদির : মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাতের কারণে বৈশ্বিক জ্বালানি, বাণিজ্য এবং ভারতের স্বার্থের ওপর ক্রমবর্ধমান প্রভাবের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সংঘাত নিরসন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় সংলাপের জন্য 'সম্মিলিত' উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মোদি। তিনি জোর দিয়ে বলেন, ভারতের সংসদ থেকে বিশ্বের উদ্দেশে শান্তি ও সংলাপের পক্ষে একটি ঐক্যবদ্ধ বার্তা যাওয়া জরুরি।

যুক্তরাষ্ট্রের ১৫ দফা শান্তি প্রস্তাবের শর্ত

চলমান মার্কিন-ইসরায়েল ও ইরানের যুদ্ধ শেষ করতে যুক্তরাষ্ট্র একটি ১৫ দফা প্রস্তাব তৈরি করেছে। নিউইয়র্ক টাইমসের তথ্য অনুযায়ী, দুই বেনামি কর্মকর্তা জানিয়েছেন এই প্রস্তাব পাকিস্তান সরকারের মাধ্যমে ইরানকে পাঠানো হয়েছে। মূলত ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি সীমিত করা ও হরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলে দেওয়ার শর্তই এই পরিকল্পনার কেন্দ্রে রয়েছে। ইসরায়েলের চ্যানেল ১২ জানিয়েছে, এই কাঠামো গৃহীত হলে দুই পক্ষ এক মাসের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করতে পারে। এরপর এই কাঠামোর ভিত্তিতে একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তির আলোচনা শুরু হবে। চুক্তির অংশ হিসেবে ইরান সব ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম বন্ধ করতে এবং সব সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম হস্তান্তর করতে রাজি হবে। এই ১৫ দফা প্রস্তাবে ইরানকে তার বিদ্যমান পারমাণবিক সক্ষমতা ভেঙে দিতে হবে, পারমাণবিক অস্ত্র কখনো না বানানোর প্রতিশ্রুতি দিতে হবে, ইরানের মাটিতে কোনো ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ থাকবে না এবং হরমুজ প্রণালি সর্বদা উন্মুক্ত রাখতে হবে।

হরমুজ প্রণালির বিষয়ে কড়া শর্ত রাখার কারণ হলো ইরানের আংশিক অবরোধে আন্তর্জাতিক জ্বালানির দাম রেকর্ড উচ্চতায় উঠে গেছে। বিশ্বের মোট তেল ও গ্যাসের এক পঞ্চমাংশ এই প্রণালি দিয়ে পরিবাহিত হয়। আলোচনার নেতৃত্বে রয়েছেন ট্রাম্পের মধ্যপ্রাচ্য দূত স্টিভ উইটকফ ও জামাতা জেরেড কুশনার। উল্লেখযোগ্য যে ইসরায়েল এই আলোচনায় অংশ নিচ্ছে না। ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ট্রাম্প দাবি করেছেন, ইরান পারমাণবিক অস্ত্র না রাখতে রাজি হয়েছে এবং হরমুজ সংক্রান্ত একটি 'গুরুত্বপূর্ণ উপহার' পাঠিয়েছে। তিনি জানান, ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্স, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও, উইটকফ ও কুশনার এই আলোচনার নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ট্রাম্প শাসন পরিবর্তনের বিষয়েও মন্তব্য করলেন। তিনি বলেন, 'এটাই আমাদের কাছে আসল শাসন পরিবর্তন। কারণ নেতারা সবাই সেই পুরনোদের চেয়ে অনেক আলাদা যারা এসব সমস্যা তৈরি করেছিলেন।'

৯২ শতাংশ মার্কিন নাগরিক ইরান যুদ্ধ বন্ধের পক্ষে

ইরান যুদ্ধ যত দ্রুত সম্ভব শেষ করার পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের ৯২ শতাংশ নাগরিক। শুধু সমর্থনই নয়, তারা বিষয়টি জরুরি মনে করেন। সিবিএস নিউজ ও ইউগভের নতুন জরিপ থেকে এই মতামত জানা গেছে। গত ১৭ থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত অনলাইনে জরিপটি পরিচালনা করা হয়েছে। এতে ৩ হাজার ৩৩৫ প্রাপ্তবয়স্ক মার্কিন নাগরিক মতামত দিয়েছেন। জরিপে অংশ নেওয়াদের ৮০ শতাংশ মার্কিন নাগরিক ইরানের জনগণের নিরাপত্তা, ৭৩ শতাংশ ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি বন্ধ এবং ৬৮ শতাংশ অন্য দেশের বিরুদ্ধে ইরানের হুমকি বন্ধের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। অপরদিকে ইরানের শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন নিয়ে মার্কিন জনমত বিভক্ত। ৪৯ শতাংশ মানুষ ইরানপন্থি নেতৃত্ব চান, অন্যদিকে ৫১ শতাংশ এর প্রয়োজনীয়তা দেখছেন না। দুই-তৃতীয়াংশ নাগরিক মনে করেন, ইরানের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধ যতটা না প্রয়োজন ছিল, তার চেয়ে বেশি ইচ্ছাকৃত।

এ ছাড়া জরিপে অংশগ্রহণকারী ৬০ শতাংশ মার্কিন নাগরিক ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছেন, যা চলতি মাসের শুরুতে ছিল ৫৬ শতাংশ। প্রায় ৬৮ শতাংশ মানুষ মনে করেন, ট্রাম্প প্রশাসন এই যুদ্ধের লক্ষ্য স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেনি। এ ছাড়া ৫৭ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, যুদ্ধ আমেরিকার জন্য খারাপ দিকে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে ৬৬ শতাংশ মানুষ এটাকে 'ইচ্ছাকৃত যুদ্ধ' এবং ৩৪ শতাংশ 'প্রয়োজনীয় যুদ্ধ' বলে মনে করেন।

বিশ্ববাজারে সোনার দরপতন

বাংলাদেশ ডেস্ক : আন্তর্জাতিক বাজারে স্বর্ণের দামে দরপতন দেখা গেছে। একদিনে ২ দশমিক ৩৬ শতাংশ পতন হয়েছে। ফলে প্রতি আউন্স সাড়ে ৪ হাজার ডলারের নিচে নেমে এসেছে। বিশ্বজুড়ে স্বর্ণ ও রুপার দামের নির্ভরযোগ্য ওয়েবসাইট 'গোল্ডপ্রাইস' সূত্রে জানা যায়, সব শেষ আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি আউন্স স্বর্ণের দাম ১০৯ ডলার কমে ৪ হাজার ৪৯৪ ডলার নেমে এসেছে। একদিন আগে ছিল ৪ হাজার ৬০০ ডলারের ওপরে ছিল। এছাড়া এক সপ্তাহ আগে গত ১৪ মার্চ প্রতি আউন্স স্বর্ণের দাম ছিল ৫ হাজার ২০ ডলার। সেই হিসেবে এক সপ্তাহে সোনার দাম প্রতি আউন্সে কমেছে ৫২৬ ডলার বা ১০ দশমিক ৫ শতাংশ।

এদিকে, দেশের বাজারে গত বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) একদিনে দুদফা সোনার দাম কমানোর ঘোষণা দেয় বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস)। দুদফায় প্রতি ভরিতে সর্বোচ্চ ১৫ হাজার ৩৩৮ টাকা পর্যন্ত দাম কমানো হয়। এতে করে ভালো মানের (২২ ক্যারেট) সোনার ভরি কমে দুই লাখ ৪৬ হাজার ৯২৭ টাকায় নেমে আসে। দেশের বাজারে আজও ওই বেঁধে দেওয়া দাম অনুযায়ী সোনা কেনাবেচা হচ্ছে। সেই দামে ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম দুই লাখ ৩৫ হাজার ৬৭১ টাকা, ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি দুই লাখ দুই হাজার ২০ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনার দাম এক লাখ ৬৪ হাজার ৫২১ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

ঋণ খেলাপীদের তালিকা প্রকাশ ও সম্পদ ক্রয়ে বাধা আরোপের প্রস্তাব

ঢাকা : সরকারি খাতের ব্যাংকগুলোর শীর্ষ কর্মকর্তারা ঋণ খেলাপীদের তালিকা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার পাশাপাশি তাদের ব্যক্তিগত সম্পদ যেমন বাড়ি, গাড়ি কেনার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করার প্রস্তাব দিয়েছেন, বলে জানিয়েছে সূত্র। সোমবার (১৬ মার্চ) অনুষ্ঠিত এক সভায় এরকম কিছু কঠোর পদক্ষেপের কথা উত্থাপিত হয়েছে, যাতে ব্যাঙ্কগুলোর জমা থাকা খেলাপী ঋণ ফেরত আনা যায়। সভায় ব্যাংকের প্রধান কর্মকর্তারা আরও দাবি করেছেন, ঋণ খেলাপীদের সামাজিক ক্ষেত্রে বর্জন করার ব্যবস্থা নেওয়া হোক, যাতে তারা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে নেওয়া ঋণ ফেরত দিতে চাপ অনুভব করে। তাদের প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে, ঋণ খেলাপীদেরকে খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (ভিআইপি) বা ব্যবসায়িক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি) মর্যাদা না দেওয়া এবং সমস্ত রাষ্ট্রীয় সুবিধা সীমিত করা। পাশাপাশি প্রস্তাব করা হয়েছে, নতুন বাড়ি বা গাড়ি কেনার আগে ব্যবসায়ীদের ক্রেডিট স্ট্যাটাস ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) থেকে বাধ্যতামূলকভাবে যাচাই করা হোক। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এই প্রস্তাবগুলো দিয়েছেন বাংলাদেশের সচিবালয়ে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস ডিভিশন (এফআইডি) আয়োজিত কর্মশালায়। এফআইডি সচিব নাজমা মোবারেক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন। এতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর প্রধান নির্বাহীরা ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। এফআইডি-এর অতিরিক্ত সচিব সৈয়দ কুতুব 'খেলাপী ঋণ প্রত্যাবর্তনের কৌশল' শীর্ষক গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন।

সূত্র জানায়, কর্মশালায় বলা হয় যে, ঋণ খেলাপীদের তালিকা প্রকাশ করা এবং তাদের সম্পদ কেনার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে হলে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং সরকারের শীর্ষ স্তরের নির্দেশনার প্রয়োজন। সভায় ব্যাংক প্রধানরা আরও প্রস্তাব দেন, দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প ঋণ প্রদান বন্ধ করতে এবং এই ক্ষেত্রে স্টক মার্কেট থেকে অর্থ সংগ্রহ করার ব্যবস্থা নিতে, যাতে ব্যাংকিং খাতে ডিফল্ট ঋণের পরিমাণ কমানো যায়। সূত্র অনুযায়ী ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপনা পরিচালকরা বলেন, প্রকল্প ঋণ প্রদানের সময় বন্ধক সম্পত্তির মূল্যায়ন যথাযথভাবে করা হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা সঠিকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না। তারা ভুল সম্পত্তি মূল্যায়নকে খেলাপী ঋণ বৃদ্ধির প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপী ঋণের পরিমাণ বর্তমানে প্রায় ৩১ শতাংশ, যা মোট আঠারো হাজার দুইশত এক কোটি টাকার মধ্যে পাঁচ হাজার পাঁচশত সাতাত্তর কোটি টাকা। কর্মশালায় বলা হয়, কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অনুমোদিত সম্পত্তি মূল্যায়ন সংস্থার তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। গ্রামীণ এলাকায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্ধারিত অ্যাডভান্স-ডিপোজিট (এডি) অনুপাতও যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে কিছু ব্যাংকের শাখার এডি অনুপাত ৪০০ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, যেখানে অনুমোদিত সীমা ৮৩ শতাংশ। কর্মশালায় প্রস্তাব করা হয়েছে, ব্যাংকভিত্তিক নয়, শাখাভিত্তিক এডি অনুপাত কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। সৈয়দ কুতুব তার মূল বক্তৃতায় ডিফল্ট ঋণের সৃষ্টি হওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন: যথাযথ উদ্যোক্তা নির্বাচন না করা, প্রয়োজনের বেশি ঋণ প্রদান, চাপের মধ্যে ঋণ দেওয়া, বন্ধক সম্পত্তির অতিমূল্যায়ন, জাল কাগজপত্র গ্রহণ, ঋণগ্রহীতাদের তহবিল অপব্যবহার। তিনি আরও বলেন, ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে 'ইচ্ছাকৃত খেলাপীর প্রবণতা', পর্যাপ্ত কার্যকরী মূলধনের অভাব এবং ঋণ পরিশোধে অনিচ্ছা, এসবও ডিফল্ট ঋণের কারণ। তিনি প্রস্তাব করেন ব্যাংকের অনুমোদিত এলাকায় সীমাবদ্ধ থেকে ঋণ প্রদান, উপযুক্ত ক্লায়েন্ট নির্বাচন, ঋণ ঝুঁকি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা এবং যথাযথ বন্ধক সম্পত্তি গ্রহণ। সূত্র জানায়, কর্মশালায় ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকরা প্রতিদিন ঋণ মঞ্জুরি ও পুনঃপ্রাপ্তি পরিস্থিতি মনিটর করতে এবং প্রক্রিয়াটি অনলাইনে করার নির্দেশনা পান।

হাদি হত্যার অভিযোগ অস্বীকার করলেন প্রধান আসামি ফয়সাল

ঢাকা : ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি হত্যার প্রধান আসামি ফয়সাল করিম মাসুদ ও তার সহযোগী আলমগীর শেখকে ১৪ দিনের রিমান্ড শেষেরোববার (২২ মার্চ) উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বিধাননগর মহকুমার বিশেষ আদালতে তোলা হয়েছে। এ সময় হাদি হত্যার বিষয়ে জানতে চাইলে অভিযোগ অস্বীকার করে ফয়সাল বলেন, আমি এই কাজ করিনি। আমি এ ধরনের কোনো কাজে ছিলাম না। আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে।

এর আগে, স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য তাকে বিধান নগর মহকুমা হাসপাতালে শারীরিক পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অবশ্য কোনো প্রশ্নের জবাব দেননি। গত ৭ মার্চ রাতে ফয়সাল এবং আলমগীরকে বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিমবঙ্গ এসটিএফ। ৮ মার্চ তাদের স্থানীয় আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের পুলিশ রিমান্ডের নির্দেশ দেন বিচারক। ৩৭ বছর বয়সী ফয়সাল করিম মাসুদের বাড়ি বাংলাদেশের পটুয়াখালী এলাকায় এবং ৩৪ বছর বয়সী আলমগীর হোসেনের বাড়ি ঢাকায়। ফয়সাল করিম মাসুদ ও তার সহযোগী আলমগীর শেখকে গ্রেপ্তারের পর ভারতে এসটিএফ জানিয়েছিল, ফয়সাল ও আলমগীর দুজনই হাদিকে হত্যার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তারা উভয়ই মেঘালয় সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে ও গত কয়েক মাস ধরে বিভিন্ন এলাকায় অবস্থান করছিলেন। উল্লেখ্য, গত বছরের ১২ ডিসেম্বর ঢাকার পল্টনের বক্স কালভার্ট রোডে জুমার নামাজ শেষে গণসংযোগ করে যাওয়ার সময় মোটরসাইকেল আরোহী দুই ব্যক্তির গুলিতে গুরুতর আহত হন ওসমান হাদি। ১৮ ডিসেম্বর সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় করা মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া কয়েকজন আসামি আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিও দিয়েছেন।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

যুক্তরাষ্ট্রে গ্লোবাল সামিটে ডা. জুবাইদা রহমান

(প্রথম পাতার পর)

তারেক রহমানের সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান। এই সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের চল্লিশের অধিক ফার্স্ট লেডি ও রাষ্ট্রনেতাদের সহধর্মিণীরা অংশগ্রহণ করেছেন, যা বিশ্বব্যাপী শিশুদের কল্যাণ ও সম্ভাবনা উন্নয়নে উচ্চপর্যায়ের সংলাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে। অনুষ্ঠানে ডা. জুবাইদা রহমান শিশুদের প্রতি যত্ন নেওয়া ও নিরাপদ পরিবেশে বেড়ে ওঠা, বাংলাদেশের জনগণের উন্নয়নের ফ্যামিলি কার্ড ও কৃষক কার্ড প্রদান এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের পরিবর্তন ও সমৃদ্ধি আনয়নের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। এসময় অন্তর্ভুক্তিমূলক, সহনশীল ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে বৈশ্বিক সহযোগিতা জোরদারের আহ্বান জানান তিনি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ওয়ার্কিং সেশনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান শিশুদের উন্নয়ন বিষয়ে বৈশ্বিক অঙ্গীকারে বিশ্বনেতা ও অংশীদারদের একত্রিত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ফার্স্ট লেডিকে ধন্যবাদ জানান।

তিনি উল্লেখ করেন, প্রতিটি জাতির ভবিষ্যৎ তাদের শিশুদের যত্ন, শিক্ষা এবং মূল্যবোধের ওপর নির্ভরশীল। তিনি বলেন, ‘আজ এই ঐতিহাসিক ‘ফস্টারিং দ্য ফিউচার টুগেদার গ্লোবাল কলিউশন সামিট’ শীর্ষ সম্মেলনে আপনাদের সাথে যোগ দিতে পারাটা আমার জন্য এক বিরাট সম্মানের বিষয়। আমি ফার্স্ট লেডিকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই, কারণ তিনি সারা বিশ্ব থেকে আমাদের এমন একটি মহৎ উদ্দেশ্যে একত্রিত করেছেন যা প্রতিটি জাতিকে স্পর্শ করেড়আমাদের শিশুদের প্রতিশ্রুতি ও সম্ভাবনা। আমরা উপলব্ধি করি যে, প্রতিটি দেশের ভবিষ্যৎ তার শিশুদের জীবনেই লেখা থাকে। আজ আমরা যে যত্ন প্রদান করি, শিক্ষায় যে বিনিয়োগ করি এবং যে মূল্যবোধ গড়ে তুলি, তা-ই আগামী দিনে তাদের গড়া জাতিকে রূপ দেবে।’ ডা. জুবাইদা রহমান বলেন, “আমি আমার দেশের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে এখানে এসেছি। আমার স্বামী, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে, আমাদের সদ্য নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার বিপুল ম্যানডেট নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে। একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও প্রগতিশীল জাতি গঠনের লক্ষ্যে আমাদের সরকার ইতোমধ্যে ‘ফ্যামিলি কার্ড’ এবং ‘ফার্মার্স কার্ড’-এর মতো উদ্যোগ চালু করেছে, যা পরিবারগুলোকে আর্থিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে শক্তিশালী করে এবং শিশুদের নিরাপদ ও যত্নশীল পরিবেশে বেড়ে ওঠাও নিশ্চিত করে। একজন চিকিৎসক হিসেবে, আমি প্রতিটি শিশুর জন্য সহজলভ্য ও মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে গভীরভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ; যেখানে শুধু চিকিৎসার উপরই নয়, জীবনের একেবারে প্রাথমিক পর্যায় থেকে প্রতিরোধের উপরও জোর দেওয়া হয়।” অন্তর্ভূক্তি ও ভবিষ্যতমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “‘জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন-জেডআরএফ’ এবং ‘সু-রভী’র সামাজিক এবং অলাভজনক সংগঠন) সাথে আমার কাজ শিক্ষা, যুব উন্নয়ন এবং জনকল্যাণের প্রসারে আমার অঙ্গীকারকে আরও দৃঢ় করেছে। আমরা বিশ্বাস করি যে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দায়িত্বশীল ব্যবহার শিক্ষাব্যবস্থাকে রূপান্তরিত করতে পারে, বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো দেশে, যেখানে প্রশিক্ষিত শিক্ষক এবং উপকরণের সহজলভ্যতা এখনও অধরা। আমাদের সরকার ডিজিটাল যুগে উন্নতি করার জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম দিয়ে সজ্জিত করছে। আমাদের সরকার শিক্ষকদের ট্যাবলেট কম্পিউটার সরবরাহ করছে, শিক্ষণ উপকরণ হালনাগাদ করছে, ডিজিটাল পাঠ্যক্রম এবং উদ্ভাবনী পদ্ধতি চালু করছে। শ্রেণিকক্ষগুলো মাল্টিমি-ডিয়া বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিকশিত হচ্ছে, যা দলবদ্ধ কাজ, সৃজনশীলতা এবং আদর্শ স্থাপনে উৎসাহিত করছে।” ডা. জুবাইদা রহমান বলেন, ‘প্রযুক্তি, বিশেষ করে শিক্ষাপ্রযুক্তি (এডটেক), শহুরে ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্য কমাতে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। একইসাথে, আমরা এই সরঞ্জামগুলোর নিরাপদ ও নৈতিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যাতে শিশুরা একটি নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশে বেড়ে ওঠে।’

সাবেক প্রধানমন্ত্রী মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার আমলে নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘নারী ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের একটি শক্তিশালী ঐতিহ্য রয়েছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নারী অধিকারকে এগিয়ে নিয়েছিলেন এবং দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা চালু করেছিলেন। আমাদের সরকার স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত নারীদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’ তিনি আরো বলেন, ‘শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সরকারি খাতের ভিত্তি স্থাপন করে লক্ষ লক্ষ নারীর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। এই প্রচেষ্টাগুলো প্রমাণ করে যে, যখন নারীরা ক্ষমতায়িত হন, তখন পরিবারগুলো শক্তিশালী হয় এবং শিশুরা সমৃদ্ধি লাভ করে। আমরা অংশীদারিত্বের গুরুত্বও স্বীকার করি। বেসরকারি খাত এবং আমাদের বৈশ্বিক অংশীদারদের সাথে কাজ করার মাধ্যমে আমরা নিরাপদ ডিজিটাল পরিসর প্রসারিত করতে, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে, অভি-ভাবকদের ক্ষমতায়ন করতে এবং সকলের জন্য শিক্ষার মান উন্নত করতে চাই। শক্তিশালী প্রযুক্তিগত সহযোগিতার মাধ্যমে, আমরা প্রতিটি অঞ্চলকে সংযুক্ত করতে, প্রতিটি শিশুকে সুরক্ষিত করতে এবং প্রতিটি শিক্ষণ যাত্রাকে ব্যক্তিগতকৃত করতে চাই। একসাথে, আমরা এমন একটি প্রজন্ম গড়ে তুলতে পারি যা হবে সহনশীল, সহানুভূতিশীল এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত। পরিশেষে, আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফার্স্ট লেডি মহোদয়ার প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। জ্ঞান বিনিময়, একে অপরের কাছ থেকে শেখা এবং সীমানা পেরিয়ে সহযোগিতার মাধ্যমে, আমরা কেবল আমাদের দেশগুলোকেই শক্তিশালী করি না, বরং আমাদের শিশুদের ভবিষ্যৎকেও

শক্তিশালী করি এবং বিশ্ব এর উত্তরাধিকারী হবে।’ অনুষ্ঠানে ডা. জুবাইদা রহমানের সহকারী হিসেবে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মোর্শেদ হাসান খান, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সিনিয়র চিকিৎসা কর্মকর্তা ডা. শাহ মুহাম্মদ আমান উল্লাহ এবং নারী উদ্যোক্তা মিস মেহনাজ মান্নান অংশগ্রহণ করেন। এসময় যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তারেক মো. আরিফুল ইসলাম, ডেপুটি চিফ অব মিশন ডি. এম. সালাহউদ্দিন মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় ১১টি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে শিশুদের শিক্ষার উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ও প্রয়োগ উপস্থাপন করা হয়। ডা. জুবাইদা রহমান এবং তার প্রতিনিধিদল প্রদর্শনীটি পরিদর্শন করেন। বুধবার (২৫ মার্চ ২০২৬) হোয়াইট হাউসে যুক্তরাষ্ট্রের ফার্স্ট লেডির আয়োজনে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে ডা. জুবাইদা রহমান অংশগ্রহণ করবেন।

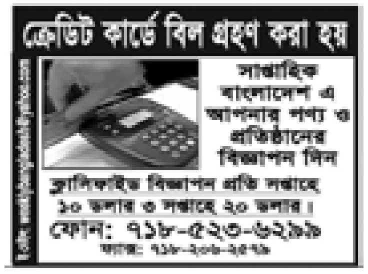

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন প্রশ্নে রাজনীতিতে উত্তাপ

(প্রথম পাতার পর)

সরকারদলীয় এমপিরা সেই শপথও না নেয়ায় জুলাই সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে তাদের আন্তরিকতায় সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। কেবল তাই নয়, জুলাই সনদ বাস্তবায়নে রাষ্ট্রপতির জারি করা আদেশ কার্যত অকার্যকর হয়ে গেছে বলেও মনে করছেন বিশ্লেষকরা। তবে সংবিধান সংস্কার পরিষদ অকার্যকর হয়ে গেলেও সংস্কারের আশা শেষ হয়ে যা অনেকে। অতএব, বিষয়টি নিয়ে জাতীয় সংসদে সরকারি দল ও বিরোধী দলের মধ্যে উত্তপ্ত বিতর্ক হওয়ার আশঙ্কা অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এমনকি এ নিয়ে সংসদে অচলাবস্থাও সৃষ্টি হতে পারে এবং বিরোধী দলের ক্ষোভ সংসদ ছাড়িয়ে রাজপথও উত্তপ্ত করে তুলতে পারে।

এই ইস্যুতে সরকারি আর বিরোধী জোটের দূরত্ব ক্রমেই বাড়ছে। নতুন সংসদের যাত্রা শুরু হওয়ার পরপরই সনদ বাস্তবায়নে জোর দেয় বিরোধী জোট। কিন্তু ঈদ ঘনিয়ে আসায় এ নিয়ে তারা রাজপথে নামেনি। ঈদের ছুটি শেষ। এখন রাজপথে নামতে চাইছে বিরোধী দলগুলো। দলগুলোর নেতারাও তাদের বক্তব্যে বলছেন, সংসদে সমাধান না এলে রাজপথই হবে শেষ ভরসা। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ও জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান সম্প্রতি বলেছেন, ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেওয়া হয়েছে। তবে বিএনপি যদি সঠিক পথে না ফিরে আসে, তাহলে তাদের পরিণতি অতীতের ফ্যাসিবাদীদের মতো হতে পারে। আমরা আশা করি জুলাই সনদ বাস্তবায়নে কালক্ষেপণ না করে দ্রুত বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। যদি সংসদের ভেতরে এসব সমাধান না হয়, স্বভাবতই তা বাইরে আন্দোলনে রূপ নেবে। জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার সরকারকে উদ্দেশ্য করে বলেন, সংবিধান সংস্কার পরিষদের শপথ গ্রহণ করুন এবং জুলাই জাতীয় সনদকে প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডারের মাধ্যমে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করুন। এটিই এখন সংকট নিরসনের একমাত্র পথ। সরকারকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে পার্লামেন্টে সমাধান নেবে নাকি জনগণকে আবার রাজপথে নামতে বাধ্য করবে। ১১ দলীয় জোটের লিয়াজোঁ কমিটির সমন্বয়ক জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ড. এএইচএম হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, গণভোটের প্রতিফলিত জনমত উপেক্ষা করে 'জুলাই সনদ' বাস্তবায়ন বিলম্বিত করা হলে তা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। সংবিধানকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে এই প্রক্রিয়া আটকে রাখা হলে তা জনমনে গভীর অসন্তোষ তৈরি করবে, যার বহিঃপ্রকাশ হতে পারে রাজপথেই।

এদিকে জুলাই বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে প্রয়োজনে সংবিধান পরিবর্তনের কথা জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল রফিকুল ইসলাম খান। তিনি বলেন, সংবিধান মানুষের জন্য, সংবিধানের জন্য মানুষ নয়। জুলাই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে কোনো ধারা পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে তা করা হবে। মঙ্গলবার সংসদ ভবনে বিশেষ কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন রফিকুল ইসলাম খান।

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক ও বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম একই সুরে জানান, সংবিধানের দোহাই দিয়ে গণভোটের রায় অস্বীকারের কোনো সুযোগ নেই। তিনি বলেন, ঈদের পর সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠনে অগ্রগতি না এলে বিরোধী দল সংসদের ভেতরে ও বাইরে থেকে সমন্বিতভাবে চাপ বাড়াবে। সরকারকে একবিন্দু ছাড় দেওয়ার সুযোগ নেই। এদিকে মঙ্গলবার সকালে জাতীয় সংসদ ভবনের ক্যাবিনেট কক্ষে অনুষ্ঠিত বিশেষ কমিটির প্রথম বৈঠকে প্রবেশ করার আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মূল চেতনা ও ছাত্র-জনতার আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করেই বর্তমান সরকার যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। পৃথক এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, অনেকে বলছেন জুলাই জাতীয় সনদ মানা না হলে তারা রাজপথে যাবেন। আমরা বলতে চাই, আমরা এই সনদকে অস্বীকার করি না। আমরা জাতির কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ।

এমনকি আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে যা আছে, জনগণের ম্যান্ডেট পেলে আমরা তার প্রতিটি বিষয় বাস্তবায়ন করব। অন্যদিকে রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও অর্থনীতিবিদ ড. মাহবুব উল্লাহ বলেন, আমাদের মনে রাখতে হবে, রাজনৈতিক ইস্যুর সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন কষ্ট জুড়ে যায়, তখন আন্দোলনের ভিত্তি আরও শক্ত হয়। তখন সেটি কেবল দলীয় থাকে না, সামাজিক চরিত্র ধারণ করে। 'জুলাই সনদ' বাস্তবায়ন প্রশ্নে সরকারের ধীরগতি নিঃসন্দেহে আলোচনা ও পর্যালোচনার দাবি রাখে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন– বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা বিবেচনায় বিষয়টি জটিল– এটিও অস্বীকার করা যায় না। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের কারণে অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষাই এখন সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এ অবস্থায় সিদ্ধান্ত (জুলাই সনদ বাস্তবায়ন) গ্রহণ প্রক্রিয়া কিছুটা সময়সাপেক্ষ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এ (সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা) প্রেক্ষাপটে সম্ভাব্য আন্দোলনও হওয়া উচিত সংযত, তথ্যনির্ভর ও দায়িত্বশীল। সংলাপ, যুক্তি ও অংশগ্রহণমূলক উদ্যোগের মাধ্যমে দাবি তুলে ধরা হলে তা অধিক কার্যকর হতে পারে। সরকার ও বিরোধী উভয়পক্ষের জন্যই এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ধৈর্য, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং বাস্তবসম্মত সমাধানের দিকে এগিয়ে যাওয়া। যাতে স্থিতিশীলতা বজায় রেখেই জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করা সম্ভব হয়। কোনো পক্ষেরই উচিত হবে না দেশকে অস্থিতিশীলতার দিকে ঠেলে দেওয়া। রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক সারোয়ার জাহান এ বিষয়ে বলেন, বর্তমান পরিস্থিতি আপাতদৃষ্টিতে শান্ত থাকলেও ভেতরে ভেতরে একটি বড় সংঘাতের পূর্বাভাস বহন করছে বিরোধী নেতৃবৃন্দের বক্তব্যে। জুলাই সনদ এখন কেবল একটি নীতিগত দলিল নয়, এটি বিরোধী রাজনীতির জন্য একটি কৌশলগত প্ল্যাটফর্ম। এই ইস্যুতে তারা নিজেদের পুনর্গঠন ও ঐক্যবদ্ধ করার সুযোগ পাচ্ছে। এ জন্যই সংসদের ভেতরে কার্যকর ভূমিকা সীমিত হয়ে পড়লে বিরোধী দলগুলোর জন্য রাজপথে সক্রিয় হওয়া প্রায় অনিবার্য হয়ে ওঠে, যা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিরই অংশ। এটি একটি 'টেস্ট কেস' হয়ে উঠেছে সরকারের জন্য। সরকার কতটা সংস্কারে আগ্রহী এবং বিরোধী দল কতটা চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম– সেটিই এখন দেখার বিষয়। সমঝোতা না হলে এটি দ্রুত সংঘাতে রূপ নিতে পারে বলে শঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। সব মিলিয়ে বলা যায় জুলাই সনদ এখন দেশের রাজনীতির কেন্দ্রীয় সংকটে পরিণত হয়েছে। এটি সমাধানের পথে এগোবে, নাকি নতুন সংঘাতের জন্ম দেবে তা নির্ভর করছে রাজনৈতিক নেতৃত্বের দূরদৃষ্টি ও সিদ্ধান্তের ওপর।দেশের রাজনীতি এখন কোন দিকে মোড় নেয়, সেটিই দেখার বিষয়।

এপ্রিলে আন্দোলনে নামবে জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দল

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ ম্যান্ডেট নিয়ে সরকার গঠন করেছে বিএনপি। সরকার গঠনের পর নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণে কাজ শুরু করেছে তারা। তবে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের অঙ্গীকার পূরণে সরকার টালবাহানা করছে বলে অভিযোগ করছে জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় ঐক্য। পাশাপাশি স্থানীয় সরকার নির্বাচন না দিয়ে প্রশাসক নিয়োগ নিয়েও আপত্তি জানিয়েছে দলগুলো। তাদের অভিযোগ, নির্বাচনের পর ৩০ দিনের মধ্যে সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন ও অধিবেশন ডাকার বাধ্যবাধকতা মানেনি বিএনপি। স্থানীয় সরকার নির্বাচনের বিপরীতে প্রশাসক নিয়োগে ঝুঁকেছে তারা। এখন পর্যন্ত ১১ সিটি করপোরেশন এবং ৪২ জেলা পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। দ্রুত স্থানীয় সরকার নির্বাচন চেয়ে ১১ দলীয় ঐক্যের নেতারা বলছেন, ভোট ছাড়াই স্থানীয় সরকারব্যবস্থা দলীয় নিয়ন্ত্রণে নিতে নির্বাচনের আলাপ বন্ধ করে প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন নিয়ে সরকারের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি ঈদের পর যদি স্থানীয় সরকার নির্বাচনের ঘোষণা না আসে তাহলে আন্দোলনের মাঠে নেমে পড়বে বলে জানিয়েছে দলগুলো।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার পলায়নের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। তখন পালিয়ে যান স্থানীয় সরকারের সব স্তরের অধিকাংশ জনপ্রতিনিধি। তাদের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে পদগুলো শূন্য হয়ে পড়ে। সাময়িক দায়িত্ব পালনের জন্য সিটি করপোরেশন, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও উপজেলা পরিষদে সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিল অন্তর্বর্তী সরকার। গত ১ মার্চ রাজধানীর একটি অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনার আবদুর রহমানেল মাছউদ বলেছিলেন, ঈদের পর থেকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সব প্রস্তুতি নেওয়া হবে। বিএনপি তাদের ৩১ দফায় স্থানীয় সরকার নির্বাচন দেওয়ার কথা বলেছে। কিন্তু এর মধ্যেই তারা সিটি কর্পোরেশন ও জেলা পরিষদগুলোতে দলীয় নেতাদের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। দলীয় প্রশাসক নিয়োগের মাধ্যমে সরকার জন-আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে বলে মনে করছে ১১ দলীয় ঐক্য। এ বিষয়ে দেওয়া এক বিবৃতিতে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, সিটি করপোরেশনে দলীয় প্রশাসক নিয়োগের পদক্ষেপ সরকারের স্থানীয় সরকার নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ এবং একই সঙ্গে আরেকটি পাতানো নির্বাচনের প্রাথমিক ধাপ। এদিকে, এনসিপির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া গত ১৫ মার্চ 'ভোট নয়, নিয়ন্ত্রণ : স্থানীয় সরকার নিয়ে বিএনপির ক্ষমতার অপব্যবহার' শিরোনামে ফেসবুকে একটি দীর্ঘ পোস্ট করেন। তাতে তিনি উল্লেখ করেন, 'বাংলাদেশে আমরা এখন এক গভীর রাজনৈতিক ভণ্ডামির সময় অতিক্রম করছি। যে দল গণতন্ত্রের বুলি আউড়িয়ে ক্ষমতায় এসেছে, সেই দলই আজ স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে জনগণের হাত থেকে সরিয়ে নিয়োগনির্ভর নিয়ন্ত্রণের পথে নিয়ে যাচ্ছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় মানুষ যে স্বপ্ন দেখেছিল, বাস্তবে আজ সেই স্বপ্নের বিপরীত এক রাজনৈতিক বাস্তবতা আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।'

জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আব্দুল হালিম এ প্রসঙ্গে বলেন, সংবিধান অনুযায়ী প্রশাসনের সর্বস্তরে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি থাকবেন। কিন্তু প্রশাসক নির্বাচিত প্রতিনিধি নন। বর্তমান সরকারের দলীয় প্রশাসক নিয়োগকে ইতিবাচকভাবে দেখার সুযোগ নেই। নির্বাচিত সরকারের অনির্বাচিত সরকারের মতো আচরণ বড় প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। জাতীয় নির্বাচনে হেরে যাওয়া প্রার্থীদের প্রশাসক নিয়োগ হাস্যকর উল্লেখ করে মাওলানা আব্দুল হালিম বলেন, নিয়োগকৃত ব্যক্তিরা বিশিষ্ট নাগরিক নন। দেখা যাচ্ছে তারা মূল ভোটে হেরেও দলীয় সুবিধা পেলেন। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, গাইবান্ধা-৩ আসনে বিএনপির জেলা সভাপতি জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীর কাছে বিপুল ভোটে হেরেছেন। তাকে গাইবান্ধা জেলা পরিষদের প্রশাসক নিয়োগ করা হলো। গাইবান্ধার পাঁচটি আসনের মধ্যে চারটিতে জামায়াতে ইসলামী নির্বাচিত হয়েছে। কুড়িগ্রাম-৪টি আসনের মধ্যে চারটিতেই ১১ দলীয় জোট, ৩টিতে জামায়াত একটিতে এনসিপি জিতেছে। সেখানে যিনি গত নির্বাচনে হেরেছেন তাকে প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এটা হাস্যকর বিষয়। তিনি বলেন, ঈদের পরই ১১ দলীয় ঐক্যের শীর্ষ নেতারা বসবেন। সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে বৈঠকে সবার মতামত জানতে চাওয়া হবে। জানা গেছে, আগামী ২৮ মার্চ ১১ দলের শীর্ষ নেতারা বৈঠকে বসবেন। সেখানে আগামী দিনের আন্দোলনের রূপরেখা নির্ধারিত হবে। সেদিনের বৈঠক থেকেই রাজপথে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত আসতে পারে।

এ ব্যাপারে জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বলেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচন বিষয়ে জামায়াত আরও শক্ত অবস্থানে যাবে। আমরা ধাপে ধাপে এগোচ্ছি। প্রয়োজনে মাঠের কর্মসূচিও ঘোষণা হতে পারে। জামায়াতের আরেক সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, দলীয় লোকদের প্রশাসক নিয়োগ দিয়ে সর্বত্র স্থানীয় প্রশাসনকে দলীয়করণের প্রজেক্ট বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে সরকার। এর মাধ্যমে সরকারি বরাদ্দ ইতোমধ্যেই দলীয়করণ করা শুরু হয়েছে। আওয়ামী এই সংস্কৃতির লিগ্যাসি বিএনপি সরকারের অনুসরণ দুঃখজনক। তিনি বলেন, আমরা এ মাসটা দেখব। দাবি আদায়ে প্রয়োজনে রাজপথে যেতে বাধ্য হবো আমরা। আমার বাংলাদেশ (এবি পার্টি) পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু বলেন, সাংবিধানিক ও গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। পুরোনো কায়দায় দলীয়করণের এক মহোৎসব শুরু হয়েছে, যা জুলাই-পরবর্তী বাংলাদেশে কেউ প্রত্যাশা করেনি। এত বড় গণঅভ্যুত্থানের পর রাজনৈতিক নেতৃত্ব শিক্ষা নেবে ভেবেছিলাম। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। পুরোনো ধারা আবারও ফিরে আসছে। তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন, জুলাই সনদের অঙ্গীকার থেকে পিছু হটা মানে জনগণের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করা এবং এর দায় সরকারকে অবশ্যই নিতে হবে। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া সামনে আর কোনো পথ খোলা থাকবে না বলেও তিনি উল্লেখ করেন। জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম-সদস্যসচিব জয়নাল আবেদীন শিশির বলেন, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন, সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন নিয়ে সরকার টালবাহানা করছে। এটা যদি করা না হয় তাহলে ধরে নিতে হবে সরকারই আমাদের আন্দোলনে যেতে বাধ্য করছে। তিনি বলেন, বিএনপির ঘোষিত ৩১ দফার ২০তম দফা ছিল স্থানীয় সরকার নির্বাচন। যেখানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতেই স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব দেওয়া প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু জাতীয় নির্বাচনের পর সরকার গঠন করেই সেই প্রতিশ্রুতি থেকে সরে গেছে তারা। নিজেদের প্রতিশ্রুতি নিজেরাই ভঙ্গ করে প্রশাসক নিয়োগের মাধ্যমে আওয়ামী কায়দায় দলীয়করণ প্রক্রিয়া শুরু করেছে। আমরা অবিলম্বে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দাবি করেছি। না হলে রাজপথের আন্দোলনেই সরকারকে তফসিল ঘোষণায় বাধ্য করা হবে।

নিরাপদ পানির বাইরে বাংলাদেশের ১০ কোটির বেশি মানুষ

ঢাকা : দেশের ১০ কোটিরও বেশি মানুষ এখনও নিরাপদ পানীয় জলের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এর ফলে প্রতিদিন ঝুঁকির মুখে পড়ছে শিশুদের স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ। ইউনিসেফ ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) পরিচালিত এক যৌথ জরিপের প্রাথমিক ফলাফলে এ চিত্র উঠে এসেছে। গত নভেম্বরে প্রকাশিত এ প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশে নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে। ইউনিসেফের তথ্য অনুযায়ী, দেশে স্যানিটেশনের আওতা বেড়ে ৭৩ শতাংশে পৌঁছালেও নিরাপদভাবে পরিচালিত পানীয় জলের প্রাপ্তি নেমে এসেছে ৩৯ দশমিক ৩ শতাংশে। ফলে বিপুলসংখ্যক মানুষ নিরাপদ পানির সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকছেন। এমন পরিস্থিতিতে রোববার পালিত হয়েছে বিশ্ব পানি দিবস। এবারের প্রতিপাদ্য 'পানি ও লিঙ্গ সমতা'। টেকসই উন্নয়ন ও মানবাধিকার নিশ্চিতের ক্ষেত্রে পানি, স্যানিটেশন ও লিঙ্গ সমতার পারস্পরিক সম্পর্ককে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এ প্রতিপাদ্যে।

বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশনের অধিকার একটি মৌলিক মানবাধিকারড়এ বিষয়টি আবারও সামনে এনেছে এবারের প্রতিপাদ্য। একইসঙ্গে পানি ব্যবস্থাপনায় নারী ও মেয়েদের অংশগ্রহণ, নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের ভূমিকা জোরদারের আহ্বান জানানো হয়েছে। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্মেলনে বিশ্ব পানি দিবস পালনের ধারণা উত্থাপিত হয়। পরবর্তীতে ওই বছরের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ প্রতি বছর ২২ মার্চকে বিশ্ব পানি দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৯৩ সাল থেকে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। জরিপের তথ্য তুলে ধরে ইউনিসেফ জানায়, দেশের প্রায় অর্ধেক পানির উৎসই দূষিত। গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত পানির ৮০ শতাংশের বেশি নমুনায় ই. কোলাই ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি পাওয়া গেছে। ২০২৪ সালে জলবায়ু বিপর্যয়ের কারণে ১০ দশমিক ২ শতাংশ পানির উৎস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ পরিস্থিতি জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজনীয়তাকে আরও জোরালো করে তুলেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার ফলে ভূগর্ভস্থ পানিতেও লবণাক্ততা বাড়ছে। এতে সংকট আরও তীব্র হচ্ছে। পাশাপাশি চিংড়ি চাষ, লবণ উৎপাদনসহ বিভিন্ন স্থানীয় কার্যক্রমও পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। অনিয়মিত বৃষ্টিপাত ও ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড়ের কারণে মিঠা পানির উৎস খুঁজে পাওয়াও কঠিন হয়ে পড়েছে।

ইউনিসেফের মতে, এর সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ছে শিশুদের ওপর। অনিরাপদ পানির কারণে তারা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে, বাড়ছে স্কুলে অনুপস্থিতি এবং পুষ্টিহীনতা। অন্যদিকে লবণাক্ত পানি পান উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়, যা অন্তঃসত্ত্বা মায়েদের জন্য বিশেষভাবে ক্ষতিকর। এদিকে নিরাপদ পানি নিশ্চিত করতে গত বছর এক গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছে হাইকোর্ট। নিরাপদ পানিকে নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করে দেশের গুরুত্বপূর্ণ জনসমাগমস্থলে বিনামূল্যে নিরাপদ পানির সরবরাহ নিশ্চিতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রায়ে আগামী ১০ বছরের মধ্যে সাশ্রয়ী মূল্যে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত এবং নদী, খাল, বিল, পুকুরসহ সব জলাধার সংরক্ষণের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিরাপদ পানি প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার–এ কথা পুনর্ব্যক্ত করে আদালত জানায়, এ অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

১/১১ কানেকশনে দুই জেনারেল গ্রেফতার

(প্রথম পাতার পর)

চৌধুরী। অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল এই ব্যক্তি ২০০৭ সালের 'ওয়ান ইলেভেন'-এর সময় প্রভাবশালী সেনা কর্মকর্তা হিসেবে জাতীয় পর্যায়ে পরিচিতি পান। সেনাবাহিনীর নবম ডিভিশনের জিওসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করা এই কর্মকর্তা শুধু সামরিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না, বরং দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ এক পর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন বলে বিভিন্ন বিশ্লেষণে উঠে এসেছে।

'ওয়ান ইলেভেন': প্রেক্ষাপট ও তার ভূমিকা ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে, যা 'ওয়ান ইলেভেন' নামে পরিচিত। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সহিংসতার মধ্যে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসে। এই সময় ড. ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে সরকার গঠন, জরুরি অবস্থা জারি এবং শীর্ষ রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতারের মতো ঘটনাগুলো দেশজুড়ে আলোড়ন তোলে। এই পুরো প্রক্রিয়ায় মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী গুরুতর অপরাধ দমন সংক্রান্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটির প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এই কমিটির অধীনেই যৌথবাহিনীর অভিযান পরিচালিত হয় এবং বড় বড় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়। ওই সময়টিতে মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী শুধু একজন সেনা কর্মকর্তা ছিলেন না, বরং ক্ষমতার কেন্দ্রের একজন কার্যকর অংশীদার হিসেবে বিবেচিত হন। উপদেষ্টা পরিষদ গঠনে তার ভূমিকার কথাও বিভিন্ন সূত্রে উল্লেখ রয়েছে। সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার ভেতরে তার প্রভাব এবং সক্রিয়তা তাকে ওয়ান ইলেভেন পর্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে পরিণত করে। অনেক বিশ্লেষক তাকে সেই সময়ের বাস্তবায়নকারী বা "ফিল্ড অপারেটর" হিসেবেও দেখেন।

সেনা কর্মকর্তা থেকে কূটনীতিক, তারপর রাজনীতিক : ওয়ান ইলেভেন পরবর্তী সময়ে তার ক্যারিয়ারে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে। ২০০৮ সালে তাকে অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের হাইকমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে দেশে ফিরে তিনি ব্যবসায় যুক্ত হন এবং ধীরে ধীরে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন। জাতীয় পার্টির মনোনয়নে তিনি ফেনী-৩ আসন থেকে দুই দফা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন, যা তার রাজনৈতিক অবস্থানকে আরও দৃশ্যমান করে তোলে।

গ্রেপ্তার ও অভিযোগ : সোমবার (২৩ মার্চ) গভীর রাতে রাজধানীর বারিধারা ডিওএইচএস এলাকার নিজ বাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী। সাম্প্রতিক সময়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে মানব পাচারসহ একাধিক গুরুতর অভিযোগ রয়েছে বলে জানিয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। ফেনী ও ঢাকায় মোট ১১টি মামলার তথ্য পাওয়া গেছে, যার মধ্যে কয়েকটি মামলার বিচার চলমান। দীর্ঘদিন পলাতক থাকায় তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও জারি ছিল বলে জানানো হয়েছে। বর্তমানে তাকে একটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং তদন্ত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

কেন এই গ্রেপ্তার এত গুরুত্বপূর্ণ? : মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীর গ্রেপ্তার ঘিরে রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে, যার মূল কারণ তার অতীত ভূমিকা। 'ওয়ান ইলেভেন'-এর সময় তিনি যে অবস্থানে ছিলেন, সেটি তাকে একটি প্রতীকী চরিত্রে পরিণত করেছে। ফলে তার গ্রেফতার শুধু একটি আইনি ঘটনা হিসেবে দেখা হচ্ছে না, বরং এটি অতীতের একটি বিতর্কিত সময়কে আবার সামনে নিয়ে এসেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও ওয়ান-ইলেভেন সংক্রান্ত বই 'এক-এগারো'র লেখক মহিউদ্দিন আহমদ বলছেন, ওয়ান ইলেভেনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়দের একজন ছিলেন মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী। বর্তমান ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক শক্তির জন্য 'ওয়ান ইলেভেন' একটি সংবেদনশীল অধ্যায়। সেই সময়ের ঘটনাবলির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কি নাড় এই প্রশ্নও সামনে আসছে। একইসঙ্গে এটি প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ নাকি সম্পূর্ণ আইনি প্রক্রিয়ার অংশ, তা নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীর বিরুদ্ধে অভিযোগ নতুন নয়, তবে তার গ্রেপ্তারের সময়টি গুরুত্বপূর্ণ। এটি শুধু একটি ব্যক্তিগত আইনি ইস্যু নয়, বরং রাজনৈতিক বার্তা বহন করতে পারে। ভবিষ্যতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'ওয়ান ইলেভেন' নিয়ে আরও অনুসন্ধান বা পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ তৈরি হতে পারে বলেও অনেকে মনে করছেন। প্রায় দুই দশক পর 'ওয়ান ইলেভেন' আবার আলোচনায় উঠে এসেছে। মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীর গ্রেপ্তার যেন সেই সময়ের ক্ষমতার কাঠামো, সেনা প্রভাব এবং রাজনৈতিক বাস্তবতার স্মৃতিকে আবার জাগিয়ে তুলেছে। পুলিশ অর্থ ও মানবপাচারের মামলার কথা বললেও রাজনৈতিক কারণেই কিংবা ওয়ান ইলেভেন সরকারের সময়ে ভূমিকার জন্য মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীকে আটক করলো কিনা এমন প্রশ্ন করা হলেও গোয়েন্দা পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার শফিকুল ইসলাম সংবাদ সম্মেলনে বলেন, যেসব মামলা আছে সেগুলোই তারা তদন্ত করছেন এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা ও সবার ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করাটাই তাদের লক্ষ্য। মহিউদ্দিন আহমদ বলছেন, এক এগারোর পর শেখ হাসিনা সরকার মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীকে পুরস্কৃত করেছিল বিভিন্নভাবে, তবে এখন তার আটক প্রতিশোধমূলক কিনা সেটি বলার মতো সময় এখনো আসেনি। মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী কেবল একজন সাবেক সেনা কর্মকর্তা নন, তিনি বাংলাদেশের এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধ্যায়ের অংশ। তার গ্রেপ্তার তাই শুধু একটি আইনি প্রক্রিয়া নয়, বরং এটি ইতিহাস, রাজনীতি এবং ক্ষমতার সম্পর্ককে নতুন করে আলোচনায় নিয়ে এসেছে।

লে. জেনারেল (অব.) শেখ মামুন খালেদ

(প্রথম পাতার পর)

(অব.) শেখ মামুন খালেদকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

২৫ মার্চ বুধবার গভীর রাতে রাজধানীর মিরপুরের ডিওএইচএসের বাসা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের প্রধান শফিকুল ইসলাম জানান, লে. জেনারেল (অব.) শেখ মামুন খালেদকে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত পরে জানানো হবে।

সূত্র জানায়, ডিজিএফআইকে রাজনৈতিক কাজে সম্পৃক্ত করা, জঙ্গি নাটকের প্রবক্তা, দুর্নীতি মাধ্যমে জলসিড়ি আবাসনের শতকোটি টাকা আত্মসাৎ, আয়না ঘরের রূপকার এবং সজীব ওয়াজেদ জয়ের ক্ষমতা অপব্যবহার করে হাজার কোটি টাকা অবৈধভাবে উপার্জন করেন লে. জেনারেল (অব.) শেখ মামুন খালেদ।

গত বছরের মে মাসে শেখ মামুন খালেদ, তার স্ত্রী নিগার সুলতানা খালেদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন আদালত। দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেওয়া হয়।

তার বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞার আবেদনে বলা হয়, শেখ মামুন খালেদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে শেয়ার ব্যবসা, ক্ষমতার অপব্যবহার, বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ এবং জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে অনুসন্ধান চলছে।

তদন্তকালে জানা যায়, তিনি ও তার পরিবারের সদস্যরা দেশত্যাগ করে বিদেশে পলায়ন করতে পারেন। তাই সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে তাদের বিদেশ গমন নিষিদ্ধ করা জরুরি।

লে. জেনারেল (অব.) শেখ মামুন খালেদ ডিজিএফআইয়ের পরিচালকের পদে ছিলেন ডিসেম্বর ২০০৭ থেকে ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত। একই সংস্থার মহাপরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন ২৩ জুন ২০১১ থেকে ৭ মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত।

অনেকেরই অভিযোগ, শেখ হাসিনার ১৫ বছরের ফ্যাসিস্ট সরকার কায়েমে তারও ভূমিকা ছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'নিষিদ্ধ' ছাত্রলীগের হঠাৎ মিছিল

ঢাকা : ঈদের ছুটিতে বছর দেড়েক পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় 'নিষিদ্ধ' ছাত্রলীগের কিছু নেতাকর্মী বিক্ষোভ মিছিল করেছে। রোববার সকাল সাড়ে ৮টায় দোয়েল চত্বর থেকে টিএসসিমুখী সড়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু করে সংগঠনের ২৫ থেকে ৩০ জন নেতাকর্মী। ছুটির মধ্যে সকাল বেলা ফাঁকা ক্যাম্পাসে মিছিলটি টিএসসি এলাকার রাজু ভাস্কর্যের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

সেখানে মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা কিছু সময় অবস্থান করে বিক্ষোভ করেন। মিছিলের ব্যানারে ছাত্রলীগের নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়ার পাশাপাশি মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়। বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেওয়াদের বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দিতে শোনা যায়। এ বিক্ষোভ মিছিলের ভিডিও পরে ছাত্রলীগের ফেইসবুক পেইজে শেয়ার দেওয়া হয়। চব্বিশের আন্দোলনে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকারের সময় ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করা হয়।

২২ দিনে চট্টগ্রাম বন্দরে ২৫ জাহাজ জ্বালানি খালাস

ঢাকা : বৈশ্বিক অস্থিরতার মধ্যেও চট্টগ্রাম বন্দরে জ্বালানি খালাস কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছেই। ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইরানের মধ্যে সংঘাতের প্রেক্ষাপটে, মার্চ মাসের প্রথম দিন থেকে ২২ মার্চ পর্যন্ত বন্দরে মোট ২৫টি জাহাজ থেকে জ্বালানি খালাস সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া আরও দুটি বিশাল জাহাজ সমুদ্রপথে বাংলাদেশের দিকে এগোচ্ছে। রোববার (২২ মার্চ) বন্দরের সচিব সৈয়দ রেফায়েত হামিম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, মার্চ মাসে এখন পর্যন্ত মোট ২৫টি জাহাজে জ্বালানি খালাস কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

বর্তমানে ওমান থেকে আসা একটি জাহাজে এলপিজি গ্যাস খালাস চলমান রয়েছে। পাশাপাশি থাইল্যান্ড থেকে বেস অয়েল নিয়ে আসা একটি জাহাজ বহির্নোঙরে খালাসের অপেক্ষায় রয়েছে। বন্দর সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে বিক বরনহলম এবং মর্নিং জেন নামের দুটি জাহাজ বন্দরের দিকে এগোচ্ছে। এ দুটি জাহাজ ২৫ মার্চের মধ্যে বন্দরে পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে, ওমান থেকে আসা এলপিজি সেভান জাহাজে গ্যাস খালাস চলছে। থাইল্যান্ড থেকে আসা এবি অলিভিয়া জাহাজটি বর্তমানে বহির্নোঙরের ব্রাভো পয়েন্টে অবস্থান করছে এবং খালাসের জন্য অপেক্ষমাণ। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, জ্বালানি সরবরাহে কোনো বিঘ্ন ঘটেনি এবং সব খালাস কার্যক্রম পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পন্ন হচ্ছে।

BD TAX & ACCOUNTING LLC
FILE YOUR TAX RETURN BY FEDERALLY LICENSED (EA) TAX PROFESSIONAL
- Individual Tax (All States)
- Business Tax (All States)
- Bookkeeping (QuickBooks)
- Payrolls (Pay Stubs)
- New Business Setup (including for Foreigner)
- Licensing
- IRS/State Audit

Munir Ahmed EA, MBA
ENROLLED AGENT
Immigration Form Fill-up Service
- Family Petition
- Citizenship Application
- Affidavit of Support
- Green Card Renewal
- Green Card Condition Removal

Maximum Refund
Affordable Fees
Professional Service

Cell: 917-655-8271
Office: 718-446-4200
e-file
We Accept
37-22 73rd Street, Suite#2E
(Kabir Tower), Jackson Heights, NY 11372
Fax: 718-446-0042, Email: bdtaxllc@gmail.com

ARMAN CPA
ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.
AUTHORIZED e-file PROVIDER
http://ArmanCPA.com

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

সাংবাদিকদের সম্মানে জাকির চৌধুরীর ইফতার মাহফিল

(শেষ পাতার পর)

করেছেন। ১৮ মার্চ বুধবার জ্যাকসন হাইটসের একটি রেষ্টুরেন্টে এই মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, জাকির চৌধুরী এক্সিট রিয়েলটি কনটিনেন্টাল ও জাকির এইচ চৌধুরী ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট এবং যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সাবেক সভাপতি। তিনি ২০১৯ সাল থেকে তার ব্যক্তিগত ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই মাহফিলের আয়োজন করে আসছেন। মাহফিলে আমেরিকান এটর্নী কট, বিশিষ্ট অভিনেতা ও বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সভাপতি মিশা সওদাগর, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা এবাদ চৌধুরী আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মাহফিলে সম্পাদক ও সাংবাদিক ছাড়াও অতিথিদের স্বাগত জানান জাকির এইচ চৌধুরী। বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র যুবদল নেতা মিজানুর রহমান। শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত করেন যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের আরেক নেতা আমানত হোসেন আমান এবং ইফতার গ্রহণের আগে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন বাংলাদেশ থেকে আগত মুফতি মিজানুর রহমান সাঈদ। নাথ পরিবেশন করেন বিডিইয়র্ক.কম সম্পাদক শাহ ফারুক। মাহফিলে সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টিভি'র সিইও আবু তাহের, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম, ভয়েস অব আমেরিকা'র সাংবাদিক আকবর হায়দার কিরণ, বাংলা ভিশন টিভি'র যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি সোহেল হোসাইন। এসময় তারা বলেন, কমিউনিটির একমাত্র পরিচিত মুখ যিনি প্রতিবছর সাংবাদিকদের সম্মানে ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে থাকেন। জাকির চৌধুরী এই উদ্যোগ প্রশংসার যোগ্য।

মাহফিলে বিভিন্ন মিডিয়ার সম্পাদকদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক মিজানুর রহমান, সাপ্তাহিক জাগো প্রহরী সম্পাদক লাবলু আনসার, রূপসী বাংলা সম্পাদক শাহ জে চৌধুরী, সাপ্তাহিক হককথা, আজকের টেলিগ্রাম ও বার্তা সংস্থা ইউএনএ সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, সাপ্তাহিক প্রথম আলো'র নির্বাহী সম্পাদক মঞ্জুরুল হক সহ সিনিয়র সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে কেন্দ্রীয় যুবদলে আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ আহমদ, এডভোকেট আরিফুল হক, নিউইয়র্ক সিটি বিএনপি নেতা সালেহ আহমেদ মানিক, বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র জাসাস নেতা জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়াদী সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। মাহফিল পরিচালনা করেন অধ্যাপক সৈয়দ আজাদ। বক্তারা তাদের বক্তব্যে সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সম্মানে জাকির এইচ চৌধুরীর বার্ষিক এই আয়োজনের প্রশংসা করে বলেন, মিডিয়া সমাজের দর্পন আর সাংবাদিকরা জাতির বিবেক। তাদের সম্মান জানানো পুরো কমিউনিটির তথা জাতিকে সম্মান জানানোর শামিল। তারা জাকির এইচ চৌধুরীর সামাজিক কর্মকান্ডে বিশেষ করে সমাজ সেবার তার অবদানেরও প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানে জাকির এইচ চৌধুরী বলেন, জাতির বিবেক হিসেবে সাংবাদিকতার মাধ্যমে কমিউনিটি তথা দেশ ও জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন সাংবাদিক সমাজ। আমরা ব্যবসায়ী-রাজনীতিকরার সহযোগিতা পাচ্ছি। তাই সাংবাদিকদের সম্মান জানানো আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। সেই দায়িত্ব থেকেই ২০১৯ সাল থেকে আমি আমার ব্যক্তিগত ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই মাহফিলের আয়োজন করে আসছি। তিনি উপস্থিত সা-ংবাদিকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। মাহফিলে যুক্তরাষ্ট্র মহিলাদল নেত্রী সৈয়দা মাহমুদা শিরিন ও সিটি বিএনপি নেতা ইঞ্জি-নয়ার খালেক, যুবদল নেতা বেলাল চৌধুরী সহ যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি, যুবদল ও জাসাদ এর কয়েকজন নেতা-কর্মী এবং জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক সভাপতি বদরুন নাহার খান মিতা, সভাপতি মঈনুল ইসলাম, বিশিস্ট ব্যবসায়ী জাকির মিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। আরো উল্লেখ্য, ইফতার মাহফিল আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন এক্সিট রিয়েলটি কনটিনেন্টাল সিইও/এসোসিয়েট ব্রোকার তাসমিয়া আঞ্জুম চৌধুরী, রিয়েলটর মোহাম্মদ রাসেল ও পরিচালক (সেল) মির্জা মোহাম্মেদ।

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা ১১ শতাংশ কমেছে

(প্রথম পাতার পর)

নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার পর থেকে ভিসা প্রদান পূর্ববর্তী বছরগুলোর চেয়ে ১১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। আরোপিত নিষেধাজ্ঞা বা বি-ধিনিষেধের মধ্যে রয়েছে বহু দেশের ওপর পূর্ণ ভ্রমণ নিষোধাজ্ঞা, ভিসা বন্ড চালু, ভিসা ইন্টারভিউ গ্রহণ বন্ধ রাখা, এবং ভিসা প্রদানের ওপর কঠোর শর্ত প্রয়োগ, যা ২০২৪ সাল পর্যন্ত ছিল না। ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটির এক হিসাবে দেখা যায়, ২০২৫ সালের প্রথম আট মাসে ভারত ও চীনের ৮৪ হাজার ভিসাপ্রার্থীর ভিসা প্রদান করা হয়নি। এর প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এই দুটি দেশ থেকে ছাত্র ও এইচ-১/বি ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে আগমণে আগ্রহীর সংখ্যা হ্রাস। মূলত এইচ-১/বি ভিসাপ্রার্থীদের ওপর এক লাখ ডলার ফি আরোপ করার কারণে এই ক্যাটাগরিতে ভিসা প্রার্থীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। এদিকে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের অনেক দেশে তাদের কনস্যুলার অফিসে কর্মী সংখ্যা ব্যাপক হ্রাস করার কারণেও ভিসা ইন্টারভিউ গ্রহণে দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হয়েছে।

ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কারণে মধ্যপ্রাচ্য ছাড়িয়ে যুদ্ধের বিভিন্নমুখী প্রভাবের কারণে যে জিওপলিটিক্যাল উত্তেজনা ও সম্ভাব্য প্রতিশোধমূলক হুমকি সৃষ্টি হওয়ায় গত ২২ মার্চ যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী এক সতর্কতা জারি করেছে, যাতে যারা এমনকি জরুরী কারণেও এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাবেন তাদেরকে সতর্ক থাকতে আহবান জানিয়েছে। যুদ্ধের কারণে বিভিন্ন দেশ তাদের আকাশসীমা ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছে বিভিন্ন দেশ। এর ফলে বহু বিমান সংস্থাকে তাদের আকাশপথ পরিবর্তন করে ঘোরাপথে গন্তব্যে পৌছতে হচ্ছে। আগামী ২ এপ্রিল থেকে ৫০টি দেশের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা বন্ড কর্মসূচি কার্যকর হতে যাচ্ছে। কোনো ভিসাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যাতে তাদের ভিসার মেয়াদ পেরিয়ে যাওয়ার পর অতিরিক্ত সময় যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান না করেন সেজন্য চালু করা হচ্ছে এই ভিসা বন্ড। ভিসার শর্ত লংঘন না করা সাপেক্ষে ভ্রমণ ভিসা, অর্থ্যাৎ বি-১/বি-২ ভিসার ক্ষেত্রে এই বণ্ডের পরিমাণ ফেরতযোগ্য ৫ হাজার ডলার থেকে ১৫ হাজার ডলার পর্যন্ত ধার্য করা হয়েছে। এই নীতি প্রথমে ৩৮টি দেশের ওপর প্রযোজ্য ছিল, পরে আরো ১২টি দেশ যোগ করা হয়। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি জানিয়েছে যে, ২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসনের হারও অনেক হ্রাস পেয়েছে। অভিবাসন নীতিতে ব্যাপক পরিবর্তনের কারণেই এ চিত্র পালটে গেছে। বরং যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের চেয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে অভিবাসী চলে যাওয়ার হার ২০২৫ সালে অধিক ছিল।

অভিবাসী বহিস্কারে নতুন প্রণোদনা ঘোষণা

অবৈধ অভিবাসীদের স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগে নতুন প্রণোদনামূলক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। নতুন এ কর্মসূচির কথা জানায় দেশটির হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ। এতে বলা হয়েছে, ভারত, চীন ও কলম্বিয়ার অভিবাসীরা নিজ দেশে ফিরতে ২ হাজার ৬০০ ডলার পর্যন্ত প্রণোদনা পাবেন। শুধু আর্থিক সহায়তা নয়, দেশে ফিরে গেলে বিমানের টিকিটের টাকাও দেবে ট্রাম্প প্রশাসন। এ কর্মসূচির প্রচারে নিজেদের এক্স হ্যান্ডেলে তিনটি ছবি প্রচার করেছে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ। ভারত, চীন ও কলম্বিয়াকে নিয়ে বানানো এসব প্রচারপত্রে দেশগুলোর বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থাপনার ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। সঙ্গে এসব দেশের অভিবাসীদের যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। ডিএইচএস বলেছে, 'সিবিপি হোম (অ্যাপ) ব্যবহার করে স্বেচ্ছায় দেশে ফিরতে গ্রহণ করুন বিনামূল্যের বিমান টিকিট, সঙ্গে নিন ২ হাজার ৬০০ ডলারের প্রণোদনা।' -রয়টার্স

স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে চার ধরনের প্রণোদনার কথা বলেছে ডিএইচএস। এর মধ্যে রয়েছে-১. অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড নেই, এমন অবৈধ অভিবাসীরা যুক্তরাষ্ট্র ছাড়তে চাইলে তাদের আটক করা বা আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিথিলতা দেখানো হবে; ২. যেসব অধৈব অভিবাসী যুক্তরাষ্ট্র ছাড়বেন, তাদের দেশ না ছাড়ার কারণে আরোপিত জরিমানা মওকুফ করা হবে। চাইলে তাদের দ্রুত দেশে ফেরার ব্যবস্থাও করা হবে; ৩. অভিবাসীদের সাধারণ যাত্রীর মতো নিজ দেশে ফেরার সুযোগ দেওয়া হবে। তাদের গ্রেপ্তার, আটক বা শারীরিক হয়রানি করা হবে না; ৪. যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ার চূড়ান্ত আদেশের পরেও যদি কেউ তা অমান্য করে জরিমানার মুখে পড়েন, স্বেচ্ছায় ফেরার ক্ষেত্রে সেই জরিমানাও মওকুফ হবে।

বাংলাদেশীদের অভিবাসী ভিসা স্থগিতের কারণ জানিয়েছে আমেরিকান দূতাবাস

যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি কল্যাণ সুবিধা ব্যবহারের হার বেশির কারণে বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য অভিবাসী ভিসা প্রদান স্থগিত করেছে দেশটি। সোমবার (২৩ মার্চ) ঢাকার মার্কিন দূতাবাস এক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছে।বার্তায় জানানো হয়, যুক্তরাষ্ট্রের করদাতাদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব হলো অভিবাসীরা যাতে অবৈধভাবে সরকারি কল্যাণমূলক সুবিধা গ্রহণ না করেন বা যুক্তরাষ্ট্রের ওপর সরকারি সহায়তার বোঝা হয়ে না দাঁড়ান তা নিশ্চিত করা। যেসব দেশের নাগরিকদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি কল্যাণ সুবিধা ব্যবহারের হার বেশি, সেই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য অভিবাসী ভিসা প্রদান স্থগিত করেছে ডিপার্টমেন্ট। এ স্থগিতাদেশের ফলে আমাদের যাচাই- বাছাই নীতিমালা ও প্রক্রিয়াগুলোর পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা করার সময় মিলবে, যাতে সেগুলো আমেরিকানদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়। এ স্থগিতাদেশ অনভিবাসী ভিসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, যার মধ্যে পর্যটক বা শিক্ষার্থীদের ভিসাও অন্তর্ভুক্ত।

মহান স্বাধীনতা দিবস আজ

(প্রথম পাতার পর)

হয়েছিল এদেশের স্বাধীনতা। আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস যেমন গৌরবের, তেমনই বেদনারও। অনেক রক্ত ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা। আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সেই সব জানা-অজানা শহিদকে, যারা তাদের বর্তমানকে বিসর্জন দিয়ে গেছেন এদেশের ভবিষ্যৎকে সুন্দর করার জন্য। আমরা শ্রদ্ধা জানাই মুক্তিযুদ্ধের সব সংগঠক ও মুক্তিযোদ্ধাকে এবং যারা এ যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাদের সবাইকে।

মহাকালের বিচারে ৫৫ বছর খুব বড় সময় নয়। তবে এ সময়ের ব্যবধানে কোনো কোনো জাতির অনেক দূর এগিয়ে যাওয়ার নজিরও আছে। আজ আমাদের বিচার-বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন স্বাধীনতার পর আমরা কতটা এগিয়েছি, কী ছিল আমাদের লক্ষ্য ও প্রত্যাশা, পূরণ হয়েছে কতটা। কোথায় আমাদের ব্যর্থতা, কী এর কারণ। স্বাধীনতার অন্যতম লক্ষ্য যদি হয় ভৌগোলিকভাবে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র বা ভূখণ্ডের অধিকারী হওয়া, তাহলে তা অর্জিত হয়েছে। তবে শুধু এটুকুই মানুষের প্রত্যাশা ছিল না। পাকিস্তানের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে দেশে একটি কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তিসহ মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশাও ছিল সবার। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের রায় মেনে না নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের দাবি প্রবল হয়ে উঠেছিল বাঙালির মধ্যে। তবে স্বাধীনতার পর দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেলেও তা হোঁচট খেয়েছে বারবার। বজায় থাকেনি এর ধারাবাহিকতা। ফলে আজও প্রাতিষ্ঠানিকতা পায়নি গণতন্ত্র। এবার স্বাধীনতা দিবস উদ্যাপিত হচ্ছে একটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। ১৬ বছরের গণতন্ত্রহীনতার পর এক নতুন বাংলাদেশে নতুন চিন্তায় পালিত হচ্ছে এবারের স্বাধীনতা দিবস। গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনাই হোক এবারের স্বাধীনতা দিবসের অন্যতম অঙ্গীকার।

আমরা দেখেছি, মুক্তিযুদ্ধসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর একচেটিয়াকরণ করেছিল বিগত আওয়ামী লীগ সরকার। অথচ আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি জনযুদ্ধ। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ নানা পর্যায়ে এ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পেছনে তাদের সবারই অবদান রয়েছে। আজ নতুন প্রেক্ষাপটে এ উপলব্ধি জাগ্রত হোক সবার মনে। আমাদের রাজনীতিতে ঐকমত্যের অভাব ও অসহিষ্ণুতা রয়েছে। অন্তত জাতীয় ইস্যুগুলোয় সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে ঐক্য থাকা প্রয়োজন হলেও অতীতের কোনো শাসনামলেই তা দেখা যায়নি। এক্ষেত্রে দেশের চেয়ে দলের স্বার্থই হয়ে উঠেছে মুখ্য। এ প্রবণতা থেকে সবার বেরিয়ে আসা উচিত।

দুই মিনিটের বক্তব্যে মন্ত্রীকে অর্ধশতাধিক বার 'স্যার' সম্বোধন ডিসির, ভিডিও ভাইরাল

ঢাকা : রংপুরে আয়োজিত এক উন্নয়ন সভায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলুকে উদ্দেশ্য করে জেলা প্রশাসক (ডিসি) এনামুল আহসানের ঘনঘন 'স্যার' সম্বোধন নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়েছে।মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) বিকেলে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে 'সমতাভিত্তিক আঞ্চলিক উন্নয়ন এবং শিল্পায়ন সম্ভাবনা' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় এই ঘটনা ঘটে। মাত্র দুই মিনিটের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ডিসি মন্ত্রীকে ৫০ বারেরও বেশি 'স্যার' বলে সম্বোধন করেছেন বলে জানা গেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ওই বক্তব্যের ভিডিওতে দেখা যায়, জেলা প্রশাসক এনামুল আহসান মন্ত্রীর কাছে রংপুরের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার প্রস্তাবনা তুলে ধরছেন। তবে কথা বলার সময় প্রায় প্রতিটি বাক্যে একাধিকবার 'স্যার' শব্দটি ব্যবহার করেন তিনি।

সভায় উপস্থিত একাধিক সূত্র জানিয়েছে, এত অল্প সময়ের মধ্যে বারবার একই সম্বোধনে অনেকেই বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসার পর নেটিজেনদের মধ্যে এটি নিয়ে হাস্যরস ও নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। রংপুর বিভাগীয় কমিশনার শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর। এছাড়া নীলফামারী ও গাইবান্ধা জেলার সংসদ সদস্যবৃন্দ, রংপুর রেঞ্জের ডিআইজি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা সভায় অংশ নেন। আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং শিল্পায়নের সম্ভাবনা নিয়ে আয়োজিত এই গুরুত্বপূর্ণ সভায় উন্নয়ন প্রস্তাবনার চেয়ে জেলা প্রশাসকের অতি-ভক্তি বা সম্বোধন রীতিই এখন মূল আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সরকারের উচ্চপদস্থ একজন কর্মকর্তার এমন আচরণ পেশাদারিত্বের পরিপন্থী কি না, তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

দেশে সড়কে সাত দিনে ২০৪ মৃত্যু

(প্রথম পাতার পর)

সেফটি ফাউন্ডেশনের প্রাথমিক হিসাবে একই সময়ে ২৬৮ সড়ক দুর্ঘটনায় ২০৪ জন নিহত হয়েছেন। আহতের সংখ্যা ছয় শতাধিক। মন্ত্রীরা স্মরণকালের নির্বিঘ্ন ঈদযাত্রার দাবি করলেও, প্রাণহানির এই সংখ্যা অতীতের যে কোনো ঈদের ছুটির তুলনায় বেশি। সরকারি নিয়ন্ত্রক সংস্থা সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) হিসাবে, দুর্ঘটনা ও হতাহতের অনেক তথ্য নেই। যেমন ২১ মার্চ রাত ২টা ৫৫ মিনিটে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার পদুয়ার বাজার রেলক্রসিং বাস দুর্ঘটনায় ১২ জন নিহত হওয়ার তথ্য নেই। হাসপাতালগুলোতে ঈদের ছুটিতে দুর্ঘটনায় আহত রোগীর ঢল ছিল। সরকারি হিসাবে সারাদেশে আহতের সংখ্যা ২১৭ জন বলা হলেও, পঙ্গু হাসপাতাল নামে পরিচিত রাজধানীর জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে ঈদের আগের রাত ১২টা ১ মিনিট থেকে পরের দিন বিকেল ৫টা পর্যন্ত ১৫১ জন আহত রোগী আসেন। দেশের অন্যান্য হাসপাতালেও ছিল একই চিত্র। অধিকাংশ আহত রোগী ছিলেন মোটরসাইকেল, ব্যাটারির রিকশা কিংবা ইজিবাইক দুর্ঘটনায় আহত। বেসরকারি সংস্থাগুলো সাধারণত ঈদের আগে সাত দিন, পরের সাত দিন এবং ঈদের দিনসহ মোট ১৫ দিনকে ঈদযাত্রা হিসেবে গণ্য করে। অতীতে দেখা গেছে, এই সময়ের মধ্যে নিহতের সংখ্যা ৩০০ থেকে ৪০০ থাকে।

যাত্রী কল্যাণ সমিতির হিসাবে গত বছরের ঈদুল ফিতরের আগে-পরে ১৫ দিনে সড়ক-মহাসড়কে ৩১৫টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৩২২ জন নিহত হন। আহত হন ৮২৬ জন। সংগঠনটির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ঈদুল ফিতরের ১৫ দিনে ৩৭২ দুর্ঘটনায় ৪১৬ জন নিহত হয়েছিলেন। যা ছিল এক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ। এবার ঈদের ছুটি শুরু হয় ১৭ মার্চ। সাত দিনের ছুটি চলে ২৩ মার্চ পর্যন্ত। মঙ্গলবার ২৪ মার্চ অফিস-আদালত খুলেছে। তবে অধিকাংশ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, কলকারখানায় এখনও চলছে ঈদের ছুটি। আগামী শনিবার থেকে খুলবে। এ হিসেবে ঈদযাত্রা এখনও চলছে।

প্রাণহানিতে রেকর্ডের আশঙ্কা : রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক সাইদুর রহমান বলেছেন, ১৭ মার্চ দুপুর থেকে ২৪ মার্চ দুপুর পর্যন্ত সাত দিনে অন্তত ২৬৮ সড়ক দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ২০৪ জন নিহত হয়েছেন। এই সংখ্যা একবারেই প্রাথমিক। ঈদের ছুটির কারণে অফিস বন্ধ রয়েছে। অনেক তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি। স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরুর পর আরও অনেক তথ্য আসবে। তখন বলা যাবে, প্রাণহানির প্রকৃত সংখ্যা কত। তবে যে আভাস মিলছে, তাতে প্রাণহানির রেকর্ড হতে পারে এবারের ঈদযাত্রায়। সরকারি হিসাবে ছুটির সাত দিনে ১০০ জন নিহত হয়েছেন। এই সংখ্যাও প্রাথমিক। বিআরটিএর একাধিক কর্মকর্তা নিশ্চিত করেছেন, ছুটির কারণে অনেক তথ্য পাওয়া যায়নি। সব তথ্য আসার পর তা সরকারি মাধ্যমে যাচাই করার পর প্রকৃত সংখ্যা পাওয়া যাবে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, ১৭ মার্চ ১২ দুর্ঘটনায় ১৫ জন নিহত এবং ১৫ জন আহত হয়েছেন। ১৮ মার্চ ১৮ দুর্ঘটনায় ১৩ জন নিহত এবং ৬২ জন আহত হয়েছেন। ১৯ মার্চ ১১ দুর্ঘটনায় আটজন নিহত এবং সাতজন আহত হয়েছেন। ২০ মার্চ ছয় দুর্ঘটনায় আটজন নিহত এবং ৩৬ জন আহত হয়েছেন। ২১ মার্চ ১৭ দুর্ঘটনায় ১৫ জন নিহত এবং ২৫ জন আহত হয়েছেন। ২২ মার্চ ১৯ দুর্ঘটনায় ৩২ জন নিহত এবং ৬০ জন আহত হয়েছেন। ২৩ মার্চ ৯ দুর্ঘটনায় ৯ জন নিহত এবং ১২ জন আহত হয়েছেন। গত বছরের ঈদুল ফিতরে ছুটি ছিল ৯ দিন; ২৮ মার্চ থেকে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত। সেবার সরকারি হিসাবে ১৪৬ জন নিহত হন। গড়ে দৈনিক ১৬ দশমিক ২২ জন প্রাণ হারান। এবার সাত দিনের ছুটিতে দিনে গড়ে ১৪ দশমিক ২৮ জনের প্রাণহানি হয়েছে। তবে সরকারি সূত্রগুলোই বলছে, পূর্ণাঙ্গ তথ্য আসার পর এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। যাত্রী কল্যাণ সমিতির মহাসচিব মোজাম্মেল চৌধুরী বলেছেন, সাধারণত ঈদের ছুটির পর কর্মস্থলে ফেরার পথে দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি বৃদ্ধি পায়। কারণ, ঈদের আগে সরকারের যে নজরদারি এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যে কঠোরতা সড়কে থাকে, তা ঈদের পর দেখা যায় না। একই ভাষ্য জানিয়ে সাইদুর রহমান বলেছেন, এ কারণে প্রতিবছরই ঈদের পর কর্মস্থলে ফেরার পথে প্রাণহানি বৃদ্ধি পায়। এবারও এই ধারা অব্যাহত থাকলে এবং সরকার কঠোর না হলে নি-শ্চিতভাবেই এবারের ঈদযাত্রায় প্রাণহানির রেকর্ড হবে। সাইদুর রহমান বলেন, ২৮ মার্চ পর্যন্ত পরিস্থিতি আরও পরিবর্তিত হতে পারে। এবার ট্রেনে দুর্ঘটনা অতীতের তুলনায় বেশি। জ্বালানি সংকটের কারণে মোটরসাইকেলের ব্যবহার না কমলে, দুর্ঘটনা আরও বৃদ্ধি পেত। অধিকাংশ দুর্ঘটনায় ব্যাটারিচালিত রিকশা, ইজিবাইক, অটোরিকশাসহ সড়কে চলাচল নিষিদ্ধ যানবাহনের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

যত্রতত্র ব্যাটারির রিকশাই কি প্রধান কারণ : সড়ক-মহাসড়কে দ্রুতগতির গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ব্যাটারির রিকশা-অটোরিকশা চলাচলের কারণে দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বহু বছর ধরে এ মতামত দিয়ে রিকশা নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ দিচ্ছেন। কিন্তু ৫ আগস্টের পর রিকশা চলাচল আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাটারিচালিত এই যানবাহনের প্রকৃত সংখ্যা কত, তা এখন আর কেউ জানে না। ধারণা করা হয়, অন্তত ১৫ লাখ ব্যাটারি রিকশা চলে সারাদেশে। কারও কারও দাবি, সংখ্যাটি ৪০ লাখ। অন্তর্বর্তী সরকার সিটি করপোরেশন এবং পৌরসভা আইনে সংশোধন করে ব্যাটারিচালিত যানবাহনকে নিবন্ধনের মাধ্যমে বৈধতার সুযোগ দিয়েছে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. হাদিউজ্জামান বলেছেন, দ্রুতগতির যান চলাচলের উপযোগী সড়ক-মহাসড়কে একই সঙ্গে যতদিন ব্যাটারির রিকশা, ইজিবাইক, অটোরিকশা চলবে, ততদিন দুর্ঘটনা ঠেকানো যাবে না। এসব যানবাহনে সামান্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই। বাস, ট্রাকের মতো বড় যানবাহন ছাড়াও মাইক্রোবাস, পিকআপের মতো মাঝারি যানবাহনের সঙ্গে সাধারণ সংঘর্ষেও ভয়াবহ প্রাণহানি হচ্ছে।

সারাদেশে একই চিত্র : সমকালের প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য অনুযায়ী, ঈদযাত্রায় মোটরসাইকেল, ইজিবাইক, ব্যাটারি রিকশা-সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনায় অধিকাংশ প্রাণহানি হয়েছে। ভেদরগঞ্জ (শরিয়তপুর) প্রতিনিধি জানিয়েছেন, উপজেলায় ঈদের তিন দিনে পৃথক দুর্ঘটনায় অন্তত ৬০ জন আহত হয়েছেন। হাসপাতাল, পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, মোটরসাইকেল আরোহী ও চালকদের অধিকাংশ কিশোর। ড্রাইভিং লাইসেন্স ও হেলমেট ছাড়াই দাপিয়ে বেড়ায় তারা। সোমবার রাতে উপজেলার গাজীপুর ব্রিজে দুই বন্ধুসহ দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে অনিক হাওলাদার নামে এক ১৭ বছরের কিশোর। হেলমেট ও ড্রাইভিং লাইসেন্স ছিল না তার। ঈদের ছুটিতে রাস্তায় পুলিশ নেই তাই বন্ধুদের নিয়ে ঘুরতে বের হয়। ভেদরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার বেলায়াত রাজু বলেন, সোমবার এক দিনে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় আহত ৩০ জন চিকিৎসা নিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে হওয়া চুক্তি বাস্তবায়নে কাজ করবে সরকার : পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে হওয়া অন্তর্বর্তী সরকারের চুক্তি বাস্তবায়নে সরকার কাজ করবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ। সোমবার সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি একথা বলেন। শামা ওবায়েদ বলেন, দেশের স্বার্থ বজায় রেখে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের চুক্তি বাস্তবায়নে যাবে সরকার। তবে এক্ষেত্রে দেশের স্বার্থ রক্ষা করা হবে বলেও জানান তিনি।

তিনি বলেন, সব দেশের সঙ্গেই কিন্তু আমাদের কাজ করতে হবে। বাংলাদেশ একটি এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড (রপ্তানিমুখী) দেশ। এলডিসি গ্রাজুয়েশনসহ সবকিছু মাথায় রেখে আমাদের কাজ করতে হবে। সুতরাং, চুক্তির বিষয়ে আলোচনা হবে এবং আলোচনার ভিত্তিতেই সবকিছু হবে। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এ সময় শেখ হাসিনাকে ফেরত আনার বিষয়ে সরকার সক্রিয় আছে বলেও জানান। এছাড়া কাতারসহ অন্যান্য দেশে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকা প্রবাসী কর্মীদের ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়ে সরকার যোগাযোগ করছে বলেও জানান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

শেখ মুজিব বাঙালিদের 'বেঈমান' বলেছিলেন

(শেষ পাতার পর)

গ্রন্থ "পাওয়ার অফ নাও" আমাদের শেখায় অতীতে নয়, ভবিষ্যতে নয়, বাস করো বর্তমানে। আসলে ইতিহাসের কাজটা কী? ইতিহাসের কাজ একটাই, তা হচ্ছে অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। অতীতে আমরা যে ভুল করেছি সেই ভুল আর করবো না। অতীতে যেসব ভালো কাজ করেছি আজ তার চেয়ে অনেক বেশি ভালো কাজ করবো। আমাদের আদর্শ লক্ষ্য হলো প্রতিদিন একটু হলেও আগের দিনের চেয়ে জোরে দৌড়ানো। কিন্তু আমরা কি প্রকৃতপক্ষে তা করি? করি না। সেজন্যই এই প্রবাদ তৈরি হয়েছে, ইতিহাসের শিক্ষা এটাই যে ইতিহাস থেকে কেউ কিছু শেখে না, বারবার তাই মন্দ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে।

এই ঘটনা পৃথিবীর সর্বত্রই ঘটে, আমাদের দেশে ঘটে একটু বেশি। এর মূল কারণ হয়ত মাত্রাতিরিক্ত আবেগ। বাঙালিরা খুব আবেগপ্রবণ জাতি। এই আবেগ একদিকে যেমন শক্তি, অন্যদিকে পিছিয়ে পড়ারও কারণ। আমার ধারণা দুটি কারণে বাঙালি মুসলমানেরা অতিমাত্রায় আবেগপ্রবণ এবং বিভ্রান্ত। প্রথমত এদেশে ঘন ঘন ঋতুবদল হয়। ছয় ঋতুর দেশ তো পৃথিবীর আর কোথাও নেই। দ্বিতীয় কারণটি হলো নানান জাতি-গোষ্ঠীর মিশ্রণে তৈরি হওয়া একটি শংকর জাতি।

চতুর্দশ শতকের বিশ্ব পর্যটক ইবনে বতুতা চট্টগ্রামে এসে বাংলা মুলুক সম্পর্কে বলেছেন, "প্রাচুর্যে ঠাসা এক নরক"। বলাই বাহুল্য এদেশের মানুষই তাদের অযোগ্যতা দিয়ে দেশটিকে নরক বানিয়ে রেখেছিলেন। আজও কি সেই অবস্থার খুব বেশি উত্তরণ ঘটেছে? বাঙালিদের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সালমান রুশদী অনেক নেতিবাচক কথা বলেছেন। এমন কী বাঙালির প্রাণের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানও একজন পাকিস্তানি ক্যাপ্টেনের কাছে বাঙালিদের 'বেঈমান' বলে উল্লেখ করেছেন। মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে শেখ মুজিব কোন প্রেক্ষিতে বাঙালিদের বেঈমান বলেছিলেন সেই গল্পটা বলি। হয়ত ঘটনাটি অনেকের কাছেই এখনো অজানা।

২৫ মার্চ ১৯৭১, বৃহস্পতিবার, রাত ১১টায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী শেখ মুজিবুর রহমানকে তার ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন তরুণ ক্যাপ্টেন বেলাল স্পেশ্যাল সার্ভিস গ্রুপ (এসএসজি)র ছোট্ট একটি দল নিয়ে তাকে গ্রেফতার করতে যান। সেখানে গিয়ে দেখেন বাড়িটি ঘিরে রেখেছে অসংখ্য বাঙালি পুলিশ ও দলীয় নেতাকর্মী। ক্যাপ্টেন ভেবেছিলেন এমন একজন জনপ্রিয় নেতা, যিনি দেশের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হবার কথা, তাকে গ্রেফতার করা কঠিন হবে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা ছিল তার উল্টো। বিনা বাঁধায়, অনায়াশেই তারা শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হন। গ্রেফতার করে তাকে নিয়ে আসেন নতুন রাজধানীর নির্মাণাধীন জাতীয় পরিষদ ভবনে। সেখানে কর্নেল এস ডি আহমেদ দুঃখ করে বলেন, 'এই ভবনে আপনার পা রাখার কথা দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে, বন্দি হিসেবে নয়।' এবং জাতীয় এই দুঃখজনক ঘটনার জন্য তিনি শেখ মুজিবকেই দায়ী করেন। শেখ মুজিব নিজেকে নির্দোষ দাবী করে বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে ঐকমত্যে পৌছানোর বিষয়ে তিনি আশাবাদী ছিলেন।

ক্যাপ্টেন বেলাল তাকে বিনা বাঁধায় গ্রেফতার করতে পেরে খুব অবাক হন এবং এই বিষয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে বিব্রত করার জন্য প্রশ্ন করেন, একজন ব্যক্তিও আপনাকে বাঁচাতে জীবন দেওয়ার জন্য সামনে এগিয়ে আসেনি কেন? বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, ক্যাপ্টেন সাহেব আপনি কি জানেন না যে বাঙালিরা কেমন বেঈমান?

উল্লেখ্য, ২৫ মার্চ থেকে ১ এপ্রিল পর্যন্ত, এই ৭দিন, ঢাকা সেনানিবাসের বিভিন্ন জায়গায় বন্দি হিসেবে শেখ মুজিবকে রাখা হয়। ভারত তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করতে পারে এই বিবেচনা থেকে এক স্থানে বেশিক্ষণ রাখা হয়নি। ১ এপ্রিল সকালে পিআইএর একটি বোয়িং বিমানে করে তাকে প্রথমে করাচী ও পরে রাওয়ালপিন্ডি নিয়ে যাওয়া হয়। আর্জেন্টিনা থেকে গ্রেফতার করে মোসাদ যেভাবে কৌশলে জীবিত আইখম্যানকে তেল আবিব নিয়ে যায় অনেকটা সেইরকম নাটক করে শেখ মুজিবকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। বিমানটিকে এমনভাবে তৈরি করা হয় যেন সবাই বুঝতে পারে লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান এই বিমানে সফর করছেন। একজন সেনা অফিসার টিক্কা খান সেজে গাড়ির বনেটে তার পতাকা তুলে দেন। অতি দ্রুত সেই গাড়িতেই মুজিবকে তুলে নিয়ে বিমানবন্দরের রানওয়েতে ছুটে যান। দ্রুত উড্ডয়নের জন্য বিমানটি আগে থেকেই চালু করে রাখা হয়। অতি দ্রুত তাকে বিমানে তুলে উড্ডয়নের জন্য তাড়াহুড়া করায় শেখ মুজিবের স্যুটকেস গাড়িতেই থেকে যায়, পরে সেই স্যুটকেস অন্য ফ্লাইটে পাঠানো হয়।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ থেকে ১লা এপ্রিল পর্যন্ত বহু ঘটনা ঘটে যা খুব একটা পরিস্কারভাবে গণপরিসরে আসেনি, বিশেষ করে গ্রেফতারের পর যে শেখ মুজিব ১ সপ্তাহ ঢাকাতেই ছিলেন এই ঘটনা খুব কম মানুষই জানে, তাই আজ স্বাধীনতা দিবসের গদ্যটি লিখতে গিয়ে ইতিহাস থেকে এই ঘটনাটি তুলে আনলাম। শেখার জন্য হয়ত এই ঘটনাটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, তবে আগ্রহোদ্দীপক তো বটেই।

ইতিহাস থেকে যা শিখতে হয় তা হলো, ইতিহাস আমাদের ভিত্তি। ওখান থেকে সামনে এগিয়ে যেতে হয়। ইতিহাসের শিক্ষা নিয়ে অর্থনীতির রাজনীতি করতে হয়, সাম্যের, গণতন্ত্রের, সততার, নৈতিকতার রাজনীতি করতে হয়। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা কাজে লাগিয়ে দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার রাজনীতি করতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা শুধু ইতিহাসের রাজনীতিটাই করি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের ভিত্তি কিন্তু এটি নিয়ে রাজনীতি করা জাতির জন্য আত্মঘাতী। একটি বিভক্ত জাতি কখনোই উন্নতির সোপানে পা রাখতে পারে না।

আমার বিবেচনায় অলস জাতিগুলো ইতিহাস আঁকড়ে পড়ে থাকে। তারা তাদের অতীতকেই শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করে এবং আর সামনে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে না। এটি খুব দুঃখজনক যে আওয়ামী লীগ এবং তাদের সমর্থকেরা মনে করেন শেখ মুজিবুর রহমানের চেয়ে বড়ো নেতা, বড়ো রাষ্ট্রনায়ক হওয়া সম্ভবই নয়, বিএনপি মনে করে জিয়াউর রহমানের চেয়ে বড়ো এবং সফল রাষ্ট্রনায়ক আর কারো পক্ষে হওয়া সম্ভব নয়। আমরা যদি শেখ মুজিব এবং জিয়াউর রহমানের চেয়ে বড়ো এবং দক্ষ নেতা তৈরি করতে না পারি তাহলে দেশ এগুবে কী করে?

রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্ব হচ্ছে অতীতের সফল, অসফল সকল রাষ্ট্রনায়কের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করা, তাদের ব্যর্থতা এবং ভুলগুলো সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা এবং সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি না করা। নিজের দলের প্রধান নেতার ভুলগুলো জনপরিসরে তুলে ধরে ঘোষণা করা যে এই ধরণের ভুল আমরা আর করবো না। সফল ব্যক্তিদের সাফল্যগুলো নির্ণয় করে তা মানুষের সামনে তুলে ধরে বলতে হবে কোন কৌশলে বর্তমান নেতৃত্ব এর চেয়েও অধিক সফল হবেন।

শেখ মুজিবের ভাষায় 'বেঈমান' বাঙালির অসংখ্য প্রমাণ আমরা মুজিবোত্তরকালে পেয়েছি। হেলিকপ্টারে করে ব্যালট বাক্স তুলে এনে খন্দকার মুশতাককে নির্বাচনে জিতিয়েছিল শেখ মুজিব। নিঃসন্দেহে এটি নির্বাচনী এলাকার ভোটারদের সঙ্গে প্রতারণা। সেই প্রতারণার প্রাপ্তি মুশতাককে কৃতজ্ঞ করেনি, করেছে বেঈমান। মুজিব হত্যায় তার সম্পৃক্ততার বহু প্রমাণ আজ গণমাধ্যমে প্রকাশিত। জিয়াকে পাল্টা ক্যু করে মুক্ত করেন কর্নেল তাহের। অথচ সেই তাহেরের গলায় ফাঁসির রজ্জু পরিয়ে দিলেন জিয়াউর রহমান। শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরে আসার, রাজনীতি করার সুযোগ করে দেন জিয়াউর রহমান, অথচ তিনি দেশে ফেরার ১৩ দিনের মাথায় জিয়া নিহত হন।

খালেদা জিয়া এবং তারেক রহমান বেশ কয়েকজন সিনিয়র অফিসারকে ডিঙিয়ে বিশ্বস্ত মঈন ইউ আহমেদকে সেনাপ্রধান করেন অথচ সেই মঈন ইউ আহমেদ খালেদা জিয়াকে গ্রেফতার ও তারেক রহমানকে বন্দি করে নির্যাতন করেন। শুধু তাই না, কথিত আছে ২০০৮ সালের নির্বাচনে ফলাফল প্রকাশে ইঞ্জিনিয়ারিং করে সেইফ এক্সিটের নিশ্চয়তার জন্য আওয়ামী লীগকে সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ আসন দিয়ে ক্ষমতায় আনেন ফখরুদ্দিন-মঈনুদ্দিন সরকার। শেখ হাসিনা একের পর এক নির্বাচনে কারচুপি করে ১৭ বছর ক্ষমতায় টিকে থাকেন এবং ফ্যাসিস্ট দানবে পরিণত হন। বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী মিলে বহু আন্দোলন করেও হাসিনার কেশাগ্রও টলাতে পারেনি। সকলে ধরেই নিয়েছিল আমৃত্যু হাসিনাই এদেশের মসনদে আসীন থাকবেন, তাকে কেউ সরাতে পারবে না। কিন্তু হঠাৎ করে দেশে তৈরি হলো এক গণসুনামী, ২০২৪ সালের বর্ষাকালে উত্তাল হয়ে উঠলো জনসমুদ্র। হাসিনার শুধু পতনই হলো না, সদলবলে দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। অভ্যুত্থানে নেতৃত্বদানকারী তরুণ ছাত্র-জনতা একে একে বিএনপির নেতা-কর্মীদের জেল থেকে বের করে আনেন। কেউ ভারত থেকে দেশে ফিরে আসেন, তারেক রহমান লন্ডন থেকে মামলা বিহীন এক নির্ঝঞ্ঝাট বাংলাদেশে ফিরে এসে বীরোচিত গণসম্বর্ধনা লাভ করেন। বিএনপির নেতারা কেঁদে কেঁদে ছাত্রনেতাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানান।

১৭ মাসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পর নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা গ্রহণ করে বিএনপি কিন্তু আবারও সেই বেঈমানীর পুনরাবৃত্তি। ছাত্ররা এদেশের মানুষকে রাষ্ট্র মেরামতের স্বপ্ন দেখিয়েছিল, যে স্বপ্ন দেশের কোটি জনতাকে রাজপথে টেনে এনেছিল, হাসিনার পতন ঘটিয়েছিল, যে স্বপ্ন বাস্তবায়নের সূচনাকল্পে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে দিনের পর দিন আলোচনা করে তৈরি করেন জুলাই সনদ, যেটি এদেশের মানুষ গণভোটের রায়ের মধ্য দিয়ে অনুমোদন করে, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে এখন বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তারেক রহমানের সরকার। এবার আর কোনো একক ব্যক্তি বা দলের সঙ্গে নয়, বেঈমানী পুরো জাতির সঙ্গে, যেটি হাসিনা করেছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে দিয়ে পিতার মত চিরকাল ক্ষমতায় টিকে থাকার ফন্দি-ফিকির করে।

২০২৪ সালে অতীতের সকল বেঈমানীর ইতিহাস জেনেই ছাত্র-জনতা আশায় বুক বেঁধেছিল, এ-জাতির অনেক শিক্ষা হয়েছে, হাসিনার এই শোচনীয় পরাজয় থেকে নিশ্চয়ই ক্ষমতায় আসা দল কিছু শিখবে কিন্তু চোরায় না শোনে ধর্মের কাহিনী। সেই পুরোনো গল্পের পুনরাবৃত্তি। ২০২৬ সালের স্বাধীনতা দিবসে ক্ষমতাসীনদের বোধোদয় হোক, ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুক, সম্ভাবনা ক্ষীন হলেও প্রত্যাশার এই প্রদীপ সর্বদাই জ্বালিয়ে রাখতে চাই।

হলিসউড, নিউইয়র্ক। ২০ মার্চ ২০২৬

বাসস্থান সংকটে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজারো শিক্ষার্থী

(শেষ পাতার পর)

অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হয়েছে। এই হিসাবে প্রায় ৭,৮৭১ জন শিক্ষার্থী হাউজিং সংকটে পড়েছেন। বিশেষ করে ২০২৪ সালে কমিউনিটি কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই হার তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা গেছে।

জরিপে উঠে এসেছে আরও উদ্বেগজনক তথ্য। অংশগ্রহণকারীদের প্রায় ২০ শতাংশ জানিয়েছেন, তারা ভাড়া বা মর্টগেজ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিশোধ করতে পারেননি। অনেক শিক্ষার্থীকে একাধিকবার বাসস্থান পরিবর্তন করতে হয়েছে, আবার কেউ কেউ বাধ্য হয়েছেন বন্ধু বা আত্মীয়দের বাড়িতে অস্থায়ীভাবে থাকতে। এ বিষয়ে সিটি কাউন্সিল সদস্য রিতা জোসেফ বলেন, "এই সংখ্যাগুলো অত্যন্ত উদ্বেগজনক। শিক্ষার্থীদের হোমলেসনেস কেবল ব্যক্তিগত সংকট নয়, এটি শহরের শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্যও একটি বড় সতর্কবার্তা।"

অন্যদিকে, 'অ্যাডভোকেটস ফর চিলড্রেন অব নিউইয়র্ক'-এর ২০২৪-২০২৫ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক স্কুল শিক্ষার্থীদের মধ্যে হোমলেসনেস রেকর্ড পর্যায়ে পৌঁছেছে। সমীক্ষা অনুযায়ী, প্রতি সাতজন শিক্ষার্থীর মধ্যে একজন পুরো বছরজুড়ে বাসস্থানের অভাবের সম্মুখীন হয়েছে। জাতীয় পর্যায়েও পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। 'স্কুলহাউস কানেকশন'-এর গবেষণা বলছে, গত বছরে প্রায় ১৪ শতাংশ কলেজ শিক্ষার্থী হোমলেস ছিলেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, ক্রমবর্ধমান ভাড়া, জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি এবং পর্যাপ্ত সাশ্রয়ী আবাসনের অভাবই এই সংকটের প্রধান কারণ। তারা শিক্ষার্থীদের জন্য জরুরি ভিত্তিতে টেকসই হাউজিং সহায়তা ও নীতিগত উদ্যোগ নেওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন।

নিউইয়র্কে পণ্যের দোকানে নগদ

(শেষ পাতার পর)

গ্রাহকদের কাছ থেকে নগদ অর্থ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।গত ২১ মার্চ শনিবার থেকে নতুন এই আইনটি কার্যকর হয়েছে। যার ফলে এখন থেকে কোনো খাদ্যদোকান বা খুচরা বিক্রেতা গ্রাহকের নগদ অর্থ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাতে পারবে না।নতুন আইনের আওতায় গ্রাহকদের ক্রেডিট কার্ড বা অন্য কোনো ডিজিটাল পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহারে বাধ্য করা যাবে না। একই সঙ্গে কেউ নগদ অর্থে মূল্য পরিশোধ করতে চাইলে তার কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ নেওয়াও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস এক বিবৃতিতে বলেন, 'মানুষ যেভাবেই মূল্য পরিশোধ করুক না কেন, সেবা পাওয়ার অধিকার তাদের আছে।'নগদ অর্থ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে বা অতিরিক্ত অর্থ নিয়ে প্রয়োজনীয় পণ্য থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না।'নতুন আইনটি না মানলে বিক্রেতাকে প্রথমে সর্বোচ্চ ১ হাজার ডলার জরিমানা করা হবে। আর পুনরায় আইন অমান্য করলে ১ হাজার ৫০০ ডলার পর্যন্ত জরিমানা করার কথা বলা হয়েছে। এর আগে ২০২০ সালে নিউ ইয়র্ক সিটিতে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে নগদ অর্থ গ্রহণের আইন চালু হয়। এবার নতুন এ আইন কার্যকর হওয়ার ফলে পুরো স্টেইটেই একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।বিশেষজ্ঞদের মতে, এই উদ্যোগের ফলে ব্যাংকিং সুবিধাবঞ্চিত বা ডিজিটাল লেনদেন ব্যবস্থার বাইরে থাকা মানুষদের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয় আরও সহজ হবে।

লাগোয়ার্ডিয়া বিমানবন্দরে বিমান দুর্ঘটনা

(শেষ পাতার পর)

এক্সপ্রেসের একটি বিমান এবং একটি ফায়ার-রেসকিউ যানবাহনের মধ্যে রানওয়েতে সংঘর্ষ ঘটে। এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের অডিও রেকর্ডিং থেকে জানা গেছে, প্রথমে ফায়ার-রেসকিউ গাড়িটিকে রানওয়ে পার হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, পরে তাকে থামতে বলা হয়–এই বিভ্রান্তির মধ্যেই দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিউইয়র্ক ও নিউ জার্সির পোর্ট অথরিটি, যারা বিমানবন্দরটি পরিচালনা করে, এক বিবৃতিতে জানায়,সংঘর্ষে বিমানটির পাইলট ও কো-পাইলট নিহত হয়েছেন। তদন্ত সংশ্লিষ্ট আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সূত্র জানিয়েছে, নিহত দুই পাইলটই কানাডার নাগরিক।

সূত্র অনুযায়ী, সংঘর্ষের সময় বিমানটির গতি ছিল ঘণ্টায় প্রায় ১০০ মাইল।

পোর্ট অথরিটি জানায়, জ্যাজ অ্যাভিয়েশন পরিচালিত এয়ার কানাডা ফ্লাইট ৮৬৪৬-এ ৭২ জন যাত্রী এবং ৪ জন ক্রু সদস্য ছিলেন। এদের মধ্যে ৪১ জনকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে–যার মধ্যে ৩৯ জন বিমান থেকে এবং ২ জন পোর্ট অথরিটির এয়ারক্রাফট রেসকিউ ও ফায়ারফাইটিং দলের সদস্য।এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ক্যাথরিন গার্সিয়া সোমবার সকালে জানান, প্রাথমিকভাবে হাসপাতালে নেওয়া ৩২ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তবে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সূত্রে জানা গেছে, বেশিরভাগ আহত ব্যক্তি ভাঙা হাড় ও আঘাতজনিত সমস্যায় ভুগছেন, তবে একজনের মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়েছে।সূত্র আরও জানায়, এক ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট নিজের সিটে বাঁধা অবস্থায় বিমানের ভাঙা অংশ দিয়ে নিচে পড়ে যান। উদ্ধারকারীরা তাকে সিটসহ খুঁজে পান এবং গুরুতর কিন্তু জীবন-সংশয়হীন অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়া হয়।সিবিএস নিউজকে একটি সূত্র জানায়, এটি একটি দুর্ঘটনা বলেই মনে হচ্ছে এবং এতে কোনো নাশকতা বা সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়নি। তদন্তকারী সংস্থাগুলো বিমানের 'ব্ল্যাক বক্স'–ফ্লাইট ডাটা ও ককপিট ভয়েস রেকর্ডারউদ্ধার করেছে।

দুর্ঘটনার পর লাগোয়ার্ডিয়া বিমানবন্দর সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (FAA) সোমবার দুপুর ২টা পর্যন্ত সব ফ্লাইট স্থগিত রাখার নির্দেশ দেয়। বর্তমানে একটি রানওয়ে চালু করা হয়েছে, তবে যাত্রীদের বিলম্ব ও ফ্লাইট বাতিলের সম্ভাবনার বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে এবং নিজ নিজ এয়ারলাইনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বলা হয়েছে।

এদিকে লাগোয়ার্ডিয়া বিমানবন্দরে ফায়ার ট্রাক-বিমান সংঘর্ষের ঘটনায় তদন্ত চলাকালীন একাধিক তথ্য প্রকাশ করেছে ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট সেফটি বোর্ড-এনটিএসবি।এনটিএসবির চেয়ারপারসন জেনিফার হোমেনডি জানান, ফ্লাইট অবতরণের সময় রানওয়েতে অন্য কোনো যানবাহন থাকার নিয়ম নেই কিন্তু ফায়ার ট্রাক ও বিমানটি একই সময়ে রানওয়ে ৪ অতিক্রম করছিল।দুর্ঘটনার কয়েক মিনিট আগে ট্রাফিক কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে ট্রাকটি থামার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তবে দুটি যান কাছাকাছি থাকায় সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হয়নি।

ট্রাকটির অবস্থান নির্ণয়কারী কোনো ট্রান্সপন্ডার ছিল না বলেও জানান জেনিফার। কম নির্ভুল রাডারের ওপর নির্ভর করে কাজ চালাচ্ছিলেন দায়িত্বরত কর্মীরা। যার ফলে পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা পেতেও বেগ পেতে হচ্ছিল কর্মীদের।জেনিফার আরও জানান, সম্ভাব্য দুর্ঘটনা এড়াতে ব্যবহৃত সতর্ককারী এলার্ম সারফেস ডিটেকশন সিস্টেমটিও সংঘর্ষের আগে কাজ করতে ব্যর্থ হয়। কারণ, দুর্ঘটনাস্থলের আশেপাশে একাধিক যানবাহন ছিল। যার ফলে এলার্ম সিস্টেমটি আসল সংঘর্ষের এলাকা নির্ণয়ে ব্যর্থ হয়।

এদিকে, দুর্ঘটনার পর রাতের বেলা বিমানবন্দরে দায়িত্বরত কর্মী সংখ্যা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তদন্ত কর্মকর্তারা।এনটিএসবি জানায়, ঘটনার দিন রাতের শিফটে মাত্র দুজন কন্ট্রোলার একাধিক দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। দুর্ঘটনার পেছনে কর্মীর অভাব দায়ী কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।কর্তৃপক্ষ জানায়, ঘটনাটি এখনও তদন্তাধীন। সংঘর্ষের আগে নিহত ভুক্তভোগী পাইলটরা ট্রাকটি দেখতে পেয়েছিলেন কিনা, ফায়ার ফাইটাররা থামার নির্দেশ শুনেছিলেন কিনা ও দুর্ঘটনাস্থলের আশেপাশে কতগুলো যানবাহন ছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

গণভোট ও দুদক সংস্কার প্রস্তাবে জামায়াতের তীব্র বিরোধিতা

ঢাকা : অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের জারি করা ১৩৩টি অধ্যাদেশ পর্যালোচনা নিয়ে সংসদীয় কমিটির বৈঠকে বেশ কিছু প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। বিশেষ করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সংক্রান্ত সংশোধনী এবং গণভোট বিল রহিতের সরকারি প্রস্তাবের প্রতি তীব্র আপত্তি জানিয়েছে দলটি। বুধবার (২৫ মার্চ) জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত অধ্যাদেশ পর্যালোচনা কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল রফিকুল ইসলাম খান।

এ সময় তার সঙ্গে নায়েবে আমির অধ্যাপক মুজিবুর রহমানসহ দলের নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। রফিকুল ইসলাম খান বলেন, দুই দিনব্যাপী আলোচনায় ১৩৩টি অধ্যাদেশের মধ্যে প্রায় ১১৫টি বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে। তবে ১৮ থেকে ২০টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। এর মধ্যে গণভোট বিল বাতিলের প্রস্তাবকে ‘জুলাই অভ্যুত্থানের চেতনার পরিপন্থি’ উল্লেখ করে এর বিরোধিতা করা হয়েছে। দুদক সংশোধনী প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আগে দুদক চেয়ারম্যান নিয়োগে একটি সার্চ কমিটি ছিল। নতুন প্রস্তাবে সেই ব্যবস্থা বাতিল করে সরাসরি নিয়োগের ক্ষমতা সরকারের হাতে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, যা গ্রহণযোগ্য নয়। একইভাবে পুলিশ কমিশনার ও আইজিপি নিয়োগেও পেশাদারিত্বের পরিবর্তে সরকারের পছন্দকে প্রাধান্য দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। সংসদে সরকারি দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অতীতে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার দোহাই দিয়ে নানা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যা সবসময় জনগণের জন্য কল্যাণকর হয়নি। জনগণের স্বার্থবিরোধী কোনো প্রস্তাবে তাদের দল সমর্থন দেবে না। তিনি আরও জানান, যেসব বিষয়ে ঐকমত্য হয়নি, সেগুলো নিয়ে আগামী ২৯ মার্চ আবার আলোচনা হবে। চূড়ান্ত প্রতিবেদন আগামী ২ অক্টোবর জমা দেওয়ার কথা রয়েছে। বৈঠকে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, গাজী নজরুল ইসলাম এবং ব্যারিস্টার ড. নজিবুর রহমান মোমিন উপস্থিত ছিলেন।

শেখ হাসিনাকে ফাঁসির দণ্ড দেয়া বিচারপতির ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপ আইডি হ্যাক

ঢাকা : আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের ব্যবহৃত ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপ আইডি হ্যাক হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। তিনি মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফাঁসির দণ্ড প্রদান করেছিলেন। গত ১৮ই মার্চ হ্যাক হওয়ার ঘটনায় মঙ্গলবার (২৪শে মার্চ) শাহবাগ থানায় একটি জিডি দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনে (বিটিআরসি) আবেদন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে। বিষয়টি মানবজমিন কে নিশ্চিত করেছেন ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর ও ডিজিটাল ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ তানভীর হাসান জোহা। শাহবাগ থানায় দায়ের করা সঞ্জয় কুমারের স্বাক্ষরিত জিডিতে বলা হয়, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-১ এর মাননীয় চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব মোঃ গোলাম মর্তুজা মজুমদার মহোদয়ের বক্তিগত ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপ আইডি হ্যাক বিগত ১৮/০৩/২০২৬ খ্রি. তারিখে কে যা কারা হ্যাক করেন। উক্ত আইডি হ্যাক করার মাধ্যমে হ্যাকার বিভিন্ন অপকর্ম সাধনের আশঙ্কা রয়েছে। জানা যায়, গত ১৭ই মার্চ তার মোবাইল ফোনে ত্রুটি দেখা দিলেও তখন তিনি বুঝতে পারেননি। পরবর্তীতে বিষয়টি বুঝতে পারার আগেই তার ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট বেদখল হয়ে যায়। গত ২২শে মার্চ বিচারপতি বিষয়টি ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর ও ডিজিটাল ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ তানভীর হাসান জোহাকে জানান। পরে জোহা ডিভাইসটি থেকে দূরবর্তী নিয়ন্ত্রণের সফটওয়্যার অপসারণ করেন। তানভীর হাসান জোহা জানান, বিচারপতি অনবধানতাবশত প্রতারণামূলক লিংকে প্রবেশ করা বা অননুমোদিত অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করার কারণে এ ঘটনা ঘটেছে। আপাতত মোবাইল ফোনটি বেদখলমুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। তবে বিচারপতির ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট এখনো তার নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি। এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) চেয়ারম্যানের কাছেও আবেদন করা হয়েছে। এতে আগামী ৭ কার্যদিবসের মধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

নিউইয়র্ক সিনেট ও অ্যাসেম্বলিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

(শেষ পাতার পর)

সদস্য কারিনা রেইস, জেনিফার রাজকুমার, ডেভিড ওয়েপ্রিন, গ্রেস লি ও নাদের সায়েগ এ-সংক্রান্ত বিল উত্থাপন করেন। নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জন ল্যু ও নাথালিয়া ফার্নান্দেজ এ আয়োজনের অন্যতম পৃষ্ঠপোষ ছিলেন।

স্টেট অ্যাসেম্বলিতে গৃহীত পৃথক রেজল্যুশনে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হয়। রেজল্যুশনে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট, স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসামান্য অবদান, বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ স্বাধীনতাযুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত সবার অবদান স্বীকার করে তাদের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করা হয়।

এতে বলা হয়েছে, নিউইয়র্ক সিটিতে ৮০ হাজারেরও বেশি বাংলাদেশি বসবাস করছেন। আমেরিকার অর্থনীতি বিনির্মাণে তাদের ভূমিকা অনন্য। এ সময় উভয় কক্ষের জনপ্রতিনিধিরা বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও যথাযথ সম্মান নিবেদন করেন। স্টেট সিনেটর ও অ্যাসেম্বলি মেম্বাররা এ সময় যুক্তরাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নে বাংলাদেশি কমিউনিটির অবদানেরও উচ্ছ্বসিত প্রসংশা করেন।

উদযাপন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ, সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দীন দেওয়ান, সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুলসহ সোসাইটির অন্যান্য কর্মকর্তা ও ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটে ‘বাংলাদেশ ডে’ উদযাপন

নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়েছে ‘বাংলাদেশ ডে’। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ২৩ মার্চ আলবেনিতে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানটি ছিল ১০ম বারের মতো উদযাপন।সকালে ব্রঙ্কস থেকে বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রতিনিধিরা আলবেনিতে পৌঁছে সিনেটর লুইস সেপুলভেদা ও ন্যাথালিয়া ফার্নান্ডেজের সঙ্গে শোভাযাত্রায় অংশ নেন। পরে সিনেট ভবনে ফটোসেশন ও মধ্যাহ্নভোজ অনুষ্ঠিত হয়।অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন সিনেটর লুইস সেপুলভেদা, ন্যাথালিয়া ফার্নান্ডেজ, জন ল্যু, জেসিকা রামোস, রবার্ট জ্যাকসনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস তুলে ধরেন এবং যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি কমিউনিটির অবদানের প্রশংসা করেন। একইসঙ্গে বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়াকে মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেন। এসময় বিভিন্ন জনকে সম্মাননা প্রদান ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে। জাতীয় সঙ্গীতসহ সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় অংশ নেন বাংলাদেশ একাডেমি অব ফাইন আর্টস-বাফা’র শিল্পীরা।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে ইভেন্ট কমিটির আহ্বায়ক মো. শামিম মিয়ার সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে আরো বক্তব্য দেন উদযাপন কমিটির প্রধান উপদেষ্টা আবদুস শহীদ, চেয়ারম্যান জুনেদ আহমেদ চৌধুরী, কো-চেয়ারম্যান রোকন হাকীম ও সামাদ মিয়া জাকারিয়া, যুগ্ম আহ্বায়ক শামিম আহমেদ, প্রধান সমন্বয়কারী আবদুর রহিম বাদশা, কমিটির মুখপাত্র ইমরান শাহ রন, সদস্য সচিব এ ইসলাম মামুন, যুগ্ম সদস্য সচিব রেজা আব্দুল্লাহ, উপদেষ্টা সাখাওয়াত আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মঞ্জুর আহমেদ, এডভোকেট রেদওয়ানা রাজ্জাক ও সরাফত আলী পাটোয়ারী মাস্টার, সমন্বয়কারী নুরুল ইসলাম মিলন ও মুনতাসিম বিল্লাহ তুষার, সদস্য জামাল আহমদ, সাদিকুর রহমান প্রমুখ। বিকেলে সিনেট অধিবেশনে ‘বাংলাদেশ ডে’ সংক্রান্ত রেজুলেশন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এসময় সিনেট গ্যালারিতে উপস্থিত ছিলেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা।উল্লেখ্য, ২০১২ সালে নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটে প্রথম ‘বাংলাদেশ ডে’ রেজুলেশন গৃহীত হয়। এরপর থেকে প্রতিবছর দিবসটি উদযাপিত হয়ে আসছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিমানবন্দরে ‘আইস’ সদস্য মোতায়েন

(শেষ পাতার পর)

সম্প্রতি এ নজীরবিহীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, দীর্ঘদিনের সরকারি অচলাবস্থা এবং ট্রান্সপোর্টেশন সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কর্মী সংকট মোকাবিলাতেই এই পদক্ষেপ।

ট্রাম্পের কড়া হুঁশিয়ারি : প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার নিজস্ব প্ল্যাটফর্ম ‘ট্রুথ সোশ্যাল’-এ এক পোস্টে সোমবারের মধ্যেই আইসিই এজেন্টদের বিমানবন্দরে পৌঁছানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি লিখেছেন: “আমি সোমবার আইসিই-কে সেখানে সরিয়ে নেওয়ার অপেক্ষায় আছি এবং তাদের ইতিমধ্যেই বলেছি, ‘প্রস্তুত থাকো।’ আর কোনো অপেক্ষা নয়, আর কোনো খেলা নয়!” হোয়াইট হাউসের বর্ডার জার টম হোমান একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে জানান, আইসিই-র উচ্চ প্রশিক্ষিত কর্মকর্তারা বিমানবন্দরের প্রস্থান পয়েন্টগুলোর দায়িত্ব নেবেন। এতে টিএসএ কর্মীরা কেবল সিকিউরিটি স্ক্রিনিংয়ের কাজে মনোনিবেশ করার সুযোগ পাবেন, যা দীর্ঘ লাইন কমাতে সাহায্য করবে।

কেন এই সংকট? : গত ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের তহবিল বন্ধ থাকায় টিএসএ কর্মীরা বিনা বেতনে কাজ করছেন। ১৭০ দিনের মধ্যে প্রায় অর্ধেক সময় বেতনহীন থাকায় কয়েকশ কর্মী পদত্যাগ করেছেন এবং অনেকে কাজে যোগ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। ট্রান্সপোর্টেশন সেক্রেটারি শন ডাফি সতর্ক করেছেন যে, শুক্রবারের মধ্যে আরও কর্মী চলে গেলে আগামী সপ্তাহে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে।

নিউ ইয়র্কে ‘সিকিউরিটি লাইন হেল’ : বর্তমানে নিউ ইয়র্ক সিটির জেএফকে এবং লাগার্ডিয়া বিমানবন্দরের চিত্র সবচেয়ে উদ্বেগজনক। সামাজিক মাধ্যমে যাত্রীরা দীর্ঘ লাইনের ছবি ও ভিডিও পোস্ট করে ক্ষোভ ঝাড়ছেন। নিরাপত্তা জোনে পার হতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হচ্ছে যাত্রীদের, যা সাধারণ মানুষের কাছে ‘সিকিউরিটি লাইন হেল’ বা নরক যন্ত্রণা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

নিরাপত্তা নাকি অভিবাসন তল্লাশি? : আইসিই এজেন্ট মোতায়েনের এই সিদ্ধান্তে নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে। সিয়াটল-টাকোমা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তারা বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছে। তবে প্রশ্ন উঠছে, এজেন্টরা কি শুধু ভিড় সামলাবেন নাকি কোনো গোপন অভিবাসন তল্লাশি চালাবেন? প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইতিমধ্যেই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, বিমানবন্দরে তারা ‘অবৈধ অভিবাসীদের তাৎক্ষণিক গ্রেপ্তার’-এর ওপরও জোর দিতে পারেন।

রাজনৈতিক অচলাবস্থা : এদিকে কংগ্রেসে ডিএইচএস-এর তহবিল নিয়ে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানদের মধ্যে অচলাবস্থা এখনো কাটেনি। এই পরিস্থিতিতে ইউনাইটেড ও আমেরিকান এয়ারলাইন্সের মতো বড় বিমান সংস্থাগুলো যৌথভাবে দ্রুত সমাধানের জন্য কংগ্রেসের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

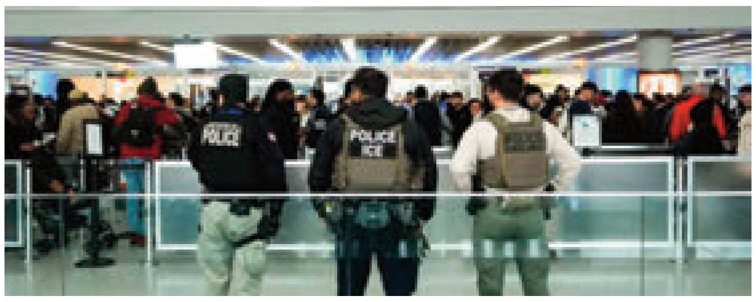

বাংলাদেশি সুলতানা ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ

(শেষ পাতার পর)

নির্বাচনে সদস্য হিসেবে বিভিন্ন দেশের ১০ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। এরমধ্যে দুজন বাংলাদেশি। সুলতানা সেখানে বিপুল সমর্থন নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো জয়লাভ করেন। ওই নির্বাচনে ৬০ হাজার শিক্ষার্থী তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করার জন্য ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। এতে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে বাংলাদেশি শিক্ষার্থী সুলতানা প্রথম স্থান অর্জন করেন।

তিনি কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলার পান্নারপুল এলাকায় অবস্থিত বি-বাড়ীয়া সিএনজি ফিলিং স্টেশনের সত্ত্বাধিকারী রফিকুল ইসলাম আবুলের মেয়ে। তারা পার্শ্ববর্তী বাঞ্ছারামপুর উপজেলার ফরদাবাদ গ্রামের বাসিন্দা।

পারিবারিক সূত্র জানায়, সুলতানা রাজিয়া ২০২২ সালে আইলট ফুল স্কলারশিপে ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিটিশ কলম্বিয়া কানাডায় পড়াশোনা করতে যায়। ২০২৩ সালে সর্বপ্রথম বাংলাদেশি হিসেবে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সিনেট সদস্য নির্বাচিত হয়ে সে ইতিহাস গড়েন। বহুজাতিক শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিশেষ অবদান রাখায় সুলতানাকে ২০২৬ সালে পুনরায় সিনেট সদস্য নির্বাচিত করা হয়। বাংলাদেশের সন্তান হিসেবে আন্তর্জাতিক মানের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারায় তাকে নিয়ে গর্ববোধ করছে এলাকাবাসী।

সুলতানা রাজিয়া বলেন, ২০২২ সালে আমি আইলট ফুল স্কলারশিপে ওই ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হই। ২০২৩ সালে আমি প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সিনেটর নির্বাচিত হই। সিনেটে বহুজাতিক শিক্ষার্থীদের পক্ষে আমি যথাযথ দায়িত্ব পালন করি। এতে ২০২৬ সালে শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয়বারের মতো আমাকে সিনেটের সদস্য নির্বাচিত করে। তিনি বলেন, সিনেট হিসেবে আমি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিষয়গুলো পরিচালনা পরিষদের সামনে তুলে ধরি। শিক্ষার্থীদের বৈধ দাবিদাবাগুলো আমাদের মাধ্যমেই পরিচালনা পর্ষদের কাছে উত্থাপন করা হয়। সিনেটে আমাদের একাডেমিক পলিসিগুলো পাশ হয়। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে শিক্ষার্থীদের এমন প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে আমি একজন বাংলাদেশি হিসেবে নিজেকে গর্বিত মনে করছি।

সব ধরনের ভিসা ফি বাড়াল যুক্তরাজ্য

(শেষ পাতার পর)

দেশটি। ইউকে হোম অফিস জানিয়েছে, নাগরিকত্ব আবেদনের ফিও বাড়ছে। আগামী ৮ এপ্রিল থেকে এসব নতুন ফি কার্যকর হবে। দ্য ইকোনোমিক টাইমসের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, নতুন হার অনুযায়ী ৬ মাস পর্যন্ত ভিজিট ভিসা ৬ পাউন্ড বৃদ্ধি করে ১৩৫ পাউন্ড, ২ বছর পর্যন্ত ভিজিট ভিসা ফি ৩১ পাউন্ড বৃদ্ধি করে ৫০৬ পাউন্ড, ৫ বছর পর্যন্ত ভিজিট ভিসা ফি ৫৫ পাউন্ড বৃদ্ধি করে ৯০৩ পাউন্ড, ১০ বছর পর্যন্ত ভিজিট ভিসা ফি ৬৯ পাউন্ড বৃদ্ধি করে ১ হাজার ১২৮ পাউন্ড করা হচ্ছে। স্টুডেন্ট ভিসার ক্ষেত্রে আবেদনকারী এবং তার নির্ভরশীলদের জন্য ভিসা ফি ৩৪ পাউন্ড বেড়ে ৫৫৮ পাউন্ড হচ্ছে।ইকোনোমিক টাইমস জানিয়েছে, একাডেমিক কাজে ন্যূনতম ৬ মাস এবং সর্বোচ্চ ১২ মাসের জন্য ভিজিট ভিসা ১৪ পাউন্ড বাড়িয়ে ২৩৪ পাউন্ড হচ্ছে। একই হারে বাড়ছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা ভিসা। বিমানবন্দরে ট্রানজিট ভিসা আড়াই পাউন্ড এবং স্থল সীমান্ত দিয়ে ট্রানজিট ভিসা সাড়ে ৪ পাউন্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইলেকট্রনিক ট্রাভেল অথোরাইজেশন (ইটিএ) ফি বাড়ছে ৪ পাউন্ড। নিজ দেশে নির্যাতনের শিকার হয়ে যুক্তরাজ্যে প্রবেশের ক্ষেত্রে ভিসা ফি বৃদ্ধি পাচ্ছে ১৯৭ পাউন্ড। যুক্তরাজ্যের বাইরে থেকে দক্ষ কর্মীদের (স্পন্সরশিপ) আবেদনের ক্ষেত্রে ৩ বছর পর্যন্ত কাজের ক্ষেত্রে ফি ৫০ পাউন্ড এবং তিন বছরের বেশি হলে ৯৯ পাউন্ড বৃদ্ধি পাবে। দক্ষ হেলথ কেয়ার কর্মীদের ক্ষেত্রে ৩ বছর পর্যন্ত কাজের ক্ষেত্রে আবেদন ফি ২০ পাউন্ড এবং তিন বছরের বেশি হলে ৩৮ পাউন্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে। সিজনাল ওয়ার্কারদের আবেদন ফি বৃদ্ধি পাচ্ছে ২১ পাউন্ড। যুক্তরাজ্যের অভ্যন্তরে দক্ষ কর্মীদের (স্পন্সরশিপ) আবেদনের ক্ষেত্রে ৩ বছর পর্যন্ত কাজের ক্ষেত্রে ফি ৫৮ পাউন্ড এবং তিন বছরের বেশি হলে ১১৪ পাউন্ড বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া ভিজিটর ভিসার সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন ফি ৭২ পাউন্ড বাড়ছে।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার

(শেষ পাতার পর)

সিটি মেয়র জোহরান মামদানি, সিটি কাউন্সিলের স্পিকার জুলি মেনিন, স্থানীয় কাউন্সিলম্যান জিম এফ জিনারো এবং কুইন্স পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তারা ঈদের জামাতের আগে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও আসন্ন স্টেট নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা জেএমসিতে এসে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং বক্তব্য রাখেন। ঈদের নামাজ আদায় শেষে বিশেষ মোনাজাতে মহান আল্লাহতায়ালার দরবারে সমগ্র মুসলিম জাহান তথা মানবজাতির সুখ-সমৃদ্ধি কামনা, যুদ্ধ নয় শান্তি এবং ফিলিস্তিনসহ বাংলাদেশের জন্য বিশেষ দোয়া করা হয়।

জেএমসি'র তিনটি জামাতে সর্বস্তরের হাজার হাজার শিশু-কিশোর-কিশোরী, নর-নারী এবং বয়োবৃদ্ধরাও অংশ নেন। ভবনের অভ্যন্তরসহ জেএমসি সংলগ্ন ১৬৮ স্ট্রিট তথা জেএমসি ওয়ের উপর খোলা রাস্তায়ও অনেকে নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষে মুসল্লিরা একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি করে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

জেএমসিতে প্রথম জামাতে ইমামতি করেন জেএমসি'র ইমাম ও খতিব মির্জা আবু জাফর বেগ, দ্বিতীয় জামাতে ইমামতি করেন জেএমসি'র অন্যতম পরিচালক ইমাম শামসে আলী এবং তৃতীয় জামাতে ইমামতি করেন হাফেজ মুজাহিদুল ইসলাম। এসময় জেএমসি পরিচালনা কমিটির সভাপতি ডা. নাজমুল এইচ খান ও ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ডা. মাহমুদুর রহমান তুহিন বক্তব্য রাখেন। পরিচালনা করেন জেএমসি'র সেক্রেটারি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার। এসময় জেএমসি'র অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। নামাজ শেষে মুসল্লিদের মাঝে হালকা খাবারও পরিবেশন করা হয়।

ঈদের নামাজ শেষে মসজিদের বাইরে হাজার হাজার মুসল্লির মধ্যে মিষ্টি, সিঙ্গারা ও চা বিতরণ করা হয়। ঈদের আনন্দকে আরও উৎসবমুখর করে তুলতে এই আয়োজন করেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী 'অল কাউন্টি হোম কেয়ার' ও 'নবান্ন রেস্টুরেন্ট'-এর কর্ণধার ও সিইও কমিউনিটির মোহাম্মদ কাদের শিশির (সিআইপি)। খাবার বিতরণ কর্মসূচিতে অংশ নেন নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ইংরেজি ম্যাগাজিন 'দ্য নিউইয়র্ক এডিটোরিয়াল'-এর প্রধান সম্পাদক এবং প্রিন্টিং প্রতিষ্ঠান আইজে ক্রিয়েটিভ সল্যুশনস-এর সিওও মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম সনিসহ স্বেচ্ছাসেবকগণ।

যুক্তরাষ্টে ঈদুল ফিতর উদযাপন

(শেষ পাতার পর)

মুসলিম উম্মাহর শান্তি, বিশ্ব মানবতার কল্যাণ এবং বৈশ্বিক সংকট থেকে মুক্তি কামনা করা হয়। এরপর মুসল্লিরা একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলির মাধ্যমে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

সকাল ৮টা থেকে শুরু হয় জামাত এবং মসজিদগুলোতে পর্যায়ক্রমে চলে সকাল ১১টা পর্যন্ত। ঈদ জামাতের নিরাপত্তায় স্থানীয় প্রশাসন বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। স্কুল বন্ধ থাকায় নতুন প্রজন্মের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। নিউইয়র্কের বড় ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হয় জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে। এছাড়া জ্যামাইকার অন্যান্য মসজিদ, জ্যাকসন হাইটস, ব্রঙ্কস, ব্রুকলিন, ওজন পার্ক, অ্যাস্টোরিয়া, ম্যানহাটনসহ প্রায় সব এলাকার মসজিদ ও মসজিদ সংলগ্ন মাঠে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জ্যামাইকায় অবস্থিত দারুস সালাম মসজিদ : এখানে পবিত্র ঈদুল ফিতরের চারটি জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিপুল সংখ্যক মুসল্লির উপস্থিতিতে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসবমুখর পরিবেশে জামাতগুলো সম্পন্ন হয়। প্রথম জামাতে ইমামতি করেন মসজিদের খতিব মাওলানা আবুল মুকিত। দ্বিতীয় জামাতে ইমামতি করেন হাফেজ মাওলানা মাহমুদ, তৃতীয় জামাতে হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ আলী এবং চতুর্থ জামাতে ইমামতি করেন হাফেজ মাওলানা আবরার আহমেদ।

মসজিদ আর-রাইয়ান: ঈদুল ফিতর উপলক্ষে জ্যাকসন হাইটস মসজিদ আর-রাইয়ান এ দুটি জামাত অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম জামাত হয় সকাল সোয়া ৮টায়, দ্বিতীয় জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল সোয়া ৯টায়।

আমেরিকা মুসলিম সেন্টার: জ্যামাইকার আমেরিকা মুসলি সেন্টার (এএমসি)'র উদ্যোগে ঈদের ৫টি জামাত অনুষ্ঠিত হয় এএমসি ভবনে। প্রথম জামাত সকাল সাড়ে ৭টায়, দ্বিতীয় জামাত সকাল সাড়ে ৮টায়, তৃতীয় জামাত সকাল সাড়ে ৯টায়, চতুর্থ জামাত সকাল সাড়ে ১০টায় এবং পঞ্চম জামাত বেলা সোয়া ১১টায় অনুষ্ঠিত হয়। এএমসি'র ঘোষণা অনুযায়ী দ্বিতীয় ও তৃতীয় জামাত স্থানীয় রুফস কিং পার্কে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও ঠান্ডা জনিত কারণে পার্কের স্থলে মসজিদ ভবনেই জামাত অনুষ্ঠিত হয়। এজন্য পূর্ব ঘোষণা না থাকায় অনেক মসল্লী পার্কে এসে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়লেও তারা মসজিদে *(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)*

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

বায়তুল মামুর মসজিদের ঈদুল ফিতরের জামাতের পূর্বে বক্তব্য দেন নিউইয়র্ক সিটি মেয়র জোহরান মামদানি।

কুইন্সের আবু হুরায়রা মসজিদে ঈদের নামাজ আদায় করেন অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী।

যুক্তরাষ্টে ঈদুল ফিতর উদযাপন

(৩৯ পাতার পর)

এসে নামাজ আদায় করেন। এব্যাপারে এএমসি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হাফেজ রফিকুল ইসলাম জানান, আমরা পার্কে নামাজ আদায়ের জন্য অনুমতিও পেয়ছিলাম। কিন্তু ঠান্ডার কারণে সেখানে নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়নি। তবে এতে যারা অসুবিধার সম্মুখিন হয়েছেন তাদের কাছে দু:খ প্রকাশ করেন তিনি।

আবু হুরায়রা জামে মসজিদে ঈদের নামাজ আদায় করলেন অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে যথাযথ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদ্‌ যাপিত হয়েছে। ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার অ্যাট লার্জ এবং আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল বার অ্যাসোসিয়েশনের ডাইরেক্টর অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী স্থানীয় আবু হুরায়রা জামে মসজিদে ঈদের নামাজ আদায় করেছেন। ২০ মার্চ শুক্রবার সকালে মসজিদে অনুষ্ঠিত ঈদের জামাতে স্থানীয় প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে তিনি নামাজে অংশ নেন। নামাজ শেষে অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী উপস্থিত মুসল্লি ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা ও কুশলবিনিময় করেন। এ সময় তিনি প্রবাসীদের সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করেন এবং বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর শান্তি কামনায় মোনাজাতে শরিক হন।

বায়তুল মামুর মসজিদে ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: সিটির ওজনপার্কে বায়তুল মামুর মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টারের উদ্যোগে আয়োজিত ঈদ জামাতে প্রায় দশ হাজার মুসল্লী অংশগ্রহণ করেন। নিউইয়র্ক সিটির প্রথম মুসলিম মেয়র জোহরান মামদানি জামাতের আগে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া ডেপুটি মেয়র ফোস্টার, অ্যাসেম্বলীম্যান এরিক ডেলান, ইন্সপেক্টর ডায়ন হিন্ডস ও মসজিদ পরিচালনা কমিটির প্রেসিডেন্ট ও মুনা'র এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী আরমান চৌধুরীও বক্তব্য রাখেন। জামাতে ইমামতি করেন মুনা ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসাইন। আরও উপস্থিত ছিলেন মসজিদের ভাইস প্রেসিডেন্ট মোশাররফ মাওলা সুজন, সেক্রেটারী হাফেজ আব্দুল্লাহ আরিফ ও ড. জাহাঙ্গীর কবির।

জ্যাকসন হাইটসে মুনা সেন্টারে ২টি ঈদ জামাত

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কে বাংলাদেশীদের বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে খ্যাত জ্যাকসন হাইটসে ৩৫-৩৫, ৭১ ষ্ট্রিটে অবস্থিত মুনা সেন্টার অফ জ্যাকসন হাইটসে ঈদুল ফিতরের ২টি জামাত অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম জামাতে ইমামতি করেন মসজিদের ইমাম মাওলনা অলিউর রহমান সিরাজী দ্বিতীয় জামাতে ইমামতি করেন মাওলানা মু. ফখরুল ইসলাম মাছুম। এর আগে উপস্থিত মুসল্লিদের শুভেচ্ছা জানান, মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি মমিনুল ইসলাম মজুমদার, সাধারণ সম্পাদক কায়কোবাদ কবির। বিপুল সংখ্যক মুসল্লিদের মধ্যে মহিলা ও শিশুকিশোরদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণন।

উডসাইড মসজিদে ৩টি ঈদ জামাত

উডসাইড বায়তুল জান্নাহ জামে মসজিদে ঈদুল ফিতরের ৩টি জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম, দ্বিতীয় *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

দারুস সালাম

দারুস সালাম

মুনা, জ্যাকসন হাইটস

দারুস সালাম

উডসাইড

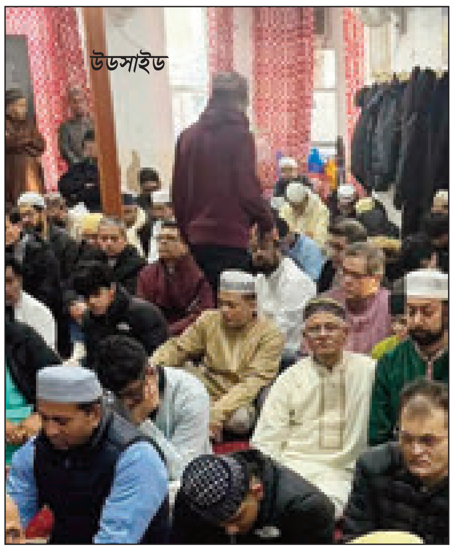
উডসাইড

উডসাইড

আমেরিকা মুসলিম সেন্টার

খেলাকে রাজনীতির সঙ্গে মেশাতে চান না আমিনুল হক

স্পোর্টস ডেস্ক : খেলাধুলার সঙ্গে রাজনীতিকে কোনোভাবেই মেলাতে চান না যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক। দেশে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) সম্প্রচার কেন বন্ধ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি আসন্ন পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের অংশগ্রহণ নিয়েও সরকারের ইতিবাচক অবস্থানের কথা তুলে ধরেছেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী। ক্রিকবাজের সঙ্গে আলাপকালে ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন, খেলাধুলাকে রাজনৈতিক করা উচিত নয়। আগের সরকারের আমলে দেশে আইপিএল সম্প্রচার বন্ধ করে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, সেটি নিয়ে এবার নতুন করে ভাবছে বর্তমান সরকার। আমিনুল হক বলেন, 'ঈদের ছুটির পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বসে আইপিএল সম্প্রচার বন্ধের প্রকৃত কারণ বোঝার চেষ্টা করব। সবকিছু জেনে এ বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কারণ, আমরা খেলাকে রাজনীতির সঙ্গে মেশাতে চাই না।'

আসন্ন পিএসএলে বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গেও কথা বলেছেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সার্বিক পর্যালোচনা শেষে ক্রিকেটারদের ছাড়পত্র দেওয়ার বিষয়ে সরকারের কোনো আপত্তি নেই বলে জানিয়েছেন তিনি। আমিনুল হক বলেন, 'বিসিবি যদি আমাদের নিশ্চিত করে যে সেখানে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই, তাহলে আমাদেরও কোনো আপত্তি নেই। খেলোয়াড়দের ইচ্ছাকেও তারা (বিসিবি) গুরুত্ব দেবে। কারণ, আমরা খেলাধুলাকে নিরুৎসাহিত করতে চাই না এবং আমরা চাই সবাই নিজ নিজ জায়গা থেকে খেলা চালিয়ে যাক।' আগামী ২৬ মার্চ থেকে শুরু হতে যাওয়া পিএসএলের জন্য ইতোমধ্যে বিসিবির অনাপত্তিপত্র (এনওসি) পেয়েছেন ৬ বাংলাদেশি ক্রিকেটার। ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগটিতে অংশ নিতে প্রথম ধাপে পাকিস্তানের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেছেন চারজন। তারা হলেন- মুস্তাফিজুর রহমান, শরিফুল ইসলাম, নাহিদ রানা এবং পারভেজ হোসেন ইমন। দল পাওয়া অপর দুই ক্রিকেটার লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেন ও ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম পরবর্তীতে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন।

সিরিজ খেলতে ভারত যাচ্ছে বাংলাদেশে

স্পোর্টস ডেস্ক : চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে ঘরের মাঠে ভারতের বিপক্ষে সিরিজ আয়োজনের পরিকল্পনা করছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। যদিও এই সিরিজটি পূর্বনির্ধারিত ছিল। তবে এরপর সেটি আবারও স্থগিত হয়ে য়ায়। এবার ক্রিকবাজ নিশ্চিত করল আবারও হতে যাচ্ছে সেই সিরিজটি। মূলত ২০২৫ সালে স্থগিত হওয়া ভারত সিরিজটি এ বছরের আগস্ট-সেপ্টেম্বর উইন্ডোতে আয়োজন করতে চায় বিসিবি। সূচি অনুযায়ী, আগামী ২৮ আগস্ট তিনটি ওয়ানডে ও তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলতে বাংলাদেশে আসার কথা রয়েছে ভারতীয় দলের। বিসিবির প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ওয়ানডে ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে ১, ৩ ও ৬ সেপ্টেম্বর। এরপর ৯, ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ভারত সিরিজের এই নতুন সূচির কারণেই আয়ারল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডকে সফর পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানায় বিসিবি। বিসিবির এক কর্মকর্তা ক্রিকবাজকে বলেছেন, 'আয়ারল্যান্ডকে আমরা অন্য কোনো সময়ে সিরিজটি আয়োজনের অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু তাদের ব্যস্ত সূচির কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না। আশা করছি, ২০২৭ সালে এই সফরের জন্য নতুন একটি সময় খুঁজে পাওয়া যাবে।' আইসিসি ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে বর্তমানে ৭৯ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে নবম স্থানে আছে বাংলাদেশ। ঘরের মাঠে পাকিস্তানকে ২-১ ব্যবধানে হারানোর পর ওয়েস্ট ইন্ডিজকে পেছনে ফেলে এক ধাপ এগিয়েছে টাইগাররা।

অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের সফরের সূচি চূড়ান্ত

স্পোর্টস ডেস্ক : অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট সিরিজ খেলে অগাস্টের শেষ দিকে ফিরবে বাংলাদেশের ছেলেরা। অক্টোবরের শুরুতে ঐতিহাসিক সফরে সীমিত ওভারের সিরিজ খেলতে অস্ট্রেলিয়ায় যাবে বাংলাদেশের মেয়েরা। আইসিসির উইমেন'স ভবিষ্যৎ সফর সূচিতে থাকা সিরিজটির সূচি ঘোষণা করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়াতে বাংলাদেশ নারী দলের দ্বিপাক্ষিক সিরিজ এটিই প্রথম। বাংলাদেশের ছেলেদের টেস্ট সিরিজের ভেন্যু ও তারিখ নিশ্চিত করা হয়েছিল আগেই। এবার গোটা ২০২৬-২৭ গ্রীষ্মে ছেলে ও মেয়েদের দলের সূচি ঘোষণা করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। ছেলেদের দলের মতো অস্ট্রেলিয়ার মেয়েদের দলও মৌসুম শুরু করবে বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ দিয়ে। তিনটি ওয়ানডে ও তিনটি টি-টোয়েন্টি থাকছে বাংলাদেশের এই সফরে। ওয়ানডে সিরিজের সব ম্যাচই হবে ব্রিজবেনে। ৯, ১১ ও ১৪ অক্টোবর অ্যালান বোর্ডার ফিল্ডে হবে দিন-রাতের ম্যাচ তিনটি।

টি-টোয়েন্টি সিরিজের ম্যাচগুলি হবে সিডনিতে। তবে সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে নয়, নর্থ সিডনি ওভালে ম্যাচ তিনটি হবে ১৮, ২০, ২২ অক্টোবর। সবকটিই রাতের ম্যাচ, শুরু হবে স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় সোয়া ৭টায়। বাংলাদেশ এখনও পর্যন্ত একবারই অস্ট্রেলিয়ায় সফর করেছে। ২০২০ উইমেন'স টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সালমা খাতুনের দল হেরেছিল চার ম্যাচের সবকটিতে। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশ প্রথম দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলেছে দুই বছর আগে। দেশের মাঠে ওই সিরিজে তিন ওয়ানডে ও তিন টি-টোয়েন্টির সবকটি হেরে যায় নিগার সুলতানার দল। সব মিলিয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৫ ওয়ানডে ও ৫ টি-টোয়েন্টি খেলে এখনও জয়ের মুখ দেখেনি বাংলাদেশ।

২০২৭ সালে শুরু হতে পারে ইউরোপীয় ক্রিকেট নেশনস কাপ

স্পোর্টস ডেস্ক : দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনা হচ্ছে ইউরোপীয় দেশগুলোকে নিয়ে একটি বার্ষিক টুর্নামেন্ট আয়োজনের। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এই বিষয়ে আসতে পারে আরও সুনির্দিষ্ট ঘোষণা। শুক্রবার এক সংবাদ সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন ক্রিকেট আয়ারল্যান্ডের চেয়ারম্যান ব্রায়ান ম্যাকনিস। প্রাথমিকভাবে এই টুর্নামেন্টে অংশ নিতে পারে ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস এবং ইতালি (সম্ভাব্য)। টুর্নামেন্টের জন্য টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আর আয়োজনের জন্য গ্রীষ্মের শুরুর দিকে খোঁজা হচ্ছে উপযুক্ত সময়। ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) অতীতে এমন প্রস্তাবে খুব একটা আগ্রহী ছিল না। তবে সাম্প্রতিক সময়ে পরিস্থিতি বদলেছে। বিশেষ করে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ইতালি ও স্কটল্যান্ডের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স এবং ইংল্যান্ডকে শক্ত চ্যালেঞ্জ জানানোর বিষয়টি ইসিবিকে নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে।

ইংল্যান্ডের অংশগ্রহণ এই টুর্নামেন্টের বাণিজ্যিক মূল্য এবং সম্প্রচার স্বত্ব বৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা রাখবে। আর উদীয়মান খেলোয়াড়দের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা দেওয়ার জন্য হতে পারে এটি একটি দারুণ মঞ্চ। ব্রায়ান ম্যাকনিস জানিয়েছেন, এক বছর আগেও এটি একটি কাল্পনিক ধারণা মনে হতো। তবে এখন এটা বাস্তবায়নের পথে অনেক দূর এগিয়েছে। তবে লজিস্টিক সহায়তা, আন্তর্জাতিক সূচি এবং বিদ্যমান ব্রডকাস্টিং চুক্তির মতো কিছু জটিলতা এখনও মেটানো বাকি। তিনি বলেন, 'আমি এই ধারণাটিতে দৃঢভাবে বিশ্বাস করি এবং এটি কার্যকর করার জন্য সব পক্ষের সাথে কাজ করছি।'

রোনান সুলিভানের জোড়া গোলে পাকিস্তানকে হারাল বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী রোনান সুলিভানের জাদুতে মালদ্বীপে চলমান ২০২৬ সালের অনূর্ধ্ব-২০ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে উড়ন্ত সূচনা করেছে বাংলাদেশ। মালের ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে 'বি' গ্রুপের ম্যাচে পাকিস্তানকে ২-০ গোলে হারিয়েছে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা। দলের হয়ে অভিষেকেই জোড়া গোল করে দলকে দারুণ এক জয় এনে দিয়েছেন এই তরুণ ফরোয়ার্ড। এই জয়ে পূর্ণ ৩ পয়েন্ট নিয়ে সেমিফাইনালের পথে বড় এক ধাপ এগিয়ে গেল মার্ক কক্সের শিষ্যরা। পুরো প্রথমার্ধজুড়ে বল দখলে রেখে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করলেও ফিনিশিংয়ের অভাবে জালের দেখা পায়নি বাংলাদেশ। গোলশূন্য ড্র নিয়ে বিরতিতে যায় দুই দল। তবে দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নেমেই খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসে যুবারা। ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন দলে নতুন যোগ দেওয়া প্রবাসী ফুটবলার রোনান সুলিভান। তার সঙ্গে ইব্রাহিম নেওয়াজ, মোরশেদ আলীরা পুরো মাঠ দাপিয়ে বেড়িয়েছেন।

অনেক প্রচেষ্টার পর ম্যাচের ৫৪ মিনিটে দারুণ এক ফ্রি-কিক শট থেকে বাংলাদেশকে প্রথম সাফল্যে এনে দেন রোনান সুলিভান। ডি-বক্সের বাইরে থেকে বুলেট গতির শটে জাল খুঁজে নেন মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়নের বয়সভিত্তিক দলের হয়ে খেলা এ ফরোয়ার্ড। তার এই দর্শনীয় গোলটি স্টেডিয়ামে উপস্থিত বাংলাদেশি সমর্থকদের উল্লাসে ভাসানোর পাশাপাশি দলকে মানসিকভাবে অনেক এগিয়ে দেয়। ৫৬ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করার সুযোগ ছিল বাংলাদেশের সামনে। তবে ওয়ান অন ওয়ান পজিশনে বল পেয়েও সুযোগ হাতছাড়া করেন মো. মুর্শেদ আলী। ৬১ মিনিটে ডি-বক্স থেকে হেডে বাংলাদেশের জালে বল জড়িয়েছিল পাকিস্তান। তবে গোলরক্ষককে ফাউল করায় গোল বাতিল করে দেন ম্যাচ রেফারি। ৬৫ মিনিটে ডি-বক্স থেকে নেয়া মুর্শেদ আলীর নিচু শট পোস্ট ঘেষে বাইরে চলে যায়। ম্যাচের ৬৭ মিনিটে সতীর্থ শেখ সংগ্রামের বাড়ানো দারুণ এক লং পাস থেকে দুর্দান্ত হেডে নিজের ও দলের দ্বিতীয় গোলটি করেন রোনান। রোনানের জোড়া গোলের পর পুরোপুরি দিশেহারা হয়ে পড়ে পাকিস্তান। ম্যাচের বাকিটা সময়ও ছিল বাংলাদেশের একচেটিয়া আধিপত্য। বলের দখল নিজেদের পায়ে রেখে পাকিস্তানকে নিজেদের অর্ধে ঢুকতেই দেয়নি লাল-সবুজ জার্সিধারীরা। নির্ধারিত ৯০ মিনিটের পর ৭ মিনিট যোগ করা সময় দেওয়া হলেও ম্যাচে ফেরার কোনো সুযোগই তৈরি করতে পারেনি পাকিস্তান।

অস্ট্রেলিয়ার ৮০ হাজার দর্শককে স্তব্ধ করে চ্যাম্পিয়ন জাপান

স্পোর্টস ডেস্ক : সিডনির অলিম্পিক পার্ক স্টেডিয়ামের ধারণক্ষমতা ৮০ হাজার। এএফসি নারী এশিয়ান কাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে সমর্থন দিতে কানায় কানায় পূর্ণ ছিল স্টেডিয়ামটি। গগনবিদারী চিৎকারে নিজ দেশকে সমর্থন জানান স্টেডিয়ামে আসা দর্শকরা। তবে ঘরের মাঠে স্বাগতিক দর্শকদের স্তব্ধ করে শিরোপা নিজেদের করে নিয়েছে জাপানের মেয়েরা। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণ-পালটা আক্রমণে খেলতে থাকে দু'দল। তবে ম্যাচের ১৭ মিনিটের মাথায় ৮০ হাজার দর্শকের হৃদয় ভাঙেন জাপানের উদীয়মান তারকা মাইকা হামানো। বক্সের বাম প্রান্ত থেকে এক দুর্দান্ত কোণাকুণি শটে বল জালে জড়ান। এই একটি গোলই শেষ পর্যন্ত ম্যাচের ব্যবধান গড়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত ১-০ গোলের জয়ে এশীয় ফুটবলের শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পরে জাপানের মেয়েরা।

পিছিয়ে পড়ার পর ঘরের মাঠের দর্শকদের সমর্থনে মরিয়া হয়ে লড়েছে অস্ট্রেলিয়া। দলের অন্যতম সেরা তারকা স্যাম খের বেশ কয়েকবার গোলের সুযোগও পেয়েছিলেন। কিন্তু জাপানের রক্ষণভাগ ভেদ করে গোল আদায় করা সম্ভব হয়নি। ম্যাচের শেষ দিকে ভ্যান এগমন্ডের একটি জোরালো শট জাপানি ডিফেন্ডাররা ব্লক করলে সমতায় ফেরার শেষ সুযোগটিও হাতছাড়া হয় স্বাগতিকদের। পুরো টুর্নামেন্টজুড়ে অপ্রতিরোধ্য ছিল জাপানের ডিফেন্ডাররা। মাত্র ১টি গোল খেয়েছে তারা। ফাইনালেও তাদের রক্ষণভাগ সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়েছে। এ নিয়ে তৃতীয়বার এশিয়ান কাপের ফাইনালে জাপানের কাছে হারলো অস্ট্রেলিয়া। এর আগে ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের ফাইনালেও একই ব্যবধানে (১-০) জাপানের কাছে হেরে শিরোপা খুইয়েছিল তারা।

ফিফা বিশ্বকাপে খেলতে পারছে না ইরান

স্পোর্টস ডেস্ক : ইসরায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ আগ্রসনের ফলে দেশটিতে বিশ্বকাপ না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইরান। সম্প্রতি ইরান ফুটবল ফেডারেশন জানিয়েছিল, তারা বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো মেক্সিকোতে খেলতে চায়। মেক্সিকোও জানিয়েছিলেন, ফিফা রাজী হলে ইরানের ম্যাচ আয়োজন করতে আপত্তি নেই তাদের। তবে সেই আবেদন এক প্রকার না করে দিয়ে ফিফা বলেছে আগের ঘোষণা অনুযায়ী বিশ্বকাপের ম্যাচ হবে। ইরানের দাবির পর ফিফার বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'ফিফা ২০২৬ বিশ্বকাপের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনার জন্য ইরানসহ অংশগ্রহণকারী সকল সদস্য সংস্থার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে। ফিফা আশা করছে, ২০২৫ সালের ৬ ডিসেম্বর ঘোষিত ম্যাচের সময়সূচী অনুযায়ী সকল অংশগ্রহণকারী দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।'

গত ১৭ মার্চ মেক্সিকো প্রেসিডেন্ট ক্লদিয়া শেনবাউম জানান, 'ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা রাজি হলে ২০২৬ বিশ্বকাপে ইরানের ম্যাচগুলো আয়োজন করতে কোনো সমস্যা হবে না।' গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ইরানে যৌথ হামলা চালাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। হামলার পর নিজেদের ম্যাচগুলো যুক্তরাষ্ট্র থেকে সরিয়ে নেয়ার দাবি জানায় ইরান। গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, 'বিশ্বকাপে ইরানকে স্বাগত জানাবে তারা। তবে নিজেদের জীবন ও নিরাপত্তার জন্য তাদের যুক্তরাষ্ট্রে খেলা ঠিক হবে না।' ট্রাম্পের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে সোমাবার ইরান ফুটবল ফেডারেশনের প্রধান মেহদি তাজ নিজেদের অবস্থান পরিস্কার করেন। তিনি বলেন, 'যখন ট্রাম্প স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তিনি ইরান জাতীয় দলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবেন না, তাহলে আমরা অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রে যাব না।'

ক্রেডিট কার্ডে বিল গ্রহণ করা হয়

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এ আপনার পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিন

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন প্রতি সপ্তাহে ১০ ডলার ৩ সপ্তাহে ২০ ডলার।

ফোন: ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

স্বাধীনতা দিবস : অভ্যুত্থান-উত্তর বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবীর দায়দায়িত্ব

(৮ পাতার পর)

কবি। বিদ্রোহীর আগে যার পরিচয় ছিল সৈনিক কবিরূপে। বিদ্রোহীর মধ্য দিয়ে আবির্ভূত হলেন বিদ্রোহী কবি হিসেবে। তার সম্পাদকতায় প্রকাশিত ধূমকেতু পত্রিকার সূচনাতেই স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়ড় সর্বপ্রথম ধূমকেতু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ-টরাজ বুঝি না, কেননা ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার সব থাকবে ভারতীয়দের হাতে। তাতে কোনো বিদেশীর মোড়লি করার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যারা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এ দেশে মোড়লি করে দেশকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করেছেন, তাদের পাততাড়ি গুটিয়ে, বোঁচকাপুঁটলি বেঁধে সাগরপারে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন-নিবেদন করলে তারা শুনবেন না। তাদের এতটুকু সুবুদ্ধি হয়নি এখনো। আমাদের এ প্রার্থনা করার, ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকু ছাড়তে হবে। পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে, সবকিছু নিয়মকানুন-বাঁধন-শৃঙ্খল মানা নিষেধের বিরুদ্ধে।'

ঔপনিবেশিক ইংরেজ সরকার শুরু থেকেই নজর রেখেছিল ধূমকেতুর ওপর। ১৯২২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বরের ১২তম সংখ্যায় সম্পাদকীয় হিসেবে প্রকাশিত হলো নজরুলের আলোড়ন সৃষ্টিকারী কবিতা 'আনন্দময়ীর আগমনে'। দীর্ঘ এ কবিতার প্রথম কয়েক চরণ হলোড় আর কতকাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্তি-আড়াল?/স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি-চাঁড়াল।/দেশশিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি/ভূভারত আজ কসাইখানাড়আসবি কখন সর্বনাশী?/দেবসেনা আজ টানছে ঘানি তেপান্তরের দ্বীপান্তরে,/রণাঙ্গনে নামবে কে আর তুই এলে কৃপাণ ধরে?' ব্রিটিশ সরকার এ সংখ্যাটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ২৩ নভেম্বর কুমিল্লা থেকে নজরুলকে গ্রেফতার করে পরের দিন কলকাতায় আনা হয়। ২৫ নভেম্বর কোর্টে নেয়া হয়, ২৯ নভেম্বর পড়ে মোকদ্দমার দিন। বিচার চলাকালে নজরুল অনশন করেন, যা রবীন্দ্রনাথকেও বিচলিত করে এবং তিনি অনশন ভাঙার জন্য অনুরোধ জানিয়ে একটা তারবার্তা পাঠান, যা পৌঁছে না দিয়ে ব্রিটিশ পুলিশ প্রশাসন ঠিকানা খুঁজে পাওয়া যায়নি বলে ফেরত পাঠায়। বিচারে নজরুলের এক বছরের কারাদণ্ড হয়। নজরুলের কারান্তরীণের মধ্য দিয়ে ধূমকেতুর ভাগ্যেও নেমে আসে অমানিশার অন্ধকার। ১৯২৩ সালের মার্চে বন্ধ হয়ে যায় পত্রিকাটি। তার আগে প্রকাশিত হয় নজরুল সংখ্যা। যেখানে স্থান পায় কবির 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' লেখাটি। এই হচ্ছে বুদ্ধিজীবীর ধর্ম। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করার প্রত্যয়। জনচেতনা জাগ্রত করার লক্ষ্যে কবিতা লিখে জেলে গিয়েও যিনি লিখতে পারেন 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'র মতো চেতনাসঞ্চারী লেখা, তিনিই তো বুদ্ধিজীবীর প্রতিভূ।

নজরুল ধূমকেতুর উদ্বোধনী সংখ্যায়ই স্পষ্ট করেন কী অভিপ্রায়ে এ পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। লেখেন: 'রাজভয়-লোকভয় কোনো ভয়ই আমাকে বিপথে নিয়ে যেতে পারবে না। যার ভিতরে ভয়, সেই তার ভয় পায়। আমার বিশ্বাস যে নিজেকে চেনে, তার আর কাউকে চিনতে বাকি থাকে না। অতএব যে মিথ্যাকে চেনে, সে মিছামিছি তাকে ভয়ও করে না। যার মনে মিথ্যা, সেই মিথ্যাকে ভয় করে। নিজেকে চিনলে মানুষের মনে আপনা-আপনি এত বড় একটা জোর আসে যে সে আপন সত্য ছাড়া আর কাউকে কুর্নিশ করে নাড়অর্থাৎ কেউ তাকে ভয় দেখিয়ে পদানত রাখতে পারে না।'

সাহিত্যিক-দার্শনিক রাসেল জীবনভর মানবিকতার আদর্শ প্রতিষ্ঠার লড়াই করে যাওয়ার মধ্য দিয়ে পালন করে গেছেন বুদ্ধিজীবীর ধর্ম। এমনকি শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেও। প্রথম যুদ্ধের সময় একজন শান্তিবাদী হিসেবে তিনি যুদ্ধবিরোধী প্রচার পুস্তিকা রচনা করে অবস্থান নেন যুদ্ধের বিপক্ষে। যার জন্য দিতে হয় অর্থদণ্ড। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলায় ও পারমাণবিক বোমার ব্যবহারে তিনি অসহায় বোধ করেন, ক্ষুব্ধও হন। শঙ্কায় পড়েন পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে। যুদ্ধ বন্ধে এবং পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণে বিশেষভাবে উদ্যোগী হন। এ লক্ষ্যে আয়োজিত সম্মেলনে পালন করেন সভাপতির দায়িত্ব।

গ্রামশি বুদ্ধিজীবীদের দেখেছেন দুভাবে। এক. পরম্পরাভিত্তিক বুদ্ধিজীবী; যেমন শিক্ষক, পুরোহিত কিংবা প্রশাসক, যারা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে একই রকম কাজ করে চলেছেন। দুই. জৈব বুদ্ধিজীবী, যাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য ও ক্ষমতা আদায়ের জন্য কাজে লাগানো হয়। জৈব বুদ্ধিজীবীরা চলমান, গতিময়।

বাংলাদেশের এ সময়ের লেখক কবি-সাহিত্যিকরা এখন দ্বিদলীয় ছাতার নিচে নিজেদের অবস্থান নিশ্চিত করেছেন। দল নিরপেক্ষ কোনো লেখক, কবি-সাহিত্যিকের দেখা মেলা এখানে দুরূহ নয় কেবল অসম্ভবও হয়ে উঠেছে। বুদ্ধিজীবীর কোনো দল থাকতে পারে না; এ বোঝাবুঝির ধারেকাছেও নেই এ দেশের লেখক, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সম্পাদক, আইনজীবী ও অধ্যাপকরা। দলের আয়নায় আদর্শ ফেরি করা হয়ে গেছে এখনকার সৃজন ও মননশীল মানুষের বৈশিষ্ট্য।

আমাদের বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে একশটা প্রশ্ন থাকতে পারে। তার পরও এখনো যে কেউ কেউ কথা বলেন, তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানে। একজন সলিমুল্লাহ খান, একজন আহমাদ মোস্তফা কামাল যে ভূমিকা পালন করেছেন তা সদর্থক অর্থেই বুদ্ধিজীবীর ধর্মকেই উচ্চকিত করেছে।

রাজনৈতিক সরকার না হয় প্রকৃত বুদ্ধিজীবীদের বিপরীত মতের মানুষ জ্ঞান করেন, বর্তমান সরকারও কি সেই পথে হাঁটছেন? যদি না হাঁটেন তাহলে তাদেরকে তার প্রমাণ দৃশ্যমানরূপে হাজির করতে হবে। প্রযত্নের নজির, পাশে থাকার উদাহরণ দৃশ্যগ্রাহ্য করতে হবে। মনে রাখতে হবে বুদ্ধিজীবী শূন্য কোনো সমাজ বা রাষ্ট্র কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয়ে উঠত পারবে না। যে রাষ্ট্রে বুদ্ধিজীবীর কদর নেই, সেই রাষ্ট্রে তার নাগরিকের কদর বা সম্মানও থাকে না। কারণ সমাজ-রাষ্ট্রকে বিনির্মাণের প্রশ্নে দায় ও দরদের স্বাক্ষর রাখেন বুদ্ধিজীবী সমাজ।

সেই দায় পূরণ থেকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে ৮২ বছর বয়সেও ফ্রান্সের রাস্তায় মিছিল-প্রতিবাদ জারি রাখেন নোবেল বিজয়ী আনি এরনো। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের কি এরনোর এ বুদ্ধিজীবিতা থেকে কিছুই শেখার নেই, কিছুই জানার নেই, কিছুই করার নেই? এরনোর উদাহরণ হাজির করা হয়েছেড়এ থেকে বুদ্ধিজীবীদের যেমন শিক্ষণীয় রয়েছে তেমনি বুদ্ধিজীবীর জন্য রাষ্ট্রের করণীয় কী তারও বার্তা রয়েছে। একজন এরনো এমনি এমনি তৈরি হন না। এসবের নেপথ্যে রাষ্ট্রের-সমাজেরও করণীয় রয়েছে। বিষয়টা একে অন্যের পরিপূরক।

সংস্কারের যে আয়োজন চলছে, তাকে প্রকৃত অর্থেই যদি সার্থক করে তুলতে হয় তাহলে খোঁজ করতে হবে বুদ্ধিজীবীর। প্রযত্ন দিতে হবে বুদ্ধিজীবিতা যাতে চর্চিত হয়, বিকশিত হয় তার পরিবেশ-উপাদান ও অনুষঙ্গকে। এসব করা রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থেই জরুরি।

ড. কাজল রশীদ শাহীন : সাংবাদিক ও গবেষক।

ট্রাম্পের নিয়ন্ত্রণহীন ইরান যুদ্ধের তিন সপ্তাহ

(৮ পাতার পর)

প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখছে, যার মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক প্রভাব রক্ষা করা। প্রথমত, জাতীয় সার্বভৌমত্ব বজায় রাখা তাদের প্রধান লক্ষ্য। মার্কিন ও ইসরাইলি আক্রমণ থেকে দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, সীমান্তে শক্তি ধরে রাখা এবং উপসাগরীয় গুরুত্বপূর্ণ জলপথে প্রভাব বজায় রাখা ইরানের জন্য অপরিহার্য।

দ্বিতীয়ত, তারা আঞ্চলিক প্রভাব বজায় রাখতে চায়। এতে উপসাগরীয় তেল পরিবহন রক্ষা, সামরিক উপস্থিতি বজায় রাখা এবং আঞ্চলিক মিত্রদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অন্তর্ভুক্ত। ইরানি নেতৃত্ব মনে করছে, এই পদক্ষেপ না নিলে ইরান কৌশলগতভাবে দুর্বল হবে এবং তার প্রভাব সঙ্কুচিত হবে।

তৃতীয়ত, ইরান আন্তর্জাতিক মান-সম্মান বজায় রাখতে চায়। তারা চায় বিশ্ব তাদের অবস্থান 'আত্মরক্ষামূলক' হিসেবে দেখুক, যাতে তারা আক্রমণকারী হিসেবে চিহ্নিত না হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইরান আত্মসমর্পণ বা দ্রুত সমঝোতায় যেতে রাজি নয়। সজ্ঞাতের সম্ভাব্য সমাপ্তির জন্য তারা নির্দিষ্ট শর্ত নির্ধারণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছেড় বিদেশী হামলা বন্ধ হতে হবে, আঞ্চলিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং পারমাণবিক ও প্রতিরক্ষা সক্ষমতার বিষয়ে চাপ কমাতে হবে। যুদ্ধের সমাপ্তি তারা ধাপে ধাপে চায়। প্রথম পর্যায়ে তারা ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন প্রতিরোধ নিশ্চিত করবে, মধ্যপর্যায়ে উপসাগরীয় রফতানি ও সামরিক বাহিনী পুনঃসংগঠন করবে এবং শেষ পর্যায়ে আন্তর্জাতিক সমঝোতার মাধ্যমে 'সম্মানজনক সমাপ্তি' নিশ্চিত করবে। (Reuters Iran Briefing, 2026))।

এই কৌশল নির্দেশ করে, ইরান সবরকম চাপের মুখেও নিজের অবস্থান শক্ত রাখবে এবং যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত স্বতন্ত্র কৌশল অবলম্বন করবে। ইরানের বহুস্তর কৌশলের ভিত্তি হলো মূলত সামরিক, কূটনৈতিক এবং আঞ্চলিক প্রভাবের ভারসাম্য বজায় রাখা, যা মধ্যপ্রাচ্যের স্থিতিশীলতার ওপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলবে।

ইসরাইলের লক্ষ্য ও কৌশল

ইসরাইলের লক্ষ্য সজ্ঞাতকে প্রতিরক্ষামূলক ও কৌশলগত প্রভাব বৃদ্ধির মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করা, ইরানের সামরিক ও পারমাণবিক সক্ষমতা হ্রাস; আঞ্চলিক নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন নিশ্চিত করা; কিন্তু নিজেদের অভিযান স্বাধীনভাবে চালানো।

ইসরাইলের কৌশলে রয়েছে, ইরানে নির্দিষ্ট ও লক্ষ্যভিত্তিক হামলা চালানো। ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে ইরানের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোতে আঘাত করা কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ এড়ানো। সেই সাথে আন্তর্জাতিক চাপ ও রাজনৈতিক খরচ সীমিত রাখা।

ইসরাইল যুদ্ধ সমাপ্তির জন্য শর্ত নির্ধারণ করতে চায়ড় ইরান সামরিক ও পারমাণবিক শক্তি পুনর্গঠন করতে পারবে না এবং উপসাগরীয় জলপথে ইরানের প্রভাব সীমিত থাকবে।

ট্রাম্প প্রশাসন ইসরাইলকে সীমিত এবং কৌশলগত সমর্থন দিতে চাচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে নৌ ও বিমান সহায়তা, যা মূলত হরমুজ প্রণালী, গুরুত্বপূর্ণ তেল হাব এবং উপসাগরীয় বন্দরগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এ ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলকে গোয়েন্দা তথ্য এবং লক্ষ্যভিত্তিক হামলার সমন্বয়েও সাহায্য করতে পারে। এ ধরনের সমন্বয় নিশ্চিত করে যে, ইসরাইল তাদের নির্দিষ্ট সামরিক লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে, তবে ট্রাম্প প্রশাসন সরাসরি যুদ্ধের ঝুঁকিতে পড়বে না।

এ ছাড়া ট্রাম্প প্রশাসন ইসরাইলি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে, যা ইসরাইলের কৌশলগত স্বাধীনতা বজায় রাখে এবং একই সাথে মার্কিন সেনা মোতায়েনের ঝুঁকি কমায়। (Daragahi, 2026)।

সরাসরি ইরানি ভূ-খণ্ডে সেনা পাঠানো বা বড় আক্রমণ চালানো যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। মধ্যবর্তী নির্বাচনের চাপ, জনগণের বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং আন্তর্জাতিক সমর্থনের সীমাবদ্ধতার কারণে ট্রাম্প প্রশাসন উল্লিখিত কৌশল অবলম্বন করছে।

সম্ভাব্য সমাপ্তি ও আঞ্চলিক প্রভাব

ইরান-যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাইল সজ্ঞাতের সম্ভাব্য চূড়ান্ত সমাপ্তি মূলত কৌশলগত সমঝোতা এবং সীমিত সামরিক সমর্থনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হতে পারে। এই সমাধানের কাঠামো অনুযায়ী, ইরান তার সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক প্রভাব রক্ষা করবে, বিশেষ করে উপসাগরীয় তেল ও গ্যাস পরিবহন এবং সীমান্ত নিরাপত্তা বজায় রাখবে। ইসরাইলও সীমিত আকারে সামরিক ও নিরাপত্তা লক্ষ্য অর্জন করবে। এতে উপসাগরের জ্বালানি সরবরাহ স্থিতিশীল করার সম্ভাবনা বাড়াবে।

অর্থনৈতিক প্রভাবও এর সাথে যুক্ত। দীর্ঘমেয়াদি সমঝোতা ছাড়া বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সঙ্কট ও সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, যা উন্নয়নশীল দেশসহ পুরো বিশ্ব অর্থনীতিতে চাপ সৃষ্টি করবে। কূটনৈতিক প্রভাবও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভাব্য সমঝোতা মধ্যপ্রাচ্যে নতুন কূটনৈতিক মানচিত্র তৈরি করতে পারে। ন্যাটো ও মধ্যপ্রাচ্যের মিত্ররা মার্কিন নেতৃত্বের পুনর্মূল্যায়ন করবে এবং নিজেদের কৌশলগত অবস্থান সমন্বয় করবে।

নিরাপত্তা ও সামরিক ক্ষেত্রে, ইরান ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র এবং সামরিক প্রযুক্তি উন্নয়নের পথে থাকবে, ইসরাইল লক্ষ্যভিত্তিক অভিযান চালিয়ে কৌশলগত সুবিধা বজায় রাখবে এবং যুক্তরাষ্ট্র আঞ্চলিক সামরিক উপস্থিতি বজায় রেখে কৌশলগত চাপ প্রয়োগ করবে।

যুদ্ধের সম্ভাব্য চূড়ান্ত সমাপ্তি এমনভাবে গঠিত হবে যে, কেউ পুরোপুরি বিজয়ী বা পরাজিত হবে না।

মার্চ ২০২৬-এর মধ্যভাগে ইরান-যুক্তরাষ্ট্র সজ্ঞাত জটিল স্তরে পৌঁছেছে। ট্রাম্প প্রশাসনের সামরিক, কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট হয়েছে। ইরান প্রতিরক্ষা শক্তি ও কৌশলগত অবস্থান ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্র ও মিত্রদের চাপে রাখছে। ইসরাইল সংক্ষিপ্ত ও নির্দিষ্ট অভিযান চালিয়ে আঞ্চলিক প্রভাব বজায় রাখার চেষ্টা করছে।

যুদ্ধের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব শুধু মধ্যপ্রাচ্যেই নয়, বিশ্বজুড়ে জ্বালানি নিরাপত্তা, বৈশ্বিক অর্থনীতি এবং মার্কিন রাজনৈতিক ভবিষ্যতেও প্রভাব ফেলবে। ট্রাম্পের 'দ্রুত ও সীমিত' অভিযান এখন অনিশ্চিত সঙ্কটের রূপ নিচ্ছে, যা তার প্রেসিডেন্সি ও রিপাবলিকান পার্টির রাজনৈতিক ভবিষ্যৎকে বিপদে ফেলেছে। ফলে যুদ্ধের সম্ভাব্য চূড়ান্ত সমাপ্তি কৌশলগত সমঝোতা ও সীমিত সামরিক সমর্থনের মাধ্যমে না হলে এমন একটি সজ্ঞাত মধ্যপ্রাচ্যে বিস্তৃত হতে পারে, যা পরিস্থিতিকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর দিকে ঠেলে দিতে পারে।

লেখক : নির্বাহী সম্পাদক, নয়া দিগন্ত।

যুক্তরাষ্টে ঈদুল ফিতর উদযাপন

(৪০ পাতার পর)

ও তৃতীয় জামাত অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে সকাল সাড়ে ৭টা, সকাল সাড়ে ৮টা ও সকাল পোনে ১০টায়। তিনটি জামাতে দুই হাজারের বেশি মুসল্লি ঈদের নামাজ আদায় করেন। তৃতীয় জামাতে মহিলা মুসল্লিরা অংশগ্রহণ করেন।

মসজিদ মিশন: নিউইয়র্কে হাজী ক্যাম্প মসজিদ হিসেবে পরিচিত জ্যামাইকার মসজিদ মিশন-এর উদ্যোগে ঈদের তিনটি জামাত অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে সকাল সাড়ে ৭টায়, সকাল সাড়ে ৮টায় ও সকাল পৌন ১০টায়।

অ্যাস্টোরিয়ায় আল-আমিন জামে মসজিদ অ্যান্ড ইসলামিক সেন্টার : আল-আমিন মসজিদে এবারের পবিত্র ঈদুল ফিতরের জামাত ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণে মসজিদের ভেতরে তিন ধাপে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মসজিদ কর্তৃপক্ষ জানায়, মুসল্লিদের সুবিধা ও নিরাপত্তা বিবেচনায় সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে প্রথম জামাত, ৮টা ৩০ মিনিটে দ্বিতীয় জামাত এবং ৯টা ৩০ মিনিটে তৃতীয় জামাত অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় জামাতে নারীদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা রাখা হয়। তিনটি জামাতে ইমামতি করেন যথাক্রমে মসজিদের ইমাম ও খতিব হাফিজ মাওলানা লুৎফুর রহমান চৌধুরী, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইমাম মাওলানা মো. নেচার আহমদ এবং হাফেজ নুরুল আলম।

আল আরাফা ইসলামিক সেন্টারের উদ্যোগে জ্যামাইকার সুজান বি. অ্যান্থনি মাঠে শীতের কারণে বাইরে ঈদ জামাত হয়নি। ফলে মসজিদের ভেতরে তিনটি জামাত অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম জামাত সকাল সাতটায়, দ্বিতীয় জামাত সকাল আটটায় ও তৃতীয় জামাত সকাল নয়টায় অনুষ্ঠিত হয়।

জ্যাকসন হাইটসে ডাইভারসিটি প্লাজায় নিউইয়র্ক ঈদগাহর উদ্যোগে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয় পাঁচটি। প্রথম জামাত সকাল সাড়ে সাতটায়, দ্বিতীয় জামাত আটটায়, তৃতীয় জামাত নয়টায়, চতুর্থ জামাত দশটায় এবং পঞ্চম জামাত ১১টায় অনুষ্ঠিত হয়।

জ্যামাইকার ইকনা মসজিদে ঈদের দুটি জামাতের ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম জামাত সকাল আটটায় ও দ্বিতীয় জামাত সকাল নয়টায় অনুষ্ঠিত হয়।

মদিনা মসজিদ : সিটির অন্যতম পুরাতন মসজিদ ম্যানহাটনের 'মদিনা মসজিদ' হিসেবে পরিচিত ইসলামিক সেন্টার অব আমেরিকার উদ্যোগে মসজিদ ভবনে ঈদের ২টি জামাত হয় যথাক্রমে সকাল সাড়ে ৮টায় ও সকাল সোয়া ৯টায়।

মুনা সেন্টার অব নিউইয়র্ক : ওজন পার্কের অন্যতম বৃহৎ মসজিদ মুনা সেন্টার অব নিউইয়র্ক-এর উদ্যোগে নিজস্ব মসজিদ ভবনে দুটি ঈদের জামাত হয় যথাক্রমে সকাল সাড়ে ৮টা ও সকাল সাড়ে ৯টায়।

পার্কচেস্টার জামে মসজিদ : ব্রঙ্কসের অন্যতম পার্কচেস্টার জামে মসজিদে ঈদের দুটি জামাত হয় যথাক্রমে সকাল ৮টা ও সকাল ৯টায়।

বাংলাবাজার জামে মসজিদ : ব্রঙ্কসের বাংলাবাজার জামে মসজিদের উদ্যোগে ঈদুল ফিতরের ২টি জামাত অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় পিএস ১০৬ স্কুলের প্লে-গ্রাউন্ডে যথাক্রমে সকাল সোয়া ৮টায় ও সকাল ৯টায়।

বাংলাদেশ মুসলিম সেন্টার : ব্রুকলিনের অন্যতম বৃহৎ মসজিদ বাংলাদেশ মুসলিম সেন্টারে ঈদের একটি জামাত হয় সকাল সাড়ে ৮টায়।

বায়তুল জান্নাহ জামে মসজিদ : ব্রুকলিনের বায়তুল জান্নাহ জামে মসজিদ অ্যান্ড মুসলিম কমিউনিটি সেন্টারের উদ্যোগে স্থানীয় ৫৬৯ ম্যাকডোনাল্ড অ্যাভিনিউতে খোলা রাস্তায় একটি ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয় সকাল সাড়ে ৯টায়।

রিয়াজুল জান্নাহ ইসলামিক সেন্টার : সাউথ জ্যামাইকার রিয়াজুল জান্নাহ ইসলামিক সেন্টার ইনকের উদ্যোগে সকাল সাড়ে ৮টায় স্থানীয় পিএস ৪৮ স্কুল গ্রাউন্ডে একটি ঈদের জামাত হয়।

মসজিদ ইয়াসীন : কুইন্স ভিলেজের মসজিদ ইয়াসীনে দুটি ঈদের জামাত হয় যথাক্রমে সকাল সাড়ে ৮টা ও সাড়ে ৯টায়।

আল কুবা ইসলামিক সেন্টার : আল কুবা ইসলামিক সেন্টার অব জ্যামাইকার উদ্যোগে মসজিদের ভিতরে একটি ঈদের জামাত হয় সকাল আটটায়।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের জনবহুল ও বাংলাদেশি অধ্যুষিত নিউ জার্সি, পেনসিলভানিয়া, ওয়াশিংটন ডিসি, ভার্জিনিয়া, ম্যাসাচুসেটস, কানেকটিকাট, ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাস, ফ্লোরিডা, ওহাইও, ইলিনয়, কলোরাডো, ডেলাওয়ার, জর্জিয়া, কানসাস, মেরিল্যান্ড, মিশিগান, সাউথ ক্যারোলাইনা, ওয়াশিংটন ও কেন্টাকির বিভিন্ন মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার এবং দেড় শতাধিক খোলা মাঠে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.
বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে
আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা
ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিষ্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1096789
সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

PRINTING
সকল প্রকার প্রিন্টিং সার্ভিস
সেবা সমূহ
ব্যানার • পাসপোর্ট ফটো
সাইনবোর্ড • মগ
ক্যালেন্ডার • ওয়েব সাইট ডিজাইন
ম্যাগাজিন • লেভেল/স্টিকার
ফ্লায়ার • আইডি কার্ড
মেনু • টি-শার্ট
পত্রিকা এড • রাবার স্ট্যাম্প
বিয়ের কার্ড • ভিজিটিং কার্ড
পোস্টার • লেমিনেশন
ক্রেস্ট • ফোল্ডার
We are in Jackson Heights NY 11372
আমাদের অকৃত্রিম সেবা
ডিজাইন
প্রিন্টিং
বাইন্ডিং
www.bigdesignus.com
সুবিধা সমূহ
সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট সুবিধা
জরুরী প্রয়োজনে রেডিমেড ডিজাইন
কাজের সুন্দর পরিবেশ
ফোন, ফ্যাক্স ও ই-মেইল সুবিধা
BIG DESIGN PROFESSIONAL
37-55, 72 Street, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-645-6904, 718-255-1158
Email: bigdesign360@gmail.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

নব্যদের পাহারাদারিতে জাতীয়তাবাদী দলের সংস্কৃতি-চেতনা

(৯ পাতার পর)

সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী হওয়ার জন্য ওই বিষয়ে জানাশোনাটা সম্ভবত জরুরি নয়। তিনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। বাংলাদেশের নব্বই শতাংশ বাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ইতিহাস, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি সম্পর্কে পেশায় আইনজীবী নিতাই রায় চৌধুরী জানেন তো? নাকি রাষ্ট্রের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী সম্পর্কে না জেনেও সেই রাষ্ট্রের সংস্কৃতি নির্মাণে ভূমিকা রাখা সম্ভব? বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমাদের সাংস্কৃতিক লড়াই কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটি তো বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দুই দশক আগে থেকে বুঝতে শুরু করেছিলেন। ফ্যাসিবাদের ষোলো বছরে আমাদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল এবং পাঠ্যপুস্তকে যে ভয়াবহ ‘ডিই-সলামাইজেশন’ চালানো হয়েছে, সেখান থেকে জাতিকে সঠিক পথে নিতে হলে অনেক পরিকল্পনা এবং কাজ করতে হবে, যার জন্য সঠিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি প্রয়োজন। একটা উদাহরণ দিই।

২০১৭ সালে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ‘বাংলাদেশ জাতীয় অ্যাটলাস’ নামে সেই প্রাচীন বৈদিক যুগের বঙ্গ থেকে আজ পর্যন্ত মানচিত্র প্রকাশ করেছে। মানচিত্রবিষয়ক সেই বইয়ের সূচিপত্রে কয়েক শতাব্দীব্যাপী ‘স্বাধীন সুলতানি আমলের’ কোনো উল্লেখ পর্যন্ত নেই। অথচ প্রথমবারের মতো পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলাকে একীভূত করে অভিন্ন প্রশাসনিক কাঠামোর অধীনে এনে স্বাধীন বাংলা সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ। প্রথম স্বাধীন বাংলা ১৪ শতকের মাঝামাঝি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইলিয়াস শাহর আগে সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ (১৩৩৮-১৩৪৯) দিল্লি থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেও তিনি শুধু বাংলার পূর্ব অংশের সুলতান ছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির সুপ্ত ইসলামবিদ্বেষ এখানেই শেষ হয়নি। তারা পুরো সুলতানি আমলকে ‘গণেশ যুগে বঙ্গ’ নামে সূচিপত্রে উল্লেখ করেছে, যা দেখে যেকোনো পাঠকের মনে হবে, ১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজির বাংলা বিজয় থেকে ১৬০৫ সালে মোগল সুবে-বাংলা প্রতিষ্ঠা হওয়া পর্যন্ত ৪০০ বছর মুসলমানদের পরিবর্তে কোনো এক হিন্দু রাজা গণেশ ও তার বংশধররা বাংলা শাসন করেছেন। এশিয়াটিক সোসাইটি গণেশকে বিশেষভাবে ‘দিনাজপুরের একজন বাঙালি রাজা’ বর্ণনা করে হিন্দুত্ববাদী ভারতের চরম ইসলামবিদ্বেষী শাসকদল বিজেপির বয়ানের অনুকরণে সুলতানি আমলের মুসলমান শাসকদের প্রকারান্তরে বিদেশি বলতে চেয়েছে। অথচ মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে এই রাজা গণেশের কর্মকাণ্ড নিয়ে নানা বিতর্ক রয়েছে। ইতিহাসখ্যাত সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহর মৃত্যুর পর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে রাজা গণেশ ক্ষমতা পেলেও কিছুদিনের মধ্যে মুসলমানদের পাল্টা আক্রমণে তাকে সেই ক্ষমতা ছাড়তে হয়েছিল। পরে বিখ্যাত সুফি নূর কুতুব-ই-আলমের কাছে গণেশের ছেলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সুলতান জালাল উদ্দিন নামে দীর্ঘদিন বাংলা শাসন করেছিলেন। অ্যাডভোকেট নিতাই রায় চৌধুরী যদি সত্যি বাংলার কয়েক হাজার বছরের ইতিহাস জানেন এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মারপ্যাঁচ বুঝতে পারেন, তাহলে তার প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল। তবে ভয় হচ্ছে, ড. ইউনূসের জামানায় ‘মঙ্গল শোভাযাত্রা’ থেকে মুক্তি পেয়ে আবার হয়তো আমরা সাংস্কৃতিক পরাধীনতার শিকলে আবদ্ধ হতে যাচ্ছি।

উপদেষ্টা : বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর যেসব নব্য বিএনপি ব্যক্তির চমকপ্রদ উত্থান ঘটেছে, তাদের মধ্যে ডা. জাহেদ-উর রহমান অন্যতম। প্রথমে তিনি মন্ত্রীর পদমর্যাদায় প্রধানমন্ত্রীর ‘স্ট্র্যাটেজিক উপদেষ্টা’ হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। তিনি কি সরকারের, নাকি বিএনপির, নাকি উভয়েরই ‘স্ট্র্যাটেজি’ নির্ধারণের দায়িত্বে আছেন, সেটি অবশ্য আমার জানা নেই। সম্প্রতি তাকে সংস্কৃতি এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের দুই অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। তিনি এখন একের মধ্যে তিন। ২০১৮ সালে নির্বাসনে যাওয়া পর্যন্ত তাকে আমি চিনতাম না। বিএনপির কোনো আলোচনা অনুষ্ঠানেও দেখিনি। সম্ভবত ২০২১ সাল থেকে জানলাম যে তিনি লেখাপড়ায় ডাক্তার হলেও একজন আলোচিত ইউটিউব কনটেন্ট ক্রিয়েটর, টকশো স্টার এবং শেখ হাসিনা সরকারের সমালোচক। ২০২৪ সালে দেশে ফেরার পর তার কয়েকটি কনটেন্ট শুনে জানলাম তিনি ঘোরতর জামায়াত ও শিবিরবিরোধী এবং বিএনপির সমর্থক। আমার দেশ-এর সহকর্মীদের কাছ থেকে জেনেছি যে তিনি এখনো নাকি মাহমুদুর রহমান মান্নার নাগরিক ঐক্যের একজন নেতা। সেটি হতেই পারে, কারণ তারেক রহমান নির্বাচনের অনেক আগে যে জাতীয় সরকারের ধারণা দিয়েছিলেন, সেখানে সমমনা দলের রাজপথের সাথিদের নিয়েই নির্বাচন-পরবর্তী সরকার গঠনের প্রতিশ্রুতি ছিল। ডা. জাহেদ-উর রহমান সংস্কৃতি ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাওয়ার পর তার কয়েকটি ইউটিউব কনটেন্ট মনোযোগ দিয়ে শুনে তার সাংস্কৃতিক অবস্থান এবং বাংলাদেশের মিডিয়া নিয়ে ব্যক্তিগত মূল্যায়ন বোঝার চেষ্টা করেছি। ডা. জাহেদ-উর রহমানের নিজের বর্ণনা থেকেই তার চিন্তাচেতনা পাঠকদের এবার জানানোর চেষ্টা করবড়

১. ডা. জাহেদ বাংলাদেশে একমাত্র ‘হ্যাডমওয়ালা, সেক্যুলার এবং লিবারেল’ সংবাদপত্র মনে করেন। ব্রাহ্মণ প্রথম আলো ছাড়া দেশের বাদবাকি মিডিয়া তার কাছে নিতান্তই নমঃশূদ্র।

২. হ্যাডমওয়ালা প্রথম আলোর একজন কলামিস্ট হিসেবে ডা. জাহেদের বেজায় গর্ববোধ রয়েছে।

৩. একসময় তারেক রহমানকে অন্যায় সমালোচনা করে প্রথম আলো এবং ডেইলি স্টার কিছুটা ভুল করলেও মাহফুজ আনাম হাসিনার আমলে এক-এগারোর সময়কার সম্পাদকীয় নীতিমালা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করায় সেই অপরাধ এখন মিটে গেছে। তাই তার ভাষায় রাজনীতির ‘সুপার পাওয়ার’ বিএনপির মিডিয়ার ব্রাহ্মণ হাউসকে কোলে তুলে নেওয়া উচিত।

৪. আমার দেশ-এর প্রতি ডা. জাহেদ এতটা তীব্র বিদ্বেষ পোষণ করেন যে তিনি কনটেন্টে একেবারে অপ্রাসঙ্গিকভাবে আমাদের হেয় করার লোভ সংবরণ করতে পারেননি। নাম উহ্য রেখে আমাদের পত্রিকা সম্পর্কে তার কনটেন্টে তাচ্ছিল্যপূর্ণ মন্তব্য নিম্নরূপড়

‘একটি পত্রিকা বন্ধ থাকার পর চালু হয়ে মনে করেছিল কী না কী হয়ে যাবে।’

আমার দেশকে লক্ষ্য করে উপরোক্ত মন্তব্য থেকে যে কেউ মনে করবেন আমরা চালাতে না পেরে কিংবা নিজের ইচ্ছায় ২০১৩ সাল থেকে পত্রিকা বন্ধ করে রেখেছিলাম এবং বিপ্লবের সুযোগ নিয়ে নতুন করে প্রকাশিত হওয়ার পর গত এক বছরে আমার দেশ মিডিয়া জগতে কোনো ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি। দীর্ঘ পনেরো বছর ফ্যাসিস্ট হাসিনা আমার দেশ-এর বিরুদ্ধে যে ভয়ংকর নিপীড়ন চালিয়েছে, সেটিও স্ট্র্যাটেজি, সংস্কৃতি এবং তথ্য উপদেষ্টা তার কনটেন্টে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে উপেক্ষা করেছেন। আমার দেশ-এর বিরুদ্ধে বিষোদ্গারের মধ্য দিয়ে বরং পত্রিকা দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় তার ব্যক্তিগত সন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ডা. জাহেদের আদর্শগত কারণে কোনো বিশেষ পত্রিকার প্রতি অন্ধ আনুগত্য এবং অন্য একটির প্রতি চরম বিদ্বেষ থাকতেই পারে। কিন্তু সরকারের অতীব প্রভাবশালী উপদেষ্টার এ-জাতীয় পক্ষপাতপূর্ণ আসক্তি আমাদের ফ্যাসিবাদের কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। মইন-ফখরুদ্দীনের ভারতপন্থি সামরিক অভ্যুত্থান এবং শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদের ১৭ বছর (২০০৭-২০২৪) হ্যাডমওয়ালা প্রথম আলো-ডেইলি স্টার এবং আমার দেশ-এর ভূমিকার তুলনামূলক আলোচনার আগে ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনামের মাফ চাওয়ার যে গল্প ডা. জাহেদ-উর রহমান শুনিয়েছেন, সেটি যে ভুয়া, তার প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক।

প্রথম আলো এবং ডেইলি স্টার এক-এগারো এবং শেখ হাসিনার পুরোটা শাসনকাল প্রধানত শহীদ জিয়া, বেগম খালেদা জিয়া, তারেক রহমান এবং জাতীয়তাবাদী দলের বিরুদ্ধে অর্ধসত্য এবং সম্পূর্ণ মিথ্যা তথ্যনির্ভর নোংরা ব্যক্তিগত চরিত্র হননসহ যাবতীয় প্রোপাগান্ডা চালালেও শেখ হাসিনার আমলে ডেইলি স্টার সম্পাদক ব্যক্তিগতভাবে শুধু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন। তিনি আজ পর্যন্ত বেগম খালেদা জিয়া কিংবা তারেক রহমানের কাছে মাফ চাওয়া তো দূরের কথা, কোনো রকম দুঃখ প্রকাশও করেননি। বরং কিছুদিন আগে বিএনপির এক অনুষ্ঠানে প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান বক্তৃতাকালে প্রকারান্তরে তার পত্রিকার বিএনপিবিরোধী সংবাদের পক্ষে সাফাই গেয়েছেন।

তিন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রবল ক্ষমতাধর, আমার দেশবিদ্বেষী উপদেষ্টার আক্রোশ উৎপাদনের ঝুঁকি নিয়েও ইতিহাসের খাতিরে এবার প্রথম আলো এবং আমার দেশ-এর ভূমিকার তুলনামূলক আলোচনায় যেতে হচ্ছে। প্রথম আলো যখন বিএনপির ভাবমূর্তি নিকেশ করার মিশন নিয়ে মইন-ফখরুদ্দীন এবং হাসিনার সমর্থনে সর্বশক্তি নিয়ে মাঠে নেমেছিল, তখন আমার দেশ ভারতীয় আধিপত্যবাদ এবং হাসিনার ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে একাকী কলম ধরেছে। ২০০৯ সালের ১৭ ডিসেম্বর শেখ হাসিনার ছেলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির এক অভিযোগের লিড নিউজ দিয়ে ফ্যাসিস্ট প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের সরাসরি লড়াইয়ের সূচনা হয়েছিল। শেখ হাসিনার অভিযোগ ছিলড়তারেক রহমানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ লঘু করার জন্যই নাকি আমি ওই সংবাদ প্রকাশ করেছিলাম। ২০১০ সালে রিমান্ডে নিয়ে বারবার আমাকে ওই প্রশ্নই করা হয়েছিল। এই সংবাদ প্রকাশের পর নিয়মিত আমরা ফ্যাসিস্ট শাসনব্যবস্থায় বিচার বিভাগের অবক্ষয়, মানবাধিকার লঙ্ঘন, বেশুমার দুর্নীতি, বিরোধী মত দমন এবং দিল্লির কাছে দেশের সার্বভৌমত্ব বিসর্জন নিয়ে অনুসন্ধানী রিপোর্ট করেছি আর বেগম খালেদা জিয়া প্রায় প্রতিটি জনসভায় আমার দেশ উঁচিয়ে ধরে হাসিনা সরকারের দুষ্কর্মের প্রমাণ দিয়েছেন। সেই সময়কার কয়েকটি আলোচিত লিড নিউজের তালিকা আজকের তরুণ পাঠকদের জন্য দলিল হিসেবে নিচে দিলামড়

১. চেম্বার মানেই সরকার পক্ষে স্টে, ২১ এপ্রিল ২০১০
২. বিরোধী দল দমনে মামলার রেকর্ড, ২২ ডিসেম্বর ২০১১
৩. গভর্নমেন্ট গেছে পাগল হইয়া তারা একটা রায় চায়, ৯ ডিসেম্বর ২০১২
৪. অবরোধে অচল দেশ, কাল হরতাল, ১০ ডিসেম্বর ২০১২
৫. কারা শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে বন্দি চাপে, ১৩ ডিসেম্বর ২০১২
৬. শাহবাগে ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
৭. গণহত্যার মিছিলে আরো ২৪ লাশ, ৪ মার্চ ২০১৩
৮. বিপর্যস্ত দেশে মারমুখী সরকার, ৬ মার্চ ২০১৩
৯. আগ্রাসী পুলিশের বেপরোয়া গুলি, ৭ মার্চ ২০১৩
১০. ইতিহাসের জঘন্যতম পুলিশ অ্যাকশন, ১২ মার্চ ২০১৩ (১১ মার্চ বিএনপির নয়াপল্টন অফিসে তাণ্ডব চালায় হাসিনার ফ্যাসিস্ট পুলিশ)

খুনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে তার দুর্নীতির ফিরিস্তি দিয়ে মন্তব্য প্রতিবেদন লিখেছি, ‘সততায় পারবেন না প্রধানমন্ত্রী’। ১১ এপ্রিল ২০১৩ ভোর রাতে শেখ হাসিনা শত শত পুলিশ দিয়ে আমার দেশ প্রেস তালাবন্ধ করে এবং কারওয়ান বাজার অফিস থেকে সকাল ৮টার দিকে আমাকে দ্বিতীয় দফায় গ্রেপ্তার করে ডিবিতে নিয়ে যান। আমরা যখন বাংলাদেশের ইতিহাসের নির্মমতম শাসকের বিরুদ্ধে ডা. জাহেদের ভাষায় এক তুচ্ছ হ্যাডমছাড়া পত্রিকা নিয়ে লড়াই করছিলাম, তখন আজকের প্রভাবশালী উপদেষ্টা নিশ্চয়ই প্রথম আলো এবং ডেইলি স্টারকে সঙ্গে নিয়ে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আরো কোনো বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলছিলেন। আমি কারাবন্দি থাকায় হয়তো তার অতীত বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপ জানতে পারিনি। তবে হাসিনার আমলে তিনি কোনো ধরনের নিপীড়নের শিকার হয়েছেন, আমার জানা নেই।

যাহোক, এমন একজন ব্যক্তি যার কাছে পত্রিকা জগতে একমাত্র আদর্শ প্রথম আলো, তিনি বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও তথ্য মন্ত্রণালয়কে কোন আদর্শে পরিচালনা করবেন, সেটি বুঝতে পাঠকদের তেমন কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। উপদেষ্টার ভাষায় অতি তুচ্ছ পত্রিকা, আমার দেশ নিয়েই নব্য হ্যাডমওয়ালাদের সঙ্গে দিল্লি সমর্থিত ফ্যাসিবাদী জামানার মতোই সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের জন্য আমরা প্রস্তুত আছি। এটা তো প্রমাণিত যে, আদর্শের ব্যাপারে আমি বড়ই অনমনীয়, যাকে আপনারা বলে থাকেন উগ্র এবং হঠকারী। দেখতেই তো পাচ্ছেন, দুই দশক ধরে আমার অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। প্রবল সন্দেহ হচ্ছে, সংস্কৃতি এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের বর্তমান সেনাপতিরা জাতীয়তাবাদী দলের অর্ধশতাব্দীর আদর্শ সত্যি কি ধারণ করেন? আমার প্রশ্নের জবাব হয়তো একদিন বিএনপির আদি নেতা, কর্মী ও সমর্থকরা খোঁজার চেষ্টা করবেন।

শেষ কথা : মইন-ফখরুদ্দীন সরকারের বিএনপি ধ্বংস করার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য লড়াইয়ের সূচনার কাহিনি এবং ২০১৩ সালে আমার গ্রেপ্তারের কয়েক দিন আগের একটা ঘটনার কথা বলে আজকের দীর্ঘ লেখার সমাপ্তি টানব। আমার ধারণা, বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে এসব কাহিনি কেউ জানাননি। ২০০৭ সাল। বেগম খালেদা জিয়া, তারেক রহমান এবং মরহুম আরাফাত রহমান কারাবন্দি। সেনাসমর্থিত সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সভা নিষিদ্ধ। বিএনপির আজকের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সে সময় দলের কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন না। আর আমি তো জাতীয়তাবাদের সমর্থক একজন সাধারণ পেশাজীবী মাত্র। নয়া দিগন্তে প্রতি সপ্তাহে সেনাসমর্থিত সরকারের দেশ ও বিএনপিবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কলাম লিখে ক্ষমতাসীনদের আক্রোশ উৎপাদন করছি। মির্জা ফখরুল একদিন আমার উত্তরা অফিসে এসে বললেন, মাহমুদ ভাই কী করা যায়? আমি প্রস্তাব করলাম একজন প্রধান অতিথি পেলে পেশাজীবীদের নিয়ে প্রেস ক্লাবে একটা প্রতিবাদ সভা করে মাঠে নামা যেতে পারে। মির্জা ফখরুল বললেন, আমরা একসঙ্গে গেলে তৎকালীন স্পিকার ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার সম্মত হতে পারেন। সরকারে থাকতে আমার তাকে ঘনিষ্ঠভাবে চেনার সুযোগ না হলেও মহাসচিব ভরসা দিলেন তিনি আমাকে অপছন্দ করেন না। আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নির্ধারিত দিনে তার বাসায় গেলে তিনি প্রধান অতিথি হতে সম্মত হলেন। আমরা প্রেস ক্লাবে প্যান্ডেল টানিয়ে মূলত প্রকৌশলী এবং কিছু অন্য পেশাজীবীকে নিয়ে সেই চরম বৈরী সময়ের প্রেক্ষাপটে বেশ বড় সভাই করতে পেরেছিলাম। ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার দীর্ঘ ভাষণ দিয়েছিলেন। প্রথম সভার সাফল্য পরে সব পেশাজীবীকে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেছিল।

দ্বিতীয় ঘটনা শেখ হাসিনার ছেলে জয়ের দুর্নীতির নথিপত্র সংগ্রহ নিয়ে। ২০২৬ সালে একুশে পদকপ্রাপ্ত, যায়যায়দিন সম্পাদক শফিক রেহমান নিজ উদ্যোগে বেশ কাঠখড় পুড়িয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে হাসিনাপুত্র জয়ের দুর্নীতির কিছু নথিপত্র জোগাড় করেছিলেন যে সম্পর্কে আমি বিন্দুবিসর্গ জানতাম না। ২০১৩ সালের এপ্রিলে আমি গ্রেপ্তার হওয়ার কয়েক দিন আগে বেশ রাতে শফিক ভাই হঠাৎ আমার দেশ অফিসে এসে হাজির হলেন। কয়েক মাস ধরে তখন অফিসবন্দি হয়ে গ্রেপ্তারের জন্য অপেক্ষা করছি। শুনলাম বেগম খালেদা জিয়ার কাছে শফিক রেহমান জয়ের দুর্নীতির কাগজপত্র সম্পর্কে বলতে গেলে তিনি নথির কপি আমার কাছে রাখতে বলেছেন। আমি কোনো কিছু না জানলেও ম্যাডামের কথা শিরোধার্য। ২০১৬ সালে আমি কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় এই এক রাতের ঘটনা নিয়ে এক হাস্যকরভাবে ভুয়া অপহরণ মামলা হলে আমার এবং শফিক ভাইয়ের সাত বছর করে সাজা হয়েছিল। তুরস্কের নির্বাসন জীবন থেকে ফিরে প্রফেসর ইউনূসের জামানায় এ মামলাতেই আমাকে পাঁচ দিনের জন্য আবার জেলে যেতে হয়েছিল। নিম্ন আদালতের সেই সাজা অবশ্য জজ কোর্টে বাতিল হয়ে গেছে। ২০১৬ সালে রোজার মাসে আমাকে জেলখানা থেকে উঠিয়ে এই মামলায় ডিবি ১০ দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদও করেছিল। রিমান্ড শেষে শফিক রেহমান কাশিমপুর জেলে আমার একেবারে পাশের সেলে গিয়ে উঠলে আমি তার কাছে খানিকটা অনুযোগ করেই বলেছিলাম, এমনিতেই জানি না কোনোদিন জেলের বাইরে যেতে পারব কি না। আবার বিনা অপরাধে উটকো ঝামেলায় জড়ালেন কেন? সজীব ওয়াজেদ জয়ের ভুয়া মামলায় আমাকে সেই সময় প্রায় এক বছর অতিরিক্ত জেলও খাটতে হয়েছিল। বিএনপির সঙ্গে আমার প্রায় তিন দশকের সম্পর্ক এবং দলটির নেতা ও মন্ত্রীদের পুরো কাহিনি লিখতে গেলে সম্ভবত বাকি জীবন পার হয়ে যাবে। ডা. জাহেদ-উর রহমানের মতো নব্য বিএনপিদের কাছ থেকে এখন বিএনপির গল্প শুনতে তাই বড়ই কৌতুকবোধ করি। বাছুরের নতুন শিং উঠলে নাকি সবাইকে গুঁতো মারতে যায়। ডা. জাহেদের নেতা মাহমুদুর রহমান মান্নাও আমার সঙ্গে কাশিমপুর জেলে ছিলেন। তার প্রতি অসৌজন্যমূলক আচরণ করায় একবার জেলার নাসিরকে বেশ ভর্ৎসনাও করেছিলাম। এর আগে ২০০৮ সালের নির্বাচনের প্রস্তুতির সময় রাজনৈতিক কারণে মান্না ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল, যার কথা বেগম খালেদা জিয়া জানতেন। সে আরেক গল্প। ভবিষ্যতে প্রসঙ্গ এলে লেখা যাবে।

ইরান সংকটের অদৃশ্য সমাপ্তি

(১২ পাতার পর)

একজন ভোক্তা হঠাৎ করে রুটি বা বিদ্যুতের জন্য বেশি মূল্য দিতে শুরু করে, কারণটি না জেনেই।

আরও একটি নতুন মাত্রা রয়েছে, ডিজিটাল অবকাঠামো। ডেটা সেন্টার, ক্লাউড নেটওয়ার্ক, এগুলো এখন আর প্রান্তিক নয়, বরং অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু। এগুলো লক্ষ্যবস্তু হলে প্রভাব পড়ে আর্থিক খাত, যোগাযোগ এবং সরবরাহ ব্যবস্থায়। আমার মতে, ইরান এই বিষয়টি বেশ ভালো করে বুঝেতে পেরেছে। তাই, ইরান শুধু সামরিক লক্ষ্যবস্তু নয়, বরং সেই অর্থনৈতিক স্নায়ুতন্ত্রকে লক্ষ্য করছে, যা সামরিক শক্তিকে টিকিয়ে রাখে। যুক্তি সহজড়যদি একটি পরাশক্তির অর্থনৈতিক পরিবেশকে জটিল করে তোলা যায়, তবে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ চালানো তার জন্য অনাকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। এই অর্থে বাজার এক ধরনের অদৃশ্য বিচারকের মতো কাজ করে। তারা যুদ্ধ থামাতে পারে না, কিন্তু এর খরচ এত বাড়িয়ে দিতে পারে যে রাজনৈতিক নেতারা বিজয়ের নয়, বরং বেরিয়ে আসার পথ খুঁজতে শুরু করেন।

এবার আসা যাক রাজনীতির কথায়, যা সবচেয়ে অবমূল্যায়িত, অথচ প্রায়ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধ সাধারণত ঐক্যের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। জনগণ পতাকার চারপাশে একত্রিত হয়, বিরোধিতা সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়, এবং নেতারা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ পান। কিন্তু এই ঐক্য স্থায়ী নয়। খরচ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং লক্ষ্য অস্পষ্ট হয়ে পড়লে এটি ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে থাকে। গণতান্ত্রিক দেশে সময়সীমা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত হবেই, যুদ্ধ শেষ হোক বা না হোক। আর এই নির্বাচনই পররাষ্ট্রনীতিকে অভ্যন্তরীণ সমস্যায় পরিণত করে। জ্বালানির দাম বৃদ্ধি তখন আর একটি বিমূর্ত বিষয় থাকে না; এটি হয়ে ওঠে নির্বাচনী ইস্যু। সরবরাহ শৃঙ্খলের সমস্যা রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসে। আর যদি হতাহতের সংখ্যা বাড়ে, তবে তা প্রতীক হয়ে ওঠে। যুক্তরাষ্ট্রও এমন একটি সময়সীমার মুখোমুখি। মধ্যবর্তী নির্বাচন একটি অনিবার্য বাস্তবতা, যা রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশকে বদলে দেয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ আসনের আইনপ্রণেতারা তখন প্রশ্ন তুলতে শুরু করেনড়এই যুদ্ধ কতদিন চলবে? কত খরচ হবে? এর উদ্দেশ্য কী?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জেনারেলরা দিতে পারেন না। এগুলো এমন প্রশ্ন, যা রাজনীতিবিদদের এড়ানোর উপায় নেই। ইতিহাস এখানে আবারও পথ দেখায়। ভিয়েতনাম যুদ্ধ সামরিক বিকল্পের অভাবে শেষ হয়নি; এটি শেষ হয়েছিল কারণ অভ্যন্তরীণ সমর্থন ভেঙে পড়েছিল। ইরাক যুদ্ধও একই ধরনের পথ অনুসরণ করেছিল, যদিও কম নাটকীয়ভাবে। উভয় ক্ষেত্রেই যুদ্ধক্ষেত্র গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কিন্তু রাজনৈতিক সহনশীলতা ছিল আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ইরানের কৌশলও মনে হয় এই বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে তৈরি। দ্রুত জয়লাভ নয়, বরং দীর্ঘস্থায়ী চাপ সৃষ্টি করা সামরিক, অর্থনৈতিক এবং মানসিকড়যতক্ষণ না প্রতিপক্ষের জোট নিজের ভেতরেই দুর্বল হয়ে পড়ে।

এটাই হলো “অস্ত্র, বাজার এবং রাজনৈতিক সময়সীমা”র সারকথা। এটি কোনো স্লোগান নয়; এটি একটি কাঠামো, যেখানে প্রতিটি উপাদান অন্যটিকে শক্তিশালী করে। অস্ত্রের ঘাটতি সামরিক বিকল্পকে সীমিত করে, বাজারের অস্থিরতা অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ বাড়ায়, আর রাজনৈতিক চাপ দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ চালানোর ইচ্ছাকে দুর্বল করে। এই চক্রের ভেতরেই যুদ্ধের সংজ্ঞা বদলে যায়। পূর্ণ বিজয় পরিণত হয় আংশিক সাফল্যে। লক্ষ্যগুলো নীরবে সংশোধিত হয়। আলোচনা, যা একসময় প্রত্যাখ্যাত ছিল, তা বাস্তবসম্মত বিকল্পে পরিণত হয়। নেতারা তখন স্থিতিশীলতা, প্রতিরোধ, ভারসাম্যের মতো শব্দ ব্যবহার করেনড়যা আসলে সমন্বয়ের ইঙ্গিত দেয়, বিজয়ের নয়।

সম্ভবত এইভাবেই এই যুদ্ধ শেষ হবেড়কোনো একক সিদ্ধান্তমূলক আঘাতের মাধ্যমে নয়, বরং বিভিন্ন চাপের একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে। স্পষ্টতার মাধ্যমে নয়, বরং এমন এক অস্পষ্টতার মাধ্যমে, যাকে দক্ষতার সঙ্গে সমাধান হিসেবে উপস্থাপন করা হবে। এখানে একটি বিদ্রুপ রয়েছে। যুদ্ধ প্রায়ই শুরু হয় সর্বোচ্চ লক্ষ্য নিয়েশত্রুকে পরাজিত করা, অঞ্চল পুনর্গঠন, আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। কিন্তু শেষ হয় অনেক বেশি সীমিত ফলাফলেড়নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ, এবং প্রায় আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়া, যদিও অনেক বেশি খরচ ও কম ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে। ইরান এই ধরণটি বোঝে এবং এর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রও তা বোঝে, যদিও তা স্বীকার করতে সময় নেয়। পার্থক্য জ্ঞানে নয়, বরং দীর্ঘস্থায়ী অনিশ্চয়তাকে সহ্য করার রাজনৈতিক সক্ষমতায়। শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধগুলো হবে না সেইগুলো, যা মানুষ টেলিভিশনে দেখে। এগুলো ঘটবে উৎপাদন প্রতিবেদন, বাজার সূচক এবং জনমত জরিপে। কম নাটকীয়, কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর যখন এই তিনটি ফাটলরেখাড়অস্ত্র, বাজার এবং রাজনৈতিক সময়সীমাড়একত্রিত হবে, তখন ফলাফল ঘোষণার প্রয়োজন হবে না। তা ইতিমধ্যেই নির্ধারিত হয়ে যাবে।

লেখক : রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে WEEKLY BANGLADESH

স্বাধীনতা দিবস: সার্বভৌমত্বের প্রতিশ্রুতি ও গণমানুষের বঞ্চনা

(৪ পাতার পর)

এমন সব কলাকৌশল অবলম্বন করে, যা সংগঠনের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রকে ক্রমশ সংকুচিত করে ফেলে ।বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো এই তত্ত্বের এক সুস্পষ্ট প্রতিফলন। এখানে দলীয় কাঠামোর ভেতরেই এমন এক অলিগার্কিক নিয়ন্ত্রণ গড়ে উঠেছে, যেখানে নেতৃত্বের পরিবর্তন বা বিকল্প নেতৃত্বের বিকাশ অত্যন্ত সীমিত, এমনকি প্রায় অসম্ভব। পরিবারতান্ত্রিক প্রভাব, আনুগত্যভিত্তিক রাজনীতি এবং ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন- এসব উপাদান মিলিয়ে একটি সংকীর্ণ বৃত্ত তৈরি হয়েছে, যা রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রবাহকে সাধারণ জনগণের দিকে না নিয়ে সেই নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যেই আবদ্ধ রাখে। ফলে গণতন্ত্রের আনুষ্ঠানিক কাঠামো বিদ্যমান থাকলেও, তার কার্যকারিতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক চরিত্র প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে ।এই প্রেক্ষাপটে স্পষ্ট হয় যে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সংকট কেবল সাময়িক বা ব্যক্তিনির্ভর নয়; এটি গভীরভাবে প্রোথিত একটি ঐতিহাসিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তবতা, যেখানে শোষণমূলক কাঠামো এবং অলিগার্কিক নিয়ন্ত্রণ একে অপরকে শক্তিশালী করে চলেছে। এর ফলে স্বাধীনতার মৌলিক প্রতিশ্রুতি তথা জনগণের ক্ষমতায়ন ও রাষ্ট্রের সর্বত্র সার্বভৌমত্বের প্রতিষ্ঠা আজও পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি।

সাম্প্রতিক জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে এই দীর্ঘস্থায়ী কাঠামোগত সংকটের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করলে তা কেবল একটি তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক ঘটনারূপে নয়, বরং গণমানুষের সঞ্চিত বঞ্চনা, ক্ষোভ এবং প্রত্যাশার এক প্রতীকী বিস্ফোরণ হিসেবে প্রতিভাত হয়। এটি ছিল এমন এক মুহূর্ত, যখন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উপেক্ষিত মানুষেরা নিজেদের অস্তিত্ব, অধিকার এবং অংশগ্রহণের প্রশ্নকে নতুন করে সামনে নিয়ে আসে। এই অর্থে, ঘটনাটিকে জাঁ-জাক রুশোর 'সাধারণ ইচ্ছা' (জেনারেল উইল) অর্থাৎ জনগণের সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষা ও ন্যায্য দাবিরএক ধরনের পুনরুত্থান হিসেবেও দেখা যেতে পারে, যেখানে রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের ন্যায্য অধিকার পুনরায় উচ্চারিত হয়েছে ।তবে এই জাগরণ, যা একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রত্যাশা তৈরি করেছিল, তা রাজনৈতিক বাস্তবতায় প্রত্যাশিত প্রতিফলন পায়নি। অঙ্গীকার থাকা সত্ত্বেও বর্তমান সরকারের 'জুলাই সনদ' বাস্তবায়নে অনীহা, বিলম্ব এবং নানা কৌশলগত তালবাহানার আশ্রয়নেওয়া ইঙ্গিত দেয় যে বিদ্যমান ক্ষমতাকাঠামোকে ভেঙে তা পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে অনিচ্ছুক, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে প্রতিরোধী। রাষ্ট্রসংস্কারের প্রশ্নে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, অবিশ্বাস ও পারস্পরিক প্রতিযোগিতা দেখা যায়, তা এই বাস্তবতাকে আরও স্পষ্ট করে তোলে যে পরিবর্তনের দাবি যতই জোরালো হোক না কেন, ক্ষমতার বর্তমান বিন্যাস তা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত নয়।

এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে 'পথের উপর নির্ভরতা' (পাথ ডিপেন্ডেন্সি) তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, অতীতের প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত, রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং ক্ষমতার বিন্যাস এমন এক ধারাবাহিকতা তৈরি করে, যা ভবিষ্যতের সম্ভাব্য পথগুলোকে সীমাবদ্ধ করে দেয়। ফলে পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকলেও তা সহজে বাস্তবায়িত হয় না, কারণ বিদ্যমান কাঠামো নিজেকে টিকিয়ে রাখতে নানা কলাকৌশলের প্রয়োগ ও বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় থাকে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই নির্ভরতা কেবল প্রশাসনিক কাঠামোতেই নয়, বরং রাজনৈতিক আচরণ, নীতিনির্ধারণের ধরণ এবং ক্ষমতার চর্চার মধ্যেও গভীরভাবে প্রোথিত ।এর ফলে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈপরীত্য তৈরি হয় অর্থাৎ ব্যক্তি, পরিবার বা দল পরিবর্তিত হয়, কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্রের শাসনের ধরন অপরিবর্তিত থেকে যায়। গণতন্ত্রের আনুষ্ঠানিক রূপ বিদ্যমান থাকলেও, তার ভেতরকার চর্চা ও কার্যকারিতা ক্রমশ সীমিত হয়ে পড়ে। এই অবস্থাকে অনেকাংশে এমন এক রাজনৈতিক বাস্তবতা হিসেবে দেখা যায়, যেখানে গণতন্ত্রের ভাষ্য বজায় রেখেই এক ধরনের কাঠামোগত স্বৈরতন্ত্র পুনরুৎপাদিত হয়যা জনগণকে প্রতিশ্রুতি দেয় মুক্তির, কিন্তু বাস্তবে তাদের আবদ্ধ করে রাখে একটি পুনরাবৃত্তিমূলক, পরিত্রাণহীন নিয়তির মধ্যে।

এই দুষ্টচক্র ভাঙতে হলে প্রয়োজন একটি মৌলিক রাষ্ট্রসংস্কার প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন যা কেবল প্রশাসনিক কাঠামোর আংশিক পরিবর্তনের প্রয়াসে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তি, রাজনৈতিক দর্শন এবং ক্ষমতার বিন্যাসের একটি সামগ্রিক পুনর্গঠন নিশ্চিত করবে। এখানে প্রশ্নটি কেবল কে শাসন করবে, তা নয়; বরং কিভাবে শাসন পরিচালিত হবে এবং সেই শাসনের উদ্দেশ্য কী হবে- এই মৌলিক প্রশ্নগুলোর পুনর্বিবেচনা অপরিহার্য। মার্কিন চিন্তক জন রলস (১৯২১-২০০২) তাঁর 'ন্যায্যতা হিসেবে ন্যায় বিচার' (জাস্টিস এজ ফেয়ারনেস) তত্ত্বে যে ধারণা তুলে ধরেছেন, তা এই প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর মতে, একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজে রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান এমনভাবে গঠিত হওয়া উচিত, যাতে তা সর্বপ্রথম এবং সর্বাধিকভাবে সমাজের সবচেয়ে দুর্বল ও বঞ্চিত মানুষের স্বার্থ রক্ষা করে। অর্থাৎ উন্নয়ন, নীতি এবং সম্পদ বণ্টনের মানদণ্ড নির্ধারিত হবে ক্ষমতাবানদের সুবিধা নয়, বরং প্রান্তিক মানুষের কল্যাণকে কেন্দ্র করে ।এই তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বাস্তব রূপ দিতে হলে রাষ্ট্রের পাশাপাশি নাগরিক সমাজের ভূমিকাও অপরিহার্য হয়ে ওঠে। একটি সক্রিয়, সচেতন এবং সংগঠিত নাগরিক সমাজই পারে রাষ্ট্রের ওপর কার্যকর জবাবদিহিতা আরোপ করতে, ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিরোধ করতে এবং ন্যায্যতার প্রশ্নে জনমত গড়ে তুলতে। গণমাধ্যম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পেশাজীবী সংগঠন এবং সামাজিক আন্দোলন- এই সবগুলো ক্ষেত্র সম্মিলিতভাবে একটি সমালোচনামূলক নাগরিক চেতনা নির্মাণে ভূমিকা রাখতে পারে, যা রাষ্ট্রকে তার প্রতিশ্রুতির প্রতি দায়বদ্ধ রাখতে সক্ষম হবে।

এই প্রেক্ষাপটে আমাদের স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য নতুন করে অনুধাবন করা প্রয়োজন। এটি কেবল জাতির জন্য অতীতের গৌরবময় অর্জন স্মরণের দিন নয়; বরং একটি অসমাপ্ত সংগ্রামের পুনঃঘোষণা, একটি নৈতিক দায়বদ্ধতার নবায়ণ। স্বাধীনতা তখনই পূর্ণতা পাবে, যখন সার্বভৌমত্ব কেবল সংবিধানের ভাষায় সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং প্রতিটি নাগরিকের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিফলিত হবেযেখানে মানুষ নিজেকে রাষ্ট্রের প্রকৃত মালিক হিসেবে অনুভব করবে, এবং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায়বাইরের প্রভাব ও আগ্রাসন থেকে মুক্ত থাকবে ।অতএব, স্বাধীনতা দিবসে গণমানুষের ভাগ্যের প্রকৃত পরিবর্তনই হোক আমাদের স্বাধীনতার মূল অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন সুদৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছা, কার্যকর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং সর্বোপরি একটি জাগ্রত, দায়িত্বশীল ও অংশগ্রহণমূলক নাগরিক সমাজ। অন্যথায় স্বাধীনতা একটি প্রতীকী অর্জন হিসেবেই থেকে যাবে, কিন্তু তার বাস্তব রূপ চিরকালই আমাদের নাগালের বাইরে রয়ে যাবে ।তাই স্বাধীনতা দিবসে আমাদের অঙ্গীকার হোক- স্বাধীনতাকে কেবল অতীতের একটি সাফল্য হিসেবে নয়, বরং একটি চলমান, ক্রমবিকাশমান প্রকল্প হিসেবে দেখা; এবং সেই প্রকল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে গণমানুষের মুক্তি, মানবিক মর্যাদা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা।

'তখন রাত ২টা বেজে ১৫ মিনিট': ২৬ মার্চ ১৯৭১

(৬ পাতার পর)

১টার দিকে তাঁর কমান্ডিং অফিসার চট্টগ্রাম বন্দরে পাকিস্তানি জেনারেল আনসারির কাছে রিপোর্ট করার নির্দেশ দেন। সেখানে একটি নেভি ট্রাকে করে তাঁর যাওয়ার কথা ছিল। জেনারেল আনসারি সেখানে শিকারির মত অপেক্ষায় ছিলেন, 'সম্ভবত আমাকে চিরতরে শেষ (হত্যা) করে দেওয়ার জন্য। তিনি স্মৃতিচারণ করে বলেন, বন্দরের পথে যাওয়ার পথে বাঙালি মেজর খালেকুজ্জামান চৌধুরী তাঁকে থামান এবং পাকিস্তানি বাহিনীর সশস্ত্র হামলার খবর দেন। এরপর জিয়া দ্রুত নিজ ব্যাটালিয়নে ফিরে আসেন। সেখানে গিয়ে দেখেন, বাঙালি সৈন্যরা ততক্ষণে সব পাকিস্তানি অফিসারকে একটি কক্ষে বন্দি করে ফেলেছে।

জিয়া লিখেছেন, অফিসে পৌঁছে তিনি বাঙালি লেফটেন্যান্ট কর্নেল এমআর চৌধুরী এবং মেজর রফিকুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন, কিন্তু কাউকেই পাননি। সামরিক কর্মকর্তাদের না পেয়ে তিনি বেসামরিক টেলিফোন অপারেটরকে ফোন করেন। তাঁর ভাষায়, 'আমি অপারেটরকে অনুরোধ করলাম ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপার, কমিশনার, ডিআইজি এবং আওয়ামী লীগ নেতাদের জানাতে যে, ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করেছে এবং তারা দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করবে।'

জিয়া আরও জানান, প্রথমে তিনি নিজেই সব বেসামরিক কর্মকর্তার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কাউকে পাননি। শেষে সেই টেলিফোন অপারেটরের শরনাপন্ন হন এবং তিনি সানন্দে জিয়ার অনুরোধ রাখতে রাজি হন। এরপর তিনি নিজ ইউনিটের বাঙালি সেনাদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। জিয়া সেই বিদ্রোহের মুহূর্ত বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, 'তারা সব জানত। (তবুও) আমি সংক্ষেপে তাদের সবকিছু বললাম।' ইন্টারনেটে সংরক্ষিত এই বিশেষ নিবন্ধটি ৩ হাজার ৬৫০ শব্দেরও বেশি। সেখানে জিয়া লিখেছিলেন, স্বাধীনতার প্রথম বার্ষিকীর আগে একজন সাংবাদিক তাকে এটি লিখতে উৎসাহিত করেন। যদিও নিজের লেখালেখির দক্ষতা নিয়ে শুরুতে কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন বলেও উল্লেখ করেন। জিয়া আরও লিখেন, 'আমি একজন সৈনিক। লেখালেখি হল খোদা প্রদত্ত শিল্প আর সৈনিকদের মধ্যে সাধারণত এই দুর্লভ শিল্পগুণ থাকে না। কিন্তু সেই ঐতিহাসিক আবেগঘন মুহূর্তে আমাকেও কিছু লিখতে হয়েছিল। আমাকে কলমও ধরতে হয়েছিল।'

স্বাধীনতা দিবস ও কিছু কথা

(৬ পাতার পর)

করা হচ্ছে। আয় হচ্ছে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা। বিশ্বব্যাপী করোনা অতিমারির ফলে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিলেও বাংলাদেশ অনেকটাই কাটিয়ে উঠতে পেরেছে বলে আপাতদৃষ্টিতে অনেকেই মনে করছেন। এ অভূতপূর্ব অগ্রগতি আমাদেরকে ভবিষ্যতেও ধরে রাখতে হবে।

আজ জঙ্গি হামলায় জর্জরিত পাকিস্তানের দিকে তাকালে মনে হয়, স্বাধীনতা না এলে হয়তো আমাদের অবস্থাও হতো তাদের মতো। আমাদের সৌভাগ্য, আমরা এড়াতে পেরেছি সে পরিস্থিতি। ইতিমধ্যেই সরকার স্বাধীনতা যুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধ, হত্যা, খুন, ধর্ষণ, লুট ও যুদ্ধাপরাধের বিচারের কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করে যাচ্ছেন এর ফলে দেশের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে বিশ্বাসী লক্ষ-কোটি মানুষের মনে বিরাট আশার সঞ্চার হয়েছে। মহান স্বাধীনতা দিবসে আমাদের একটাই প্রত্যাশা। বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার স্থপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধর্মনিরপেক্ষতার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা যেন পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়। আমাদের এ শান্তিময় দেশে ধর্মের নামে যেন কেউ অশান্তি সৃষ্টি করতে না পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। যার যার ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করার বিষয়ে বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্ন দেখতেন তার বাস্তবায়ন আজ খুবই প্রয়োজন। ১৯৭২ সালে ৪ নভেম্বর জাতীয় সংসদে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন: 'জনাব স্পীকার সাহেব, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়।

বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মকর্ম করার অধিকার থাকবে। আমরা আইন করে ধর্মকে বন্ধ করতে চাই না এবং করবও না। ২৫ বৎসর আমরা দেখেছি, ধর্মের নামে জুয়াচুরি, ধর্মের নামে শোষণ, ধর্মের নামে বেঈমানী, ধর্মের নামে খুন, ধর্মের নামে ব্যাবিচার- এই বাংলাদেশের মাটিতে এ সব চলেছে। ধর্ম অতি পবিত্র জিনিস। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা চলবে না। যদি কেউ বলে যে, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে, আমি বলব, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয় নি। সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছি'। বঙ্গবন্ধুর এই আদর্শ যদি আজ পূর্ণ রূপে বাস্তবায়িত করা হত তাহলে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর এ দিনে দেশের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার মত সাহস দেখানোর মত হয়তো কাউকে পাওয়া যেত না।

পরিশেষে বলতে চাই, আমরা যদি বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথ অনুযায়ী রাষ্ট্র ও মানুষের কল্যাণে কাজ করতে পারি, তার বিশ্বাস, আদর্শ ও কর্মকে লালন করি, তাহলে সেটাই হবে তার প্রতি সত্যিকারের সম্মান প্রদর্শন, দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ। মহান স্বাধীনতা দিবসে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় স্মরণ করি মহান মুক্তিযুদ্ধের লাখো শহীদদের, স্মরণ করি স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী তার সহকর্মী জাতীয় নেতাদের।

মাহমুদ আহমদ , ইসলামি গবেষক ও কলামিস্ট।

তাকওয়া অনুশীলনের ধারা অব্যাহত রাখুন

(৮ পাতার পর)

(আল কুরআন ২:১-২) তাহলে আমরা এভাবে বলতে পারি যে, আল কুরআনের কাজ হচ্ছে, প্রাথমিকভাবে সৈন্যবাহিনীতে লোক নিয়োগদান করে রমযানের রোযার হাতে ছেড়ে দেওয়া এবং রমজানের রোযা একটি মাস তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাঁটি সোনা তথা দক্ষ সৈনিকে রূপান্তর বা তৈরী করে আবার কুরআনের হাতে সোপর্দ করবে। এবার আল কুরআন তাকে সামনে পথ চলার কর্মসূচী বাতলে দেবে। কুরআন বলবে কোনটি আল্লাহর মর্জির পথ, আর কোনটি তাগুতের পথ। আল্লাহর মর্জির পথ হলো তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর জমিনে তাঁরই অনুশাসন মেনে চলার চেষ্টা করা। এটিই রমযান, তাক্‌ওয়া ও কুরআনের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

আল কুরআন হলো রমযানের মধ্যমনি। রমযান ফরয করা হয়েছে আল কুরআনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করার ট্রেনিং হিসেবে। শুধুমাত্র রমযান নয় এমনিভাবে আমরা যতোগুলো ইবাদাত পালন করে থাকি, যেমন: নামায, যাকাত ও হজ্জ প্রতিটি ইবাদাতের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো সেই একটিই, আর তা হলো, আল-কুরআন অনুশীলনের সংগ্রামে একজন আদর্শ সৈনিকে পরিণত করা।

রমযান, কুরআন ও তাক্‌ওয়া এ তিনটি পরিভাষা একই লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে চক্রাকারে আমাদের মাঝে আবর্তিত হয়। আর সেই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো ইসলামী সমাজ উপযোগী সৎ নাগরিক তৈরী করা।

সুতরাং রমযান চলে গেলে এ পবিত্র মাসে আমাদের মধ্যে তাকওয়ার যে শক্তি অর্জিত হয়েছে, তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। যেই তাকওয়া আমাদেরকে আল্লাহর দেয়া জীবন-বিধান এবং কুরআনের মিশনকে পুরো করার যোগ্য করে তুলতে পারে। সেজন্য কুরআনের সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এ পবিত্র মাসের রোযাসহ সবকিছুই কুরআনের সাথে কেন্দ্রীভূত করে দেয়া হয়েছে। অধিকাংশ সময় আমাদেরকে কুরআনের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য তা বুঝে পড়ার চেষ্টা করতে হবে। দ্বিতীয়ত: কুরআনের প্রতি এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, কুরআনই একমাত্র পারে ব্যক্তি, সমাজ ও যুগকে পাল্টে দিয়ে একটি কল্যাণমুখী ও সোনালী সূর্যের সন্ধান দিতে। এছাড়া অন্য কোন মত বা পথে দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতে মুক্তির কোন সম্ভবনাই নেই। এ মহাগ্রন্থ আল কুরআন ছাড়া মানুষের মুক্তির চিন্তা করা একটি বাস্তবতাকে উপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই নহে। বর্তমান এ বিপর্যস্ত পৃথিবীটাই এর প্রধান স্বাক্ষী। সারা পৃথিবী জুড়ে মানব রচিত বা মানুষের মস্তিষ্ক তৈরী আইন-কানুন দিয়ে শান্তি আনয়নের চেষ্টা বা সাধনা করা হচ্ছে। কিন্তু শান্তি তো দূরের কথা, বরং মানুষের জীবন দূর্বিসহ হয়ে উঠছে।

আসুন তাকওয়ার অনুশীলনের জন্য কুরআনকে নিত্যসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করি। একটি তাকওয়া সম্পন্ন জাতির উন্নয়নে আল্লাহ তা'আলা আসমান ও জমিনের দ্বার খুলে দেন। এটি আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "লোকালয়ের মানুষগুলো যদি ঈমান আনতো ও তাক্‌ওয়া বা ভয় করতো তাহলে আমি তাদের উপর আসমান জমিনের যাবতীয় বরকতের দুয়ার খুলে দিতাম, কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। সুতরাং তাদের কর্মকান্ডের জন্য আমি তাদের পাকড়াও করলাম।" (সুরা আরাফ-৯৬)

মহাবিশ্বে পৃথিবীর মতো আরও ৪৫ গ্রহ

বাংলাদেশ ডেস্ক : বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে মহাবিশ্বে পৃথিবীর মতো অন্য কোনো গ্রহ আছে কি না, তা অনুসন্ধান করছেন। সেই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল ইউনিভার্সিটির কার্ল সেগান ইনস্টিটিউটের একদল গবেষক পৃথিবীসদৃশ ৪৫টি গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন। এসব গ্রহে এলিয়েন বা ভিনগ্রহের প্রাণের বসবাসের জন্য অনুকূল পরিবেশ থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিজ্ঞানীদের তথ্য অনুযায়ী, নতুন শনাক্ত হওয়া গ্রহগুলোর মধ্যে চারটি পৃথিবী থেকে মাত্র ৪০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। গ্রহগুলো তাদের নিজ নিজ নক্ষত্রের 'হ্যাবিটেবল জোন' বা বাসযোগ্য অঞ্চলে অবস্থান করছে।

এগুলো নক্ষত্রের খুব বেশি কাছে নয়, ফলে অতিরিক্ত উত্তপ্ত নয়। আবার খুব বেশি দূরেও নয়, তাই বরফে আচ্ছাদিত হওয়ার সম্ভাবনাও কম। এই অনুকূল অবস্থানের কারণে এসব গ্রহের পৃষ্ঠে তরল পানি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, যা প্রাণের বিকাশের অন্যতম প্রধান উপাদান হিসেবে বিবেচিত।

নাসার তথ্য অনুযায়ী, পৃথিবীর নিকটবর্তী এই চারটি গ্রহে বর্তমান প্রযুক্তি ব্যবহার করে পৌঁছাতে প্রায় ৮ লাখ বছর সময় লাগতে পারে। তবে বিজ্ঞানীরা আশাবাদী যে, ভবিষ্যতে নিউক্লিয়ার পালস প্রপালশনের মতো উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে এ সময়সীমা কয়েক শতাব্দীতে নামিয়ে আনা সম্ভব হতে পারে। বিজ্ঞানীদের মতে, প্রাণের সম্ভাবনা শুধু দূরবর্তী মহাবিশ্বেই সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের সৌরজগতেও এর অস্তিত্ব থাকতে পারে। এ প্রসঙ্গে ওয়ারউইক ইউনিভার্সিটির মহাকাশ বিশেষজ্ঞ ডেভিড আর্মস্ট্রং জানিয়েছেন, শনি ও বৃহস্পতি গ্রহের কিছু উপগ্রহের বরফস্তরের নিচে থাকা সমুদ্রে প্রাণের অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। সূত্রঃ ডেইলি মেইল।

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

বাসা ভাড়া

বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে সুন্দর পরিচ্ছন্ন, সম্পূর্ণ রেনোভেটেড বেসমেন্টে এক বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। মাসিক ভাড়া ১৫৫০ ডলার। যোগাযোগ : 917,686-2870.
বি-৪২-৪৪

Apartment for Rent

One bedroom Basement apartment rent nice and clean fully renovation ,Queens Village rent, $1550.
Contact number, 917,686-2870.

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭০-৩৮ ন্যাটকোর্ট এ তৃতীয় তলা অ্যাপার্টমেন্টের ১ম তলায় ৩ বেডরুম, ১ ফুল বাথ, লিভিং ও কিচেনসহ ১লা এপ্রিল ২০২৬ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 646-875-9063, 347-634-9278
বি-৪১-৪৩

House for rent

Renovated Duplex Two Bedroom, One Living Room, One Kitchen, One Bathroom House For Rent At 174 Street AND 106 Avenue in Jamaica, Close to BUS, PARK, SCHOOL, MOSQUE, ETC, Details **Call-929 350 9509**

অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে সুন্দর ও সুবিধাজনক লোকেশনে বড় অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। দ্বিতীয় তলায় ৪ বেডরুম, ১টি ফুল ও ১টি হাফ বাথরুম, প্রশস্ত লিভিং রুম, ডাইনিং ও কিচেন রয়েছে। বাসস্টপের খুব কাছে। পরিবার নিয়ে থাকার জন্য উপযুক্ত। যোগাযোগ: 917-686-2870
বি-৪১-৪৩

বেসমেন্ট ভাড়া

হিলসাইড ১৬৯ স্ট্রিট থেকে ২ ব্লক। ট্রেন, বাস, বাংলাদেশি গ্রোসারি, মসজিদ এর কাছে মেফিল্ড রোডে ২ বেডরুম, ফুল বাথরুম, কিচেনসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৫৩-৫৪৩২
বি-৩৬-৩৮

বাসা ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকায় ইয়র্ক কলেজের পাশে ৩ বেডরুম লিভিং, কিচেন, ডাইনিং সহ ভাড়া হবে। পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন, সুপার মার্কেট, লন্ড্রি, মসজিদ নিকটে। ভাড়া: ২৬০০ ডলার। যোগাযোগ: ৯১৭-৬৮৬-২৮৭০
বি-৩৬-৩৮

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা এভিনিউ ১১৭ স্ট্রিট, রিচমন্ডহিল, ‘জে,’ ‘ই,’ ও ‘এফ’ ট্রেন, কিউ-১০ বাসের কাছে দ্বিতীয় তলায় ২ বেড, কিচেন বাথসহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ২৪৭-২৫৫-৪৮৪৬

রুম ভাড়া

বেসমেন্টে রুম ভাড়া

জ্যামাইকা, পারসন্স বুলেভার্ড (১৫০-৫৫) ও হুভার অ্যাভিনিউয়ে স্বামী-স্ত্রী অথবা একজন পুরুষের জন্য সেমি-বেসমেন্টে একটি পরিপাটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। কিচেন ও বাথরুম শেয়ার করতে হবে। লোকেশন ও সুবিধাসমূহ: মসজিদ- হাঁটা দূরত্ব মাত্র ৫ মিনিট। হালাল গ্রসারি- হাঁটা দূরত্ব ২ মিনিট। Q25 বাস স্টপ- হাঁটা দূরত্ব ২ মিনিট। Q25 বাসে পারসন্স বুলেভার্ড - হিলসাইড যেতে মাত্র ৫ মিনিট। ইচ্ছুক হলে যোগাযোগ করুন : 929-293-7026 বি-২৭-২৯

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা ১৮৫ স্ট্রিটে ফার্নিশড বেসমেন্টে একটি রুম একজন কর্মজীবী পুরুষের কাছে জানুয়ারি ২০২৬ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ : **347-319-1714, 347-657-3454**।
বি#২৭-২৯

রুমমেট আবশ্যক

সানিসাইডে মসজিদ ও “7” ট্রেনের কাছে প্রাইভেট বাসার দোতলায় একটি রুম দুইজন রুমমেটের কাছে ভাড়া দেয়া হবে এবং অন্য রুমে একজনকে ভাড়া দেয়া হবে। **646-527-0704**

অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

তৃতীয় তলায় অবস্থিত একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। ৪টি বেডরুম ও ২টি বাথরুম রয়েছে। ভাড়া: ৩,৭০০ ডলার (সকল ইউটিলিটি অন্তর্ভুক্ত) পরিষ্কার ও সু-পরিচালিত পরিবেশ। লোকেশন: ১৬৮ স্ট্রিট, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের পেছনে। যোগাযোগ: +১ (৫৭৩) ২৭৫-৯৬৫৯

পৃথক পৃথক বেডরুম ভাড়া

একটি বাড়িতে একাধিক আলাদা বেডরুম ভাড়া দেওয়া হবে। প্রতি বেডরুমের ভাড়া: ৯০০ ডলার (সবকিছু অন্তর্ভুক্ত)। রান্নাঘর ও বাথরুম শেয়ার করতে হবে। পরিষ্কার ও সুপরিচালিত পরিবেশ। ঠিকানা: ১৯৬ স্ট্রিট, হিলসাইড এভিনিউ থেকে আধা ব্লক দূরে। যোগাযোগ: +১ (৫৭৩) ২৭৫-৯৬৫৯ বি – ২৯-৩১

এস্টোরিয়া কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজী। এখানো সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো ও সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। যোগাযোগ: ইমাম হাফেজ মুক্তাকী বিল্লাহ। ফোন: **347-536-8545;**
ইমেইল: **muttakibillah2014@gmail.com** বি-১৬-১৮

আবশ্যক

লোক আবশ্যক

এস্টোরিয়ায় একটি পোলট্রিতে হালাল জবাই কাজের জন্য ২৫ থেকে ৪০ বছর বয়সের একজন লোক জরুরিভিত্তিতে আবশ্যক। আকর্ষণীয় বেতন দেয়া হবে। বৈধভাবে কাজের অনুমতি থাকতে হবে। যোগাযোগ : **347-754-8548, 347-741-2802, 347-451-9552, 718-729-1445**

Health Career Training & Licensing

EKG- Phlebotomy - Home Health Aide (HHA).
646-420-7156
(Dr .Masood, Instructor) .
718-297-1400 (Office)
NYSCEINc@GMAIL.COM

ঢাকায় প্লট বিক্রয়

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে কমলাপুর রেল ও মেট্রো স্টেশনের নিকটে বাসাবো কদমতলা-রাজারবাগ মেইন রোডের পার্শ্বে ১৯৬৯ সনে খরিদকৃত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, কমিউনিটি সেন্টার-মেডিকেল ক্লিনিক ও শপিং সেন্টার নির্মাণের উপযোগী দেয়াল ঘেরা সাড়ে ৮ কাঠার একটি প্লট বিক্রয় হবে। যোগাযোগঃ মোহাম্মদ খাঁন।
ফোন: **718-786-5168, Email: nazrul208165@gmail.com** ।
বি-২৩-।

অফিস সহকারী আবশ্যক

মহিলা অথবা পুরুষ সেলস এর (With Car) জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগ : **718-440-9988, 917-355-3676**

শেফ আবশ্যক

কুইন্সের একটি স্বনামধন্য পার্টি হল ও রেষ্টুরেন্টের জন্য জরুরি ভিত্তিতে কাজ জানা একজন শেফ আবশ্যক।
যোগাযোগ **(917) 362-1336**

একটি ছেলের দেখাশোনার জন্য আবশ্যক

কুইন্স এলাকায় একটি বন্ধুসুলভ অটিস্টিক ছেলের জন্যে Respite কাজের মানুষ প্রয়োজন। যোগাযোগ: 718-291-7723. বি-৪৭-৪৯

ব্যাবসায়িক পার্টনার আবশ্যক

ফার্মে মুরগি বা ছাগল পালনের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন ব্যবসায়িক পার্টনার আবশ্যক। পার্টনারকে অবশ্যই ফার্মে থেকে মুরগি বা ছাগল পালতে হবে। আগ্রহী হলে যোগাযোগ করুন:
(212) 392-5797

House for Rent

1. 3 bed 1 bath living, dining behind York College, $2600,
2. Basement 2 bed 1bath, 169th St & Mefield Rd,
3. 3 bed 2 bath 164th & 107th Ave,
4. Woodside 3 bed 1.5 bath, living dining, 65 St Subway Satation,
5. 2 bed 1 bath living, 105-51 Remington St,
6. 3 bed 2 bath dining 168 St & JMC,
7. 2 bed 1 bath living, dining 206th St & Hillside Ave,
8. 3 bed 2 bath living, dining Parsons Blvd & 85th Ave,
9. 3 bed 1 bath living, 2nd flr
10. 3 bed 1 bath living, dining 158 St & 115 Ave,
11. Briarwood 1 bed 1 bath living, dining, 3rd flr, $2200
12. 3 bed 1 bath living, dining $3500 including
 3 bed 1 bath living, dining $3400 including
13. 3 bed 1 bath living, dining, Sutphin Blvd & 108 Ave
14. 3 bed 1 bath living, 177th St & 93rd Ave, 1st flr
15. 3 bed 1 bath Bachelor or Students, F train Parsons
16. 4 bed 1 bath Balcony, living dining, 139th St 87th Ave
17. 2 bed 1 bath A Train to Grand Ave, tenant pay utility
18. 2 bed 1 bath living, dining, big apartment, 193-01 Linden Blvd
19. Apartments: 2 bed 1 bath 1st flr
 3 bed 2 bath 2nd flr
 1 bed 1 bath 1st flr
 Corona/Flushing short walk from 7 Train
20. 3 bed 1 bath living, 1st flr 200th St & Hillside Ave, 1st flr
21. Duplex 3 bed 1 bath living dining 153 St & 110 Ave
22. 2 bed 1 bath 241-87th Ave, 2nd flr
23. 3 bed 2 bath Parsons Blvd & 85th Ave, Central A/C & heat
24. 2 bed 1 bath living, 2nd flr
25. East Elmhurst 2 bed 1 bath, living dining, 2nd flr $2500,
 100-02 23rd Ave
26. Jackson Heights, 3 bed 1 bath living dining, 71St & 34th Ave
27. 2 bed 1 bath 104-03 196th St
28. 3 bed 1 bath living, dining, 71st St & 34th Ave
29. 3 bed 2 bath 1st flr, close to Sutphin Blvd
30. 2 bed 2 bath 1st flr (section 8)
31. Duplex, 3 bed 3 bath living dining, 2nd flr, Remington St.
32. 2 bed 1 bath living, dining,
 4 bed 2 bath living dining
33. 1 bed 1 bath, husband-wife priority, 196th St & Hillside Ave
34. Astoria 2 bed 1 bath, living dining 21-28 25th St, Apt# 2B
35. Jackson Heights 2 bed 1 bath living, 73rd St & 37th St
36. 4 bed 2 bath, $3200 Utility included, close to 69 Station subway
37. 3 bed 1 bath $2500, Utility included, close to 69 Station subway
38. 3 bed 1 bath living dining, Sutphin blvd & 108th Ave
39. East Elmhurst 1 bed 1 bath living dining, 24-10 78th St
40. 3 bed 1 bath dining 168th St & Hillside Ave
41. Richmond Hill, 1 bed 1 bath living
42. 3bd, 1bath, living, Dining, 1st floor. 200th Street & Hollis Ave.
 1bd, 1bath, living 173 rd St. & 90th Ave.
43. Jackson Heights 3bd, 1bath, living, Dining, 71st Street & 34th Avenue.
44. 1bd, 1bath, 196th Street Hillside Ave. Husband & wife
45. 3bd, 1bath, living, 2nd floor. 177-51, 105th Ave. 2600 plus bills.
46. 3bd, 1bath, Dining 1st floor, $2700 plus bills, 161-44, 86th Ave.
 2bd, 1bath, living, Dining, 2nd floor, 84-19, 150th St. $2600 plus cooking gas+utility.
47. 3bd, 1 bath living 169th St. & Hillside Ave. $2700 + Bills.
 Studio Apartment 105-41, 189th St. $1400 including.—-
48. Basement 1bd, 1bath 183-27, Jamaica Ave. 2 women or husband & wife $1300.
49. Basement 2bd, 1 bath, living, 168th St. & 84th Ave.
50. 2bd, 1bath, 164th St & Highland Ave. 2 people.
51. 3bd, 1.5 bath, 3rd floor, 169th St. & 89th Ave.
52. From May, 4bd, 2bath, living, Dining, close Hillside Ave.
53. 1bd, 1bath, 173rd St. Close F train.
54. 3bd, 1bath, living, 177th St. & 93rd Ave.
55. 3bd, 2 bath, living, Dining, 2nd floor, 185th St. & 90th Ave.
56. 3bd, 1bath, living 2nd floor. $2600 plus bill.
57. 1bd, 1bath, living, 1st floor. Queens Village.

Contact:
Mohammad Salim Reza, Realtor
929-393-7331

PLOT FOR SALE IN DHAKA

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে কমলাপুর রেল ও মেট্রো স্টেশনের নিকটে বাসাবো-কদমতলা-রাজারবাগ মেইন রোডের পাশে ১৯৬৯ সালে খরিদকৃত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, কমিউনিটি সেন্টার, মেডিকেল ক্লিনিক ও শপিং সেন্টার নির্মাণের উপযোগী দেওয়াল ঘেরা সাড়ে ৮ কাঠার প্লট বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ: মোহাম্মদ খান।
ফোন: ৯১৭-৩৬৫-১৪০১ বি-৩৮-৪০

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত কাজী

ইমিগ্রেশন ও সিটির ল' মুতাবিক ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয় এবং সাক্ষীর ব্যবস্থা করা হয়। সব সময় খোলা ইংরেজী অথবা বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা হয়

Cell: 347-527-6438

ইমাম জুবাইর রাশিদ

ইমাম ও খতিব, পার্কচেস্টার জামে মসজিদ

1203 Virginia Ave, Bronx, NY 10472
Email:abuljubayer@gmail.com

Multiple Award Winners

Thinking of Selling Your Home?

বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় অথবা ভাড়া যেকোন বিষয়ে যোগাযোগ করুন।

BUY-SELL-LEASE

Jashim Chowdhury
347-200-0567
২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

- Free Market Analysis
- Professional Photography
- Shorter Days on Market
- Sell for Top Dollars

EXIT REALTY PRIME

JN REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP.
All Real Estate Services
Buying • Selling • Construction • Development

189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423

Cell : 347-200-0567
Phone : 718-262-0205
Email : c21jashim@gmail.com

গাজীপুরে জমি বিক্রয়

গাজীপুর সিটি করপোরেশন শিল্প জোন হাতিয়ার খিলপাড়া মাদ্রাসার উল্টো দিকে ৫৪ (চুয়ান্ন) শতাংশ নিষ্কন্টক জমি বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : **01781095167**

Open House For Sale

New Jamaica two family house 8 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 5000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 5 bedrooms, 2 bath rooms, finished basement. 4000 Sq. feet lot. **Please call Shahadat-917-593-9311**

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

Saturday & Sunday 3-4pm
or call to see anytime.
Shahadat: 917-593-9311

WINZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker

প্লট বিক্রয়

চট্টগ্রাম সিডিএ'র 'কল্পলোক' আবাসিক জি-ব্লক, ২.৫ কাঠা প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে। যোগাযোগ: **347-335-9887**

বি-১৪-১৬

বাড়ী ক্রয় এ ইচ্ছুক

বাফেলো ইউনিভার্সিটির নর্থ ক্যাম্পাস নিকটসংলগ্ন আবাসিক এলাকায় বাড়ী কিনিতে ইচ্ছুক।
যোগাযোগ করুন
আহসান
৩৪৭-২১০-২৩৩৪

বাড়ি বিক্রয়, বাসা ভাড়া

Short Sale এর জ্যামইকা, এস্টোরিয়ায় ২ ফ্যামেলি, ১ ফ্যামেলি বাড়ি বিক্রয় হবে। এছাড়া ৩ বেডরুম, ২ বেডরুম, ১ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। সব ধরণের সেকশন-৮, Fheps প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। যোগাযোগ : **৯১৭-৫৯৩-৯৩১১**

বসুন্ধরায় জমি বিক্রয়

ঢাকার বসুন্ধরায় বারিধারা প্রকল্পে এফ ব্লকে ৪ কাঠা জমি বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ: নাসের।
ফোন: ৯০১-৩৪০-৬৮৬২; ইমেইল: **naserllc@yahoo.com**

বি-২৪-২৭

শিক্ষক আবশ্যক

উডসাইড মাদানী মসজিদের মক্তব (ইসলামি স্কুল) এর জন্য একজন শিক্ষক আবশ্যক।
যোগাযোগ
917-428-9818, 646-578-7802, 917-623-2231, 347-469-8270

ক্রেডিট কার্ডে বিল গ্রহণ করা হয়

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এ আপনার পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিন
ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন প্রতি সপ্তাহে ১০ ডলার ৩ সপ্তাহে ২০ ডলার।
ফোন: ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯
ফ্যাক্স: ৭১৮-২০৬-২৫৭৯

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োজনের জন্য সেরা মেডিকেয়ার প্ল্যান খুঁজে পেতে সাহায্য করি।

- HEALTHFIRST
- WELLCARE
- HUMANA
- AETNA
- UNITED

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

মোহাম্মদ তুহিন **(718)310-0413**
Lic. Insurance Agent
nymedicare@aol.com

পাত্রী চাই

আমেরিকায় জন্ম নেওয়া ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি উচ্চতার পাত্র বিবাহের জন্য কনে খুঁজছেন। পাত্রের বয়স ২৮ বছর, সাইবার সিকিউরিটিতে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং বর্তমানে কর্মরত। তিনি ৫ ফুট থেকে ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চতার, ফর্সা ও সুন্দর কনে খুঁজছেন, যার বয়স ২৪ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ফার্মাসিস্ট, ফাইন্যান্স, আইন বা কম্পিউটার সায়েন্সে শিক্ষিত কনেদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। যোগাযোগ **215-791-1291**

পাত্র আবশ্যক

স্বপরিবারে New York এ বসবাসরত বাঙালি মুসলিম পরিবারে বেড়ে উঠা Accounting এ Graduate ভদ্র, মার্জিত, নামাযী ২৮ বছর বয়সী Senior Associate Head Fund (SS & C technologies) কর্মরত পাত্রীর জন্য নিউইয়র্কে কর্মরত শিক্ষিত নামাযী পাত্র চাই। শুধুমাত্র পাত্র অথবা পাত্রের অভিভাবক যোগাযোগ করুন।

ফোন ঃ **631-552-9502**

আরবী পড়াতে চাই

আপনার সন্তানকে যদি ছহীহ শুদ্ধভাবে (কোরআন) আরবী শিক্ষা দিতে চান তাহলে যোগাযোগ করুন।
হাফেজ মওলানা শামসুল আলম
৯২৯-২৪২-৪৬৯২

কোর-আন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলেই পড়তে পারবেন।
যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮ বি-১৮-২১

কোরআন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলের পড়তে পারবেন। দূরের স্টুডেন্টগণকে অনলাইনে পড়ানো হয়। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮।

পাত্র-পাত্রী চাই

17 Years Experience

আপনার স্বপ্নের জীবন সংগী/সংগিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদা নিয়োজিত।

যোগাযোগ:
JIBON SONGI
evergreenlife5001@gmail.com
farhanarayhan@yahoo.com
+1 (281)-912-7812
+1(713)-900-6023
অবস্থান: যুক্তরাষ্ট্র

CIVIL SERVICE – GOV JOBS! ARE YOU IN JOB SEARCH?

Try a civil service job with federal/state/city gov; You may work from any locations in the US. We help for job applications and interview preparation.

Contact : K M Tarek FCA

email: kmtarekfca@gmail.com; Phone: 571-234-9648

Queens, NY-11432

বি-১৫-১৭

ইলেকট্রিক্যাল কাজ করি

সবধরনের ইলেকট্রিক্যাল কাজ এবং ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশনার মেরামত, পুরো বাড়ির ইলেকট্রিক্যাল কাজ দক্ষতার সাথে করে থাকি।

যোগাযোগ: মো. ওয়ালিউল্লাহ

ফোন: 929-636-6816

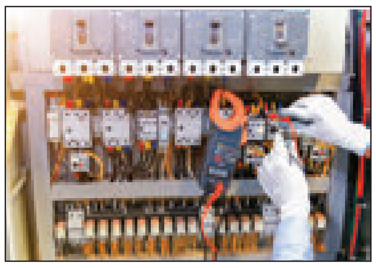

Health Career Training & Licensing

EKG- Phlebotomy - Home Health Aide (HHA).

646-420-7156

(Dr .Masood, Instructor) .

718-297-1400 (Office)

NYSCEINc@GMAIL.COM

হিলসাইড এভিনিউর পাশেই ১৬৮ স্ট্রিট ও লিবার্টিতে

L. ALLADIN LIVE POULTRY MARKET

حلال 100% HALAL

গরু, খাসি, ভেড়া, হাঁস-মোরগী, টার্কি হালালভাবে জবাই করে তাজা মাংস বিক্রি করা হয়।

কোরবানির অর্ডার নেয়া হয়

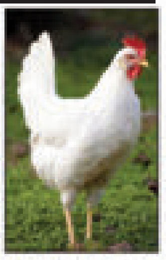

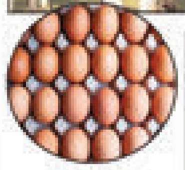

- 3 Red Fowl for $15
- Buy 10 white chicken get 1 Free
- Wednesday Buy 9 Fowl get 1 Free

গুণগতমান ও সেরা সেবা পেতে আজই আসুন

এল. আলাদিন লাইভ পোল্ট্রি মার্কেট

Hours of operation → Mon-Sat 7:00 am-6 pm
Sun-7:00 am-3 pm

Phone : 718-526-1422, Toll Free: 1-877-526-1422

168-25 Liberty Ave, Jamaica, NY 11433

Sagar Restaurant

Sagar CHINESE

168-25B, Hillside Ave., Jamaica, NY-11432

Tel: 718-298-5696, 718-657-2855

www.sagarfood.com

Jamaica Branch

87-47 Homelawn Street
(169 Street & Hillside Ave.)
Jamaica, NY-11432
Tel: 718-657-3333, 718-657-3334
www.sagarchinese.com

Bellerose Branch

252-05 Union Tpke
Bellerose, NY-11426
Tel: 718-343-4444, 718-343-4448
www.sagarchinese.com

ক্যাটারিং স্পেশালিষ্ট

Catering Special

Popular Package $13
Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Sweets, Salad.

Premium Package $15
Vegetable Pakora, Chicken Roll, Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Dessert (Sweets/Dodhi) Borhani, Salad.

Sagar Box Package $6
Polao Rice, Chicken Roast, Shami Kabab, Laddu.

Wedding Package $28
Mixed Grill, Vegetable Roll, Crispy Fish, Polao Rice (Kalajeera), Karai Goat, Beef Rezala or Chicken Makhni, Chicken Roast, Mixed Vegetable, Naan, Chana Dal, Borhani, Raita, Chatni, Desi Style Salad, Desi Style Rasmalai, Any Sweets

BLOOMBERG CONSTRUCTION CO. INC.

37-15 73rd St, Jackson Heights, NY 11372

(718) 478-7000 ; (347) 652-9500

Call Mohammad for Free Estimate INSURED & WORK PERMIT

- Brick Pointing
- Water Proofing
- Lintel Replacement
- Parapet Wall Replacement
- All Kind of Cement Work
- Painting
- Plastering
- Carpenter
- Tiles, Wood Floor
- Sidewalk/Driveway

Electric Plumbing

অনুবাদ ইন্টারপ্রেটেশন ও কম্পোজ

বাংলা থেকে ইংরেজি ও ইংরেজি থেকে বাংলায় সাবলীল অনুবাদ, ইমিগ্রেশন অফিসসহ অন্যান্য সরকারি অফিসে ইন্টারপ্রেটেশন নির্ভুল বাংলা ও ইংরেজি কম্পোজের জন্য যোগাযোগ করুন।

News Net

85-59, 168st, Jamaica, NY 11432

Tel: 347-355-0731, Fax: 718-206-2579

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান?

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক স্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান?

তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

আমরা আপনাকে হেলথ্ফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ্ কেয়ারসহ অন্যান্য ইন্সুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ

বাংলাদেশ সেন্টার , 917-547-6832

Bangladesh Center inc

বি-২০-২২

UNIQUE TAX & MULTI SERVICES

ABDUR RASHID
B.S.S (Honors). M.S.S (Economics)
DHAKA UNIVERSITY

- INCOME TAX & BUSINESS TAX
- IMMIGRATION HELP
- INDIVIDUAL TAX ID (ITIN)
- NOTARY AND MUCH MORE

IRS
- IRS ACCEPTANCE AGENT
- IRS E-FILE PROVIDER

Cell: 718-736-4095
E-mail: rashidtax2@gmail.com

168-25 Hillside Avenue, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
(সাগর রেষ্টুরেন্ট-এর উপরে)

Hillside Multi Services Inc.

হিলসাইড মাল্টি সার্ভিসেস ইন্ক

IRS e-file

Income Tax & Accounting
Immigration Help
Travel-Notary

Mohammed M. Alam
M.com (Managment), L.L.B
Notary Public

Tel: 718-480-3313
Cell: 917-600-4937

167-11 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

SHAHADAT HASAN
Licensed Realtor

House Sell

New Queens Village two family house 6 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 4000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 6 badrooms, 5 bath rooms, finishad basement. 4000 Sq. feet lot.
Please call Shahadat-917-593-9311

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment.
Please call 917-593-9311

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

WINZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার
এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

ফারহানা
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বাণিজ্য প্রতিনিধি

আমরা একটি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান,
যারা বাংলাদেশের বাজারের জন্য নির্ভরযোগ্য ও যোগ্য
আমদানিকারক ও সরবরাহকারীদের খুঁজি।
যোগাযোগ:
+1 (281) 912-7812
greenlife5001@gmail.com
অবস্থান: যুক্তরাষ্ট্র

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ

917-428-1519

উডসাইড কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজী। এখানে
সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয়।
যোগাযোগ: ইমাম হেলাল আহমেদ।
ফোনঃ ৩৪৭-৭৬১-৭৩৯৮।
ইমেইল:Helal.woodside@gmail.com বি-
২৯-৪১।

মুসলিম কাজী অফিস

- তাজবীদ ও হিফজুল কুর'আন ক্লাস
- বয়স্কদের কুর'আন শিখানো হয়
- কাজী, নিউইয়র্ক সিটি রেজিষ্টার
- ফিনারেল সার্ভিস, হজ্ব ও উমরাহ গ্রুপ
- শনি-রবিবার মোক্তব, সামার ক্লাস

Build a Community

American Muslim Center Inc.
৮৯-১৪, ১৫০ ষ্ট্রিট জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২
৭১৮-৮৬৪-৭৭২৯, ৩৪৭-৫৭৫-১১১০

এক যুগেরও বেশি সময় ধরে বাড়ি কেনা-বেচার বিশ্বস্ত রিয়েলটর

WINZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker

Direct: 917-302-0443
Email: malimon10@gmail.com
Off: 81-15 Queens Blvd, 2Fl
Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000 Fax: 718-899-2000
www.WinzoneRealty.com

Mohammad Ali
Liceensed R. E. Salesperson

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আশ্রয়টা হারিয়ে ফেলেছি : পূজা চেরি

বিনোদন ডেস্ক : ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় নায়িকা পূজা চেরি। ঈদের দিন মুক্তি পেয়েছে তার অভিনীত সিনেমা ‘দম’। টানা কয়েক দিন ধরেই সিনেমাটির প্রচারে ব্যস্ত সময় পার করছেন তিনি। তবে ঈদের তৃতীয় দিনে আবেগঘন এক পোস্টে ভেসে উঠেছে তার ব্যক্তিগত বেদনার কথা। কারণ, এদিন তার মায়ের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী। কয়েক দিন অসুস্থ থাকার পর ২০২৪ সালের ২৪ মার্চ মারা যান পূজার মা ঝর্ণা রায়। হঠাৎ মাকে হারিয়ে ভেঙে পড়েছিলেন এই অভিনেত্রী। দুই বছর পেরিয়ে গেলেও সেই শূন্যতা এখনো তীব্র হয়ে আছে। পোস্টে পূজা লিখেছেন, ‘আজ তোমাকে ছাড়া ২ বছর কেটে গেল। সময় সত্যিই থেমে থাকে না। কিন্তু কিছু শূন্যতা কখনোই ভরে না। এই দুই বছরে অনেক কিছু বদলে গেছে-শুধু বদলায়নি তোমার জন্য আমার অপেক্ষা।’
মায়ের সঙ্গে গভীর সম্পর্কের কথাও স্মরণ করেছেন তিনি। লিখেছেন, ‘প্রতিটা দিন, প্রতিটা মুহূর্তে তোমাকে নতুন করে মিস করি। কিছু কষ্ট আছে, যা কাউকে বলা যায় না-শুধু মনে মনে তোমার কাছেই বলি। কারণ তুমি ছাড়া কেউ আমাকে তোমার মতো বুঝতে পারে না।’
মায়ের মৃত্যুর পর নিজের সবচেয়ে বড় আশ্রয় হারানোর কথাও তুলে ধরেন এই অভিনেত্রী। তার ভাষায়, ‘মামুনি, তুমি চলে যাওয়ার পর বুঝেছি, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আশ্রয়টা হারিয়ে ফেলেছি। যে মানুষটা আমার ছোট ছোট সুখে হাসত, আমার কষ্টে চুপচাপ পাশে থাকত, সে আজ শুধু স্মৃতির মধ্যে বেঁচে আছে।’ দূরের আকাশে মাকে খুঁজে ফেরার অনুভূতিও শেয়ার করেন পূজা। তিনি লিখেছেন, ‘আজও আকাশের দিকে তাকালে মনে হয়, দূরের কোনো তারায় তুমি আছড় আমাকে দেখছো, আমার জন্য দোয়া করছো।’ মায়ের জন্য প্রার্থনা জানিয়ে পূজা বলেন, ‘মামুনি, তুমি যেখানেই থাকো, ভালো থেকো। তোমার ভালোবাসা আর শেখানো পথেই আমি বেঁচে আছি। দুই বছর হয়ে গেল, কিন্তু তোমাকে হারানোর কষ্টটা আজও প্রথম দিনের মতোই তাজা।’ উল্লেখ্য, ‘দম’ সিনেমায় শাহজাহান ইসলাম নূর চরিত্রে অভিনয় করেছেন আফরান নিশো। নূরের মায়ের চরিত্রে রয়েছেন ডলি জহুর। নূরের স্ত্রী রানী চরিত্রে অভিনয় করেছেন পূজা চেরি।

৪০-এ পা দেওয়ার পর প্রতিশোধের ইচ্ছেটা চলে গেছে : বাঁধন

বিনোদন ডেস্ক : একসময় প্রতিশোধ নেওয়ার তীব্র ইচ্ছে ছিল-কিন্তু বয়সের সঙ্গে সেই অনুভূতি বদলে গেছে বলে জানিয়েছেন অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন।সম্প্রতি ‘সমকাল ঈদ আড্ডা’ অনুষ্ঠানে এসে এসব কথা বলেন তিনি। অনুষ্ঠানে তার সঙ্গে আলাপচারিতায় ছিলেন উপস্থাপক জেবিন। আড্ডায় উঠে আসে তার সিনেমা, অভিনয়, ব্যক্তিগত জীবনের নানা বিষয়। বাঁধন বলেন, ‘একটা সময় খুব ইচ্ছে করত, যারা আমাকে কষ্ট দিয়েছে, টর্চার করেছে-তাদের সবাইকে শাস্তি দেব। কিন্তু এখন আর সে রকম কিছু মনে হয় না। বিশেষ করে ৪০ বছর পার হওয়ার পর এই আক্ষেপটাই চলে গেছে।’
একসময় বিসিএস দিয়ে পুলিশ হওয়ার ইচ্ছার কথাও জানান এই অভিনেত্রী। তার ভাষায়, ‘আমি যখন বিসিএস দেওয়ার বয়সে ছিলাম, তখন পুলিশ হতে চেয়েছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল প্রতিশোধ নেওয়া। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সেই ইচ্ছা বদলে গেছে।’ এবারের ঈদে মুক্তি পাওয়া ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ সিনেমায় অভিনয় করেছেন বাঁধন। হুমায়ূন আহমেদের ‘কিছুক্ষণ’ উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত ছবিটি দর্শকদের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পেয়েছে। বিশেষ করে বাঁধনের অভিনয় প্রশংসিত হচ্ছে। সিনেমাটি নিয়ে তিনি বলেন, ‘আমি হুমায়ূন আহমেদের অন্ধ ভক্ত। লাক্স চ্যানেল আইয়ে অংশ নিয়েছিলাম শুধু তার সঙ্গে দেখা করার জন্য। প্রতিযোগিতা নিয়ে তেমন ভাবনা ছিল না। পরে যা হয়েছে, তা সবারই জানা। তবে তার জীবদ্দশায় তার কোনো সিনেমায় কাজ করা হয়নি–এটা একটা আক্ষেপ ছিল।’ তিনি আরও বলেন, ‘সম্প্রতি “উৎসব” সিনেমা দেখার পর তার গল্পে কাজ করার আগ্রহ আরও বেড়ে যায়। আমার মেয়েও চেয়েছিল, আমি ওই নির্মাতার সঙ্গে কাজ করি। শেষ পর্যন্ত ভাগ্যক্রমে কাজটি আমার কাছে আসে। আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা দিয়ে কাজ করেছি। এখন মনে হচ্ছে, একটি সফল সিনেমার অংশ হতে যাচ্ছি।’ ব্যক্তিজীবনের প্রসঙ্গ টেনে বাঁধন বলেন, “আমার অনস্ক্রিন স্বামীরা খুব ভালো, কিন্তু অফস্ক্রিন স্বামী ছিল ভয়াবহ। ‘এশা মার্ডার’, ‘রেহেনা মারিয়ম নূর’ ও ‘বনলতা এক্সপ্রেস’-এই তিন সিনেমায় আমার স্বামী চরিত্রগুলো দারুণ ছিল। কিন্তু বাস্তবে তেমনটা পাইনি।” ব্যক্তিগত জীবনে প্রেমের বিষয়ে প্রশ্নের খোলামেলা উত্তর দিয়েছেন বাঁধন। তিনি বলেন, ‘সম্প্রতি আমি প্রেমে পড়েছি। তবে কার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে আছি তা বলবো না। এটা বলারও বিষয় না।’

‘সুপারম্যান’ তারকা ভ্যালেরি পেরিন আর নেই

বিনোদন ডেস্ক : দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ থাকার পর মৃত্যু বরণ করেছেন হলিউড অভিনেত্রী ও ‘সুপারম্যান’ সিনেমার তারকা ভ্যালেরি পেরিন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাঞ্জেলেসের বেভারলি হিলসে মঙ্গলবার তাঁর মৃত্যু হয়। তার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। মৃত্যুর খবর জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম ‘সিক্স পেইজ’। পরিবার জানিয়েছে, ভ্যালেরি পেরিন দীর্ঘদিন পারকিনসন রোগে ভুগছিলেন। এই রোগ ধরা পড়েছিল ২০১৫ সালে। ভ্যালেরি পেরিনের মৃত্যুতে তার বন্ধু, সহকর্মীরা গভীর শোকে আচ্ছন্ন। সোশাল মিডিয়ায় তাদের অনেকে স্মরণ করছেন পেরিনকে। একজন লিখেছেন, “পেরিন কখনো অভিযোগ করেননি, বরং জীবনকে উদযাপন করেছেন। শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সাহস ও ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে লড়াই চালিয়ে গেছেন।”
ভ্যালেরি পেরিন ১৯৬৮ সালে লাস ভেগাসের স্টারডাস্ট রিসোর্ট অ্যান্ড ক্যাসিনোতে একজন শো-গার্ল হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। দর্শকের কাছে তিনি সবচেয়ে বেশি পরিচিত ‘সুপারম্যান’ সিরিজের ‘মিস টেশম্যাকার’ চরিত্রে অভিনয়ের জন্য। ক্রিস্টোফার রিভ অভিনীত সুপারম্যানের বিপরীতে পেরিন ছিলেন ভিলেন লেক্স লুথারের সঙ্গিনী। এই চরিত্রে তার সৌন্দর্য ছাড়াও মানবিক দ্বন্দ্ব ফুটে ওঠে। পেরিন ‘দ্য লাস্ট আমেরিকান হিরো’, ‘হোয়াট ওমেন ওয়ান্ট’ সিনেমা ছাড়াও ‘ইআর’, ‘দ্য প্র্যাকটিস’, ‘ন্যাশ ব্রিজ’সহ আরও কিছু জনপ্রিয় সিরিজে অতিথি চরিত্রে অভিনয় করেছেন। অভিনয় দক্ষতার জন্য তিনি অস্কারের মনোনয়নও পেয়েছিলেন। ভ্যালেরি পেরিনের মৃত্যুতে হলিউড ও ভক্তদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমেছে।

শাকিরার ভারত সফর বাতিল

বিনোদন ডেস্ক : প্রায় ১৯ বছর পর ভারতের মাটিতে গান গাওয়ার কথা ছিল লাতিন পপ সম্রাজ্ঞী শাকিরার। কিন্তু নিরাপত্তার কারণে সেই পরিকল্পনা থেকে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হলেন এই গায়িকা। ২০০৭ সালে শেষবার ভারতে পারফর্ম করেছিলেন শাকিরা। মাঝে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও ভারতের সাধারণ দর্শকদের জন্য কোনো বড় শো করেননি তিনি। যদিও অনন্ত আম্বানির প্রাক-বিবাহ অনুষ্ঠানে তাকে গাইতে দেখা গেছে, তবে সেই আয়োজনটি ভারতের বাইরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ফলে শাকিরার এই ‘ইন্ডিয়া ট্যুর’ ঘিরে ভক্তদের মাঝে উন্মাদনা ছিল আকাশচুম্বী। আগামী ১০ ও ১৫ এপ্রিল ভারতে দুটি শো করার কথা ছিল তার। ভক্তদের ব্যাপক চাহিদার কথা মাথায় রেখে পরে ১১ এপ্রিল মুম্বাইয়ের মহালক্ষ্মী রেসকোর্সের মাঠে আরও একটি শো যুক্ত করা হয়। মুম্বাইয়ে দু’দিন এবং দিল্লিতে একদিন পারফর্ম করার কথা ছিল শাকিরার। এই কনসার্টগুলোর টিকিটের সর্বনিম্ন মূল্য ছিল ৬০০০ রুপি এবং সর্বোচ্চ ভিআইপি টিকিটের দাম ছুঁয়েছিল লাখ রুপির ঘর। প্রিয় গায়িকাকে সামনে থেকে দেখার আশায় ইতোমধ্যে হাজার হাজার অনুরাগী টিকিট সংগ্রহ করেছিলেন। ভিনদেশি ও ভিনরাজ্যের ভক্তরা সেরেছিলেন বিমান ও হোটেল বুকিং। সফর বাতিলের ঘোষণায় মুহূর্তেই সেই উচ্ছ্বাস বিষাদে রূপ নিয়েছে।

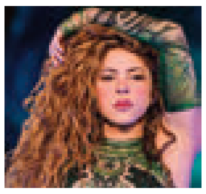

৮ বছর পর আনুশকার পর্দায় ফেরার গুঞ্জন

বিনোদন ডেস্ক : মাঝে আট বছরের দীর্ঘ বিরতির পর খুব শিগগিরই হয়তো পর্দায় ফিরতে চলেছেন আনুশকা শর্মা। বলিউডে কান পাতলে নাকি এমনটিই শোনা যাচ্ছে। সেই সিনেমায় নাকি দেখা যেতে পারে দীপিকা পাড়ুকোনকে।
শোনা যাচ্ছে, দক্ষিণের নামী পরিচালক অ্যাটলির তেলুগু সিনেমার মাধ্যমে নাকি পর্দায় প্রত্যাবর্তন হবে অভিনেত্রীর। সব ঠিক থাকলে ‘এএ২২ঢএ৬’ সিনেমাতে দেখা যেতে পারে অভিনেত্রী। এমন কল্পবিজ্ঞান ঘরানার সিনেমাতে আগে কোনওদিন অভিনয় করেননি আনুশকা। প্রথমবার ছক ভাঙা কাজ করবেন তিনি। শুধু আনুশকাই নন। শোনা যাচ্ছে, দীপিকা পাড়ুকোন, রাশমিকা মান্দানা, জাহ্নবী কাপুরের মতো প্রথম সারির অভিনেত্রীদের দেখা যাবে। রাশিমকাকে আবার দেখা যেতে পারে খলনায়িকার ভূমিকায়। এই প্রথম কোনও সিনেমায় এমন ভিন্ন রূপে ধরা দেবেন তিনি। এখন প্রশ্ন হল, অ্যাটলির এই সিনেমাতে নায়কের ভূমিকায় কি কোনও বলিউড অভিনেতাকে দেখা যাবে নাকি অন্য কেউ।
শোনা যাচ্ছে, এই সিনেমার পরতে পরতে চমক থাকবে। নায়ক নাকি দক্ষিণী তারকা আল্লু অর্জুন। এক নয়, একাধিক চরিত্রে দেখা যাবে তাকে। তবে সবটাই গুঞ্জন। এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে অ্যাটলি কিংবা আনুশকা- কারও পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। বলে রাখা ভালো, ক্যারিয়ারের মধ্যগগনে বিরাট কোহলির সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন আনুশকা। বর্তমানে দুই সন্তানের বাবা-মা। তাদের সুখী দাম্পত্যের রসায়ন আজও সবাইকে অবাক করে। বর্তমানে লন্ডনে সংসার করছেন তারা। আনুশকাকে শেষবার ২০১৮ সালে দেখা গিয়েছিল ‘জিরো’ সিনেমায়। শাহরুখ খানের সঙ্গে সিনেমাটিতে জুটি বেঁধেছিলেন তিনি। এটি বক্স অফিসে সেভাবে ব্যবসা করতে পারেনি।

দেশজুড়ে ১৩৩ সিনেমা হলে শাকিব খানের ‘প্রিন্স’

বিনোদন ডেস্ক : ঢাকাই চলচ্চিত্রের দর্শকদের জন্য ঈদ মানেই নতুন চমক এবং রূপালি পর্দায় মেগা আয়োজন। এবারের ঈদুল ফিতরে মুক্তি পেয়েছে শাকিব খান অভিনীত চলচ্চিত্র ‘প্রিন্স: ওয়ান্স আপন এ টাইম ইন ঢাকা’। পরিচালক আবু হায়াত মাহমুদ নির্মিত ছবিটি দেশের ১৩৩টি সিনেমা হলে একযোগে প্রদর্শিত হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শাকিব খান নিজেই এই খবর নিশ্চিত করেছেন। শাকিব খান লিখেছেন, ‘পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সবাইকে নিয়ে উৎসবের এই মহাআনন্দে ‘প্রিন্স’ দেখুন। দেশজুড়ে ১৩৩টি সিনেমা হলে একযোগে চলছে। সংখ্যা নয়, এ তো আমাদের অভ্যেস।’

মেজবাহ উদ্দিন সুমনের চিত্রনাট্যে শাকিব খান অভিনয় করেছেন চ্যালেঞ্জিং চরিত্রে। এটি কেবল অ্যাকশন সিনেমা নয়, বরং ঢাকার রাজ-নীতি ও অপরাধ জগতের এক গভীর আখ্যান। শিরিন সুলতানা প্রযোজিত সিনেমায় শাকিব খানের বিপরীতে প্রথমবার পর্দায় দেখা যাচ্ছে তসনিয়া ফারিণকে। ওপার বাংলার জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডু ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছেন। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইন্তেখাব দিনার, রাশেদ মামুন অপু এবং ড. এজাজ।

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনুতে
বাংলাদেশী মালিকাধীন

স্টার কেয়ার ফার্মেসী
Star Care Pharmacy

175-20 Hillside Ave. Jamaica, NY-11432

Tel : 718-262-8789, Fax: 718-262-9083, Email: StarCarePharmacy@gmail.com

আমরা প্রায় সবধরণের ইন্সুরেন্স প্ল্যান গ্রহণ করে থাকি

EXPERIENCE THE PERSONAL CARE YOU CAN ONLY GET FROM YOUR NEIGHBORHOOD PHARMACY

আমাদের ফার্মেসী থেকে উন্নততর ব্যক্তিগত সেবার অনন্য অভিজ্ঞতার সুযোগ নিন।

আমাদের সেবা সমূহ:

- ফ্রী কো-পেমেন্ট সহযোগিতা
- পিএ সহায়তা ও ঔষধ থেরাপি ব্যবস্থাপনা
- ফ্লু-শট ও টিকা দানের ব্যবস্থা
- এটিএম বুথ
- ওটিসি নেটওয়ার্ক
- পাসপোর্ট ফটো
- ডিএমভি'র জন্য দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা
- মেট্রোকার্ড।

OUR SERVICES

- Free Copay Assistance
- Free Special packaging for adherence & Compliance
- Free App & online refill reminder
- Free Loyalty Card for Savings on OTC medicaitons
- PA Assistance & Medication Therapy Mgmt. (MTM)
- Flu shots & immunizations
- ATM
- OTC Network
- Passport Photos
- DMV Vision test
- Metrocards

একই দিনে ফ্রি ডেলিভারি

SAME DAY FREE DELIVERY

We accept Most Insurance plans!

Ask your doctor to E-Script your prescription

আপনার ডাক্তারকে বলুন ই-মেইল প্রেসক্রিপশন পাঠাতে অথবা আজই আমাদেরকে ফোন করুন

Tel : 718-262-8789

Email: StarCarePharmacy@gmail.com

www.StarCarePharmacy.com

Call us today and start saving!

TOLL FREE: 888-216-STAR (7827)

যুক্তরাষ্ট্রে ঈদুল ফিতর উদযাপন

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের ঈদ জামাতে বক্তব্য রাখছেন নিউইয়র্ক সিটি মেয়র জোহরান মামদানি।

বাংলাদেশ রিপোর্ট : যুক্তরাষ্ট্রের ৫০ অঙ্গরাজ্যের প্রবাসী বাংলাদেশিরা একই দিনে ঈদ উদযাপন করেছেন। বিশ্ব মানবতার শান্তি ও কল্যাণ কামনার মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে উদযাপিত হয়েছে পবিত্র ঈদুল ফিতর। ২০ মার্চ শুক্রবার ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশ ও উৎসবের আমেজে দেশজুড়ে ঈদের নামাজে অংশ নেন প্রবাসী মুসলমানরা। খুতবায় ঈদুল ফিতরের তাৎপর্য তুলে ধরে আত্মশুদ্ধি, সংযম ও সামাজিক সম্প্রীতির গুরুত্বের ওপর জোর দেন ইমামগণ। নামাজ শেষে মিলাদ ও বিশেষ দোয়ায় *(বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)*

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার

নিউইয়র্ক : সেন্টার (জেএমসি)-এর উদ্যোগে মসজিদ ভবনে পরপর তিনটি জামাত অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে সকাল ৮টা, ৯টা, ১০টায়। এতে ১০-১২ হাজার নর-নারী ঈদের জামাতে অংশ নেন বলে সংশ্লিষ্টরা দাবি করেন। *(বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)*

নিউইয়র্কে পণ্যের দোকানে নগদ অর্থ গ্রহণ বাধ্যতামূলক

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্ক স্টেটে সব রেস্তোরাঁ, খাবারের দোকানসহ খুচরা পণ্যের দোকানগুলোতে *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

নিউইয়র্ক সিনেট ও অ্যাসেম্বলিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়েছে। গত ২৪ মার্চ মঙ্গলবার প্রবাসের আমন্ত্রলো সংগঠন খ্যাত বাংলাদেশ সোসাইটি ইনকের উদ্যোগে নিউইয়র্কের রাজধানী আলবেনিতে ক্যাপিটাল বিল্ডিং ও লেজিসলেটিভ বিল্ডিংয়ে এই আয়োজন করা হয়। এদিকে, নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের রেজুলেশন সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। ওই রেজুলেশন দুটিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস স্থান পায়। জানা গেছে, নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ৮৭ (ব্রঙ্কস) থেকে নির্বাচিত অ্যাসেম্বলি *(বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)*

সব ধরনের ভিসা ফি বাড়াল যুক্তরাজ্য

বাংলাদেশ ডেস্ক : ফের সব ধরনের ভিসা ফি বাড়াল যুক্তরাজ্য। নতুন করে আগামী এপ্রিল থেকে সব ধরনের ভিসা ফি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে *(বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)*

লাগোয়ার্ডিয়া বিমানবন্দরে বিমান দূর্ঘটনা : ২ পাইলট নিহত

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্কের লাগোয়ার্ডিয়া বিমানবন্দরে রোববার (২২ মার্চ) গভীর রাতে একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় দুই পাইলট নিহত এবং অন্তত কয়েক ডজন মানুষ আহত হয়েছেন। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, অবতরণের সময় এয়ার কানাডা *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিমানবন্দরে ‘আইস’ সদস্য মোতায়েন

বাংলাদেশ ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিমানবন্দরগুলোতে ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস) এজেন্ট নিয়োগ করা হয়েছে গত সোমবার থেকে। এর ফলে যাত্রী ভোগান্তি ও নিরাপত্তা সংকট সৃষ্টি হয়েছে বলে গণমাধ্যমের খবরে জানা গেছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প *(বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)*

সাংবাদিকদের সম্মানে জাকির চৌধুরীর ইফতার মাহফিল

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্কের বাংলাদেশী প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়ার সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সম্মানে কমিউনিটির পরিচিত মুখ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক জাকির এইচ চৌধুরী ইফতার ও দোয়া মাহফিল *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

বাংলাদেশি সুলতানা ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলম্বিয়া সিনেটে সদস্য নির্বাচিত

বাংলাদেশ ডেস্ক : কুমিল্লার তরুণী সুলতানা রাজিয়া কানাডার ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় দ্বিতীয়বারের মতো ছাত্র সিনেটে সদস্য নির্বাচিত হয়ে ইতিহাস গড়েছেন। গত ১৩ মার্চ ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সিনেটে *(বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)*

শেখ মুজিব বাঙালিদের ‘বেঈমান’ বলেছিলেন

কাজী জহিরুল ইসলাম : স্বাধীনতা দিবস এলে আমরা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করি, ইতিহাস পর্যালোচনা করি। কিন্তু কেন আমরা অতীত খুঁড়ে খুঁড়ে নানান তথ্য-উপাত্ত তুলে আনি, নতুন প্রজন্মের সামনে হাজির করি? জীবনানন্দ দাশ বলেছেন, “কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে?” ইতিহাস থেকে আমরা আনন্দ এবং বেদনা দুটোই তুলে আনতে পারি কিন্তু কেন তা করবো? একাত্তর টোলের বিখ্যাত *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

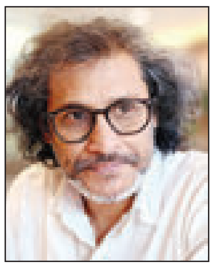

বাসস্থান সংকটে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজারো শিক্ষার্থী

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্কে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক বাজেট শুনানিতে শিক্ষার্থীদের বাসস্থানের সংকটের চিত্র উঠে এসেছে। গত ২০ মার্চ শুক্রবার অনুষ্ঠিত ওই শুনানিতে ভাইস চ্যান্সেলর আলিসিয়া আলভেরো জানান, চলতি বছরের মধ্যে প্রায় ৮,০০০ শিক্ষার্থী হোমলেস বা স্থায়ী বাসস্থানের অভাবে ভুগেছেন। এটি একটি দ্বিবার্ষিক ছাত্রছাত্রী জরিপের প্রাথমিক অনুমান।তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থী জনসংখ্যার প্রায় ৫ শতাংশ গত এক বছরে বাসস্থানের *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

ক্লাসিফাইড Classified ক্লাসিফাইড
আপনি কি ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দেয়ার কথা ভাবছেন?
সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার
Phone: 718-523-6299
917-304-3912
Fax: 718-206-2579

BISMILLAH
HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
নিউইয়র্ক শরীয়াহ বোর্ড অনুমোদিত SBNY
37-15 55th St. Woodside, NY-11377 718.205-7200
ফ্রি ডেলিভারী
বিশাল মূল্যহ্রাস
১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ২টি (কালার চিকেন) ফ্রি
(অথবা ২টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
We accept all major credit cards
We accept EBT/Foodstamp

স্টার্লিং SP ফার্মেসী
2098 Starling Ave. Bronx, NY 10462. Tel: 718-684-6880

Highland Medical Care, PLLC
NAZMUL H. KHAN, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Tel: 718-262-8991 Fax: 718-262-8992

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
We Pay The Highest Rate
OUR SERVICES: Skilled Nursing, Home Health Aides, Medication Reminders, Meal Preparation, Personal Care, Light Housekeeping
$23 Per Hour Given to PCA & HHA
NURUL AZIM CEO 516-451-3748
516-900-7860

মান্নান ডিসকাউন্ট স্টোর এন্ড হাউজহোল্ড সেন্টার
স্বল্পমূল্যে আপনার গৃহস্থালী সামগ্রীর জন্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
37-14, 37rd Street, Jackson Heights, NY 11372 Tel: 718-426-3542

Shafi Chowdhury Consultant Cell: 646-403-6500
HILLSIDE ACCOUNTING SERVICES INC.
Tax, Travel, Payroll & Immigration
167-13 Hillside Ave. 2A, Jamaica NY 11432
Cell: 646-403-6500, Fax: 917-775-7357
E-mail: hillsideaccounting@gmail.com

Published by News Bangladesh Inc. 86-47, 164th Street, #BH, Jamaica, NY 11432, Tel: 718-523-6299, 917-304-3912, Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com, Web: www.weeklybangladeshusa.com